উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮২,৪২৯.৯০ (+২৯৭৫.৪৩)

নিফটি : ২৪,৯২৪.৭০ (+৯১৬.৭০)

খুলল ৩২ বিমানবন্দর
সংঘর্ষ বিরতিতে সহমত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে দেশ। এবার যুদ্ধের আবহে বন্ধ হওয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ৩২টি বিমানবন্দরও খুলে দেওয়া হল। » ৭

পাকিস্তানে হামলা বালোচদের
অপারেশন সিঁদুরের ঘায়ে তছনছ পাকিস্তান। সেই সুযোগে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ'কে আরও তীব্র করল বালোচ বিদ্রোহীরা। পাকিস্তানের বালোচিস্তানে বড় হামলা চালিয়েছে বালোচ লিবারেশন আর্মি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৩°	৩৩°	২৩°	৩৩°	২৩°	৩৩°	২২°

বাণিজ্য বন্ধের হুমকিতেই সংঘর্ষ বিরতি! » ৭

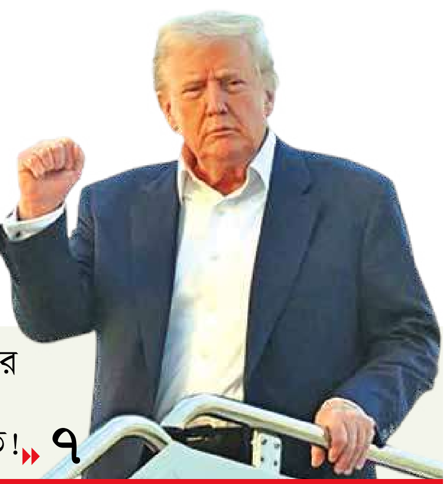

২৯ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 13 May 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 352

বিরাট শূন্যতা

সেরা ১০ ইনিংস

- **২০১৩ :** জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১১৯ ও ৯৬।
- **২০১৪ :** ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০৫।
- **২০১৪ :** অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৫ ও ১৪১।
- **২০১৪ :** মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬৯।
- **২০১৬ :** মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৩৫।
- **২০১৮ :** এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৪৯।
- **২০১৮ :** সেঞ্চুরিয়ানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৫৩।
- **২০১৯ :** পুনেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৫৪।

বিরাট মুহূর্ত

- **২০ জুন, ২০১১ :** জামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। ১০ বলে ৪ রান
- **২০১২ :** অ্যাডিলেডে ১১৬ রানে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টক্কর
- **২০১৪ :** অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে শতরান
- **২০১৫ :** নেতৃত্ব দিয়ে শ্রীলঙ্কায় বিরল টেস্ট সিরিজ জয়
- **২২ জুলাই, ২০১৬ :** নর্থ সাউন্ডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম দ্বিশতরান
- **২০২১ :** লর্ডস টেস্টের শেষ দিনে টিম হাডলে ইংল্যান্ডকে ৬০ ওভারের নরকযন্ত্রণা ভোগ করানোর নির্দেশ
- **২০১৪-'১৫ :** অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজে ৬৯২ রান। শতরান ৪টি
- **২৬-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪ :** মেলবোর্নে যন্ত্রণা চেপে প্রথম ইনিংসে ১৬৯ রান
- **২০১৮ :** বার্মিংহামে জেমস অ্যান্ডারসনের সুইং সামলে ১৪৯ রান। নটিংহ্যামে দুই ইনিংসে ৯৭ ও ১০৩ রান
- **২০১৯ :** শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শতরানের হ্যাটট্রিক। ইডেন গার্ডেন্সে ১০৪, নাগপুরে ২১৩ ও দিল্লিতে ২৪৩ রান

'আক্ষেপ' নিয়েই টেস্টকে অলবিদা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মে : ভারতীয় ক্রিকেট মহল অপেক্ষায় ছিল স্থগিত থাকা আইপিএল শুরুর ঘোষণার। ভারতীয় ক্রিকেট অপেক্ষায় ছিল অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পর্বের অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠার।

বদলে বেলা বারোটা নাগাদ ক্রিকেট সমাজের দিকে ধেয়ে এল 'বোমা'। সমাজমাধ্যমে টেস্ট ক্রিকেট থেকে তাঁর অবসর ঘোষণা করে বোমা ফাটালেন বিরাট কোহলি। সিদ্ধান্তটা হয়তো প্রত্যাশিত। উত্তরবঙ্গ সংবাদে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, বিরাটের সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

কিন্তু তারপরও মনে করা হয়েছিল, কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের কথা শুনবেন বর্তমান ক্রিকেটের বাদশা। বাস্তবে সেটা হয়নি। নিজের অনড় মনোভাবের 'স্টান্স' না বদলে মনের কোণে 'আক্ষেপ' নিয়েই টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন কোহলি। দিনকয়েক আগে রোহিত শর্মার পর আজ বিরাটের টেস্ট থেকে অবসরে ভারতীয় ক্রিকেটে তৈরি হল এক শূন্যতার। সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীর ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন। সমাজমাধ্যমে বহু ক্রিকেটপ্রেমী রোহিতের পর কোহলিরও টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তের পিছনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরকে দায়ী করেছেন।

ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের। কিন্তু তারপরও মনে করা হয়েছিল, বিসিসিআই কোহলিকে ইংল্যান্ড সফরের জন্য রাজি করাতে পারবে। আজ বিরাটের টেস্ট থেকে অবসরের

এরপর দশের পাতায়

অপারেশন সিঁদুর

পাকিস্তানকে যদি বাঁচতে হয় ওদের সন্ত্রাসের পরিকাঠামো নির্মূল করতে হবে। 'টেরর' ও 'টক' (সন্ত্রাস এবং আলোচনা) একসঙ্গে চলতে পারে না।

-নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

যে ধরনের প্রযুক্তিই আসুক না কেন, আমরা সেটা আটকানোর জন্য তৈরি। ওদের কোনও সুযোগই ছিল না এই দুর্ভেদ্য ডিফেন্সকে ভেদ করে আমাদের সেনাঘাঁটিতে হামলা করার।

-একে ভারতী, এয়ার মার্শাল, ভারতীয় বায়ুসেনা

একসঙ্গে বইবে না রক্ত-জল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ মে : অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা। অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার ৫ দিন পর। পাকিস্তানকে চ্যালেঞ্জ জানালেন কড়া ভাষায়। নরেন্দ্র মোদি জানিয়ে দিলেন, 'টেরর' ও 'টক' একসঙ্গে চলবে না। 'টেরর' চলবে 'ট্রেড' চলবে না। পাকিস্তানের সঙ্গে যদি আলোচনা করতেই হয়, তাহলে মূল অ্যাজেন্ডা হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে হবে পাকিস্তানকেই।

সোমবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের প্রতি ইঙ্গিত করে মোদি বলেন, 'সন্ত্রাস আর বাণিজ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। আমি আন্তর্জাতিক মহলকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, যদি কখনও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা হয়, তাহলে তা হবে শুধু সন্ত্রাসবাদ ও পিওকে নিয়েই। সন্ত্রাসের সঙ্গে কোনও আপস করবে না ভারত।'

তাঁর ভাষণের কিছুক্ষণ আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছিলেন, দুই দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য বন্ধের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। এই বার্তা নরেন্দ্র মোদি ও শাহবাজ শরিফ, দুজনের পক্ষেই অস্বস্তিকর। এই প্রেক্ষাপটে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, শুধুমাত্র সাময়িক বিরতি নেওয়া হয়েছে। এই লড়াই চলবে।'

মোদির ঘোষণা, 'অপারেশন সিঁদুর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নতুন নীতি। পাকিস্তানের প্রতিটি গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছে ভারত। তিন বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত ও সজাগ রয়েছে।' তিনি বুঝিয়ে দেন, পাকিস্তানের কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করছে ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এমনকি পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর হলেও যে ভারত ভয় পায় না, তা জানিয়ে দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত পরমাণু ব্ল্যাকমেল বরদাস্ত করবে না। শুধু প্রতিরক্ষা নয়, প্রয়োজনে আক্রমণাত্মক কৌশল নিতেও দ্বিধা করব না আমরা।'

এরপর দশের পাতায়

১৬৫ কিমি ভেতরে ঢুকে প্রত্যাঘাত

নয়াদিল্লি, ১২ মে : আপাতত আর যুদ্ধ নয়। বরং সংঘর্ষ বিরতিই থাকবে। পাকিস্তানের তরফে দু'দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) পর্যায়ের বৈঠকে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তার কয়েক ঘণ্টা আগেও অবশ্য ভারতীয় সেনার শক্তি, বিক্রমের খতিয়ান দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক বৈঠকে।

একের পর এক ভিডিও, ছবি ও উপগ্রহ চিত্র তুলে ধরে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে অপারেশন সিঁদুরের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সীমান্ত বা নিয়ন্ত্রণরেখা না পেরিয়েও কীভাবে পাকিস্তানের হামলার জবাব দেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন প্রতিরক্ষাবাহিনীর ৩ শাখার ডিজিএমওরা। ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইয়ের ভাষায়, 'আমাদের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান।'

সেনার সাফল্য দাবি করে জানানো হয়, পাকিস্তানের ১৬৫ কিলোমিটার ভিতরেও আঘাত হেনেছে ভারতীয় বাহিনী। মুরিদকে ও বাহাওয়ালপুরে পাকিস্তানের রাডার এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে লস্কর-ই-তৈবার সদর দপ্তর। ফিকি, চাকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর এবং শিয়ালকোটে পাকিস্তানের সেনা ও বায়ুসেনা ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষতি করা হয়েছে।

ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার মার্শাল একে ভারতী রাওয়ালপিন্ডির নুর খান বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলার বিবরণ পেশ করেন ভিডিওতে। যাতে দেখা যায়, ভারতের হামলায় বিমানঘাঁটির রানওয়েতে বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে। আগুন, ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে এলাকা। এয়ার মার্শাল দাবি করেন, 'যে ধরনের প্রযুক্তিই আসুক না কেন, আমরা সেটা আটকানোর জন্য তৈরি। ওদের কোনও সুযোগই ছিল না এই দুর্ভেদ্য ডিফেন্সকে ভেদ করে আমাদের সেনাঘাঁটিতে হামলা করার।'

সমুদ্রপথেও প্রতিরক্ষা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছে নৌবাহিনী। ভারতের ডিজিএমও বলেন, '৭ মে আমরা শুধু জঙ্গিদের ঘাঁটিতে হামলা করেছিলাম। পাক সেনা সেই জঙ্গিদের হয়ে ব্যাট ধরেছে। আমরা তার জবাব দিয়েছি।'

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

জোর বাঁচল দার্জিলিং মেল

» *দুইয়ের পাতায়*

বিহারে গ্রেপ্তার খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী

» *দশের পাতায়*

নতুন ট্রেন চালু নিয়ে ধোঁয়াশা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে শিয়ালদাগামী সাপ্তাহিক যাত্রীবাহী ট্রেনটি ঠিক কবে থেকে চালু হবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। একের পর তারিখের কথা সাংসদের তরফে জানানো হলেও ট্রেনটি এখনও চালু হয়নি। প্রথমে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে নতুন ট্রেনটি ১০ মার্চ চালু হবে বলে জানিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। তবে পরে তা স্থগিত হয়ে যায়। সেসময়ে সাংসদ দাবি করেন, নতুন ট্রেনটি ১০ মে থেকে চালু হবে। কিন্তু সেই তারিখও পেরিয়ে গিয়েছে। এখন সাংসদের বক্তব্য, ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহে নতুন ট্রেনের যাত্রা শুরু আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। আবার শিয়ালদা থেকে নিউ আলিপুরদুয়ারের মধ্যে বন্দে ভারত চালানো নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ইস্টার্ন রেলের পাবলিক রিলেশন অফিসার দীপ্তিময় দত্ত বলেন, 'শিয়ালদা থেকে নিউ আলিপুরদুয়ারের মধ্যে বন্দে ভারত ও জলপাইগুড়ি রোড পর্যন্ত নতুন ট্রেনের চলাচল নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত নির্দেশিকা আসেনি।' তবে ট্রেন চালু নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও উড়ালপুল নিয়ে আশা দেখা গিয়েছে। সোমবার তিন নম্বর গুমটির উড়ালপুল তৈরির জায়গা খতিয়ে দেখেন সাংসদ ও রেলের আধিকারিকরা। কাটিহার ডিভিশনের সহকারী ডিভিশনাল ম্যানেজার অজয় সিংকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় উড়ালপুলের জায়গাটি খতিয়ে দেখেন।

আশা উড়ালপুলের জায়গা পরিদর্শনে

জলপাইগুড়ি রোড থেকে ঘোষিত

এরপর দশের পাতায়

চা সুন্দরীর ঘরে ভোটের অঙ্ক

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১২ মে : ভোটারদের চোখে প্রায় এক বছর দেরি থাকলেও ভোট ম্যানেজারদের তৎপরতায় আগামী বিধানসভা ভোটের সলতে পাকানো পুরোদমে শুরু হয়েছে। গত পাঁচ-ছয় বছরে ডুয়ার্সের চা বলয়ে গড়ে ওঠা বিরোধীদের দুর্গ ভাঙতে মরিয়া রাজ্যের শাসকদল। চা সুন্দরী নামে আবাস প্রকল্প বিরোধীদের ভোটব্যাংকে হানা দিতে মোক্ষম অস্ত্র বলেই মনে করছেন শাসকদলের নেতারা। ২০২০ সালের রাজ্য বাজেটে ঘোষিত এই প্রকল্পে গড়ে তোলা ঘরগুলি শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শাসক নেতারা চা সুন্দরীকে তুরুপের তাস ভাবলেও বাস্তবে তা নিয়ে মতান্তরের অভাব নেই। মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্পের পাকা ঘরে চা শ্রমিকরা আদৌ আগ্রহী কি না, তাও স্পষ্ট নয়।

সারারাজ্যে আবাস যোজনায় ঘর গড়তে আবাস পিছু ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হলেও প্রায় সমান মাপের চা সুন্দরীর ঘর গড়তে ৫ লাখ ৪৩ হাজার থেকে ৬ লাখ ১৪ হাজার টাকা পর্যন্ত দরাজ হাতে বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। তারপরেও সিমেন্ট, ইট, রড সহ চা সুন্দরীর ঘর গড়তে ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রীর মান নিয়ে শুরু থেকেই ছিল হাজারো অভিযোগ। তবে, প্রকল্পে সাপ্লায়ার হিসেবে থাকা শাসকদলের নেতা এবং সক্রিয় প্রভাবশালীদের পাহারায় প্রায় নির্বিঘ্নেই কাজ শেষ করেছে কলকাতা সহ রাজ্যের বড় নির্মাণ সংস্থাগুলি। ফাওলই প্রাপকদের হিসেবে তৈরি প্রাপক তালিকা থেকে শুরু হয়েছে ঘর বিলির কাজ। আলিপুরদুয়ার জেলার তোর্ষা, লঙ্কাপাড়া চা বাগানে ইতিমধ্যেই ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হয়েছে চা শ্রমিকদের হাতে। তবে সেই ঘরে শ্রমিকরাই থাকছেন, এমনটা বাস্তবে একদমই না। এনিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'রাজ্যের শাসকদলের মদতে আগামীদিনে চা সুন্দরীর আবাস হয়ে উঠবে রোহিঙ্গা সহ অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তাঞ্চল। চা শ্রমিকরা এই প্রকল্প থেকে কোনও লাভই পাননি এবং পাবেনও না। তাই ভোটে প্রভাব পড়লে তা তৃণমূলের পক্ষে নেতিবাচকই হবে।'

এখনও পর্যন্ত দুই জেলা মিলিয়ে চা সুন্দরীর ৩৬৯৪টি ঘরের মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলায় ২৬৪১টি এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ১০৫৩টি ঘর তৈরি হয়েছে। এরমধ্যে একাংশ যেমন শ্রমিকদের হাতে চলে গিয়েছে তেমনই জলপাইগুড়ি জেলায় রেডব্যাংক চা বাগানে ৫৬২টি ঘরের সঙ্গে পার্ক মিলিয়ে বিশাল চা সুন্দরী কলোনি খাঁখাঁ করছে শ্রমিকদের অপেক্ষায়। বাগানের ভিকালাইন, আপারলাইন, শালবনির মতো শ্রমিক মহল্লাগুলোয় চা সুন্দরীর ঘরে যাওয়ার জন্যে গুঞ্জন কান পাতলেই শোনা যায়। সর্বশেষ হিসেবে প্রায় ৯০০ শ্রমিকের মধ্যে কারা আবাসনে

এরপর দশের পাতায়

রেডব্যাংক চা বাগানে চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর।

ভোরের আলো ঢেকেছে আঁধারে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : কোথাও ভাঙচুর করছে দুষ্কৃতীরা। কোনও এলাকা আবার হাতির পালের তাণ্ডবের সাক্ষী। ঝোপঝাড়ে ঢেকে যাচ্ছে বেশ কিছু এলাকা। ফলে তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের তৈরি করা ইকো পার্কের পাশাপাশি অর্কিডিয়াম, হাতির পিলখানার ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

২০১৮-তে গজলডোবায় 'ভোরের আলো' পর্যটন হাবের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর পর্যায়ক্রমে তিস্তা ব্যারেজের ইকো পার্ক, পর্যটন দপ্তরের অধীনে অর্কিডিয়াম (অর্কিড পার্ক) এবং হাতির পিলখানা তৈরি হয়। চালু হওয়া তো দূরের কথা, প্রকল্প তিনটির উদ্বোধন পর্যন্ত হয়নি। ফলে অর্কিডিয়াম বাদে হাতির পিলখানা ও ইকো পার্কের বর্তমান অবস্থা বেহাল। এর মূলেই রয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারির অভাব।

ওয়েস্টবেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তরফে গজলডোবায় ইকো পার্ক তৈরি করা হয়। বিভিন্ন গাছপালায় ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে একাধিক বসার জায়গাও তৈরি করা হয়। সম্প্রতি দুষ্কৃতীরা পার্কের স্টাফ রুমে ব্যাপক ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, প্রকল্পটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করা হলেও নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে হাট করে খোলা সদর দরজা দিয়ে দুষ্কৃতীরা অনায়াসে ভিতরে ঢুকতে পারছে।

অর্কিডিয়ামের কাছেই কোভিডের আগে তৈরি হয়েছিল পিলখানা। মাহুত ও বনকর্মীদের থাকার জন্য ঘরও রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত হাতির দেখা মেলেনি। ফলে সরস্বতীপুরের জঙ্গলে এলিফ্যান্ট সাফারি স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। প্রকল্পটি আদৌ চালু হবে কিনা, তা নিয়ে সরকারি স্তরেই রয়েছে সংশয়। পর্যটন দপ্তরের তরফে পিলখানার ভেতরেই কৃত্রিম রক ক্লাইম্বিং সহ অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের একাধিক পরিষেবা তৈরি করা হয়। কিন্তু এই প্রকল্পটিও চালু হয়নি। কোভিড পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের অর্কিড এনে অর্কিডিয়াম তৈরি করা হয়। কয়েকমাস আগে সরস্বতীপুরের জঙ্গল থেকে একপাল হাতি বেরিয়ে অর্কিডিয়ামে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। পুনরায় অর্কিডিয়াম সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু বাহারি অর্কিডের সম্ভার থাকলেও উদ্বোধন না হওয়ায় ভেতরে প্রবেশের সমস্ত গেট বন্ধ। গজলডোবায় বেড়াতে এসেও অর্কিডিয়াম দেখা হয় না পর্যটকদের।

> পিলখানা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা থাকলেও এখনই কিছু করে উঠতে পারছি না, পরিকাঠামোটি পর্যটন দপ্তরের অধীনেই রয়েছে। আমরা পর্যটন দপ্তরকে চিঠি লিখে হস্তান্তর করার প্রস্তাব দিয়েছি।
>
> **এম রাজা** *ডিএফও, বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ*

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল ব্যাপারির বক্তব্য, 'ভোরের আলোর অধিকাংশই বন্ধ থাকায় গুরুত্ব হারাচ্ছে পর্যটনকেন্দ্রটি।' পর্যটন ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু দেব মনে করেন, 'গজলডোবায় শুধু ব্যারেজ দেখা, নৌকায় চড়া এবং পেটপুজোর বাইরে কিছু নেই এখন। এলিফ্যান্ট সাফারি ও অর্কিডিয়াম চালু হলে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়তে পারে। সম্প্রতি পাখিবিতান এলাকা সেচ দপ্তর থেকে বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে। পিলখানার বিষয়টি রাজ্যের তরফে দেখা হচ্ছে। অর্কিডিয়াম নিয়ে পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ বলছেন, 'কবে সেটি চালু হবে, তা রাজ্য থেকে নির্দেশ আসার পরেই বোঝা যাবে।'

লাইনে ফাটলের খবর দিয়ে দুর্ঘটনা রুখলেন স্থানীয়রা

জোর বাঁচল দার্জিলিং মেল

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১২ মে : রেললাইনে ছিল ফাটল। তাও স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল হলদিবাড়িগামী দার্জিলিং মেল ও এনজেপিগামী ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সোমবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন কাশিয়াবাড়ির ২৫/৭ নম্বর পিলার সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে বড়সড়ো ফাটল দেখা যায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে স্থানীয়দের তরফে রেলকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই রেলের আধিকারিক ও রেল পুলিশের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তারপর লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সারাইয়ের তৎপরতা শুরু হয়। এবিষয়ে হলদিবাড়ি স্টেশন ম্যানেজার সত্যজিৎ তিওয়ারি বলেন, 'কাশিয়াবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে ফাটল দেখা দিয়েছিল। দ্রুত সে ফাটল সারাই করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে নজরে আসায় ট্রেন পরিষেবা কোনওভাবেই বিঘ্নিত হয়নি।'

কাশিয়াবাড়ি এলাকায় এভাবেই রেললাইনে বড়সড়ো ফাটল হয়েছিল।

রেললাইনের যে অংশে ফাটল তার পাশেই স্থানীয় দীপু রায়ের বাড়ি। এদিন সকালে লাইন দিয়ে হাঁটার সময় বিষয়টি প্রথমে তাঁর নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এলাকার অন্যদেরও জানান। এরপর স্থানীয় এক তরুণ অভিজিৎ রায় গুগলে সার্চ করে রেলের অভিযোগ জানানোর নম্বর জোগাড় করে ফোন করেন। গোটা বিষয়টি রেলকে জানানো হয়। তবে ততক্ষণে ওই অবস্থাতেই এনজেপিগামী ডেমু ট্রেন চলে গিয়েছিল। যদিও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু দার্জিলিং মেল আসার আগেই রেলকর্মীরা দ্রুত লাইন মেরামতের কাজ শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে ফাটলের জায়গায় ক্ল্যাম্প সেট করে করা হয়।

এরপর ওই লাইনের উপর দিয়ে ধীরগতিতে নির্ধারিত সময়ে দার্জিলিং মেল ও হলদিবাড়িগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাস করা হয়। পরে লাইন সারানো হয়। এক রেলকর্মী বলেন, 'রেললাইনের ধাতু গরম বা ঠান্ডায় প্রসারিত বা সংকুচিত হতে পারে। গতকাল ঝড়-বৃষ্টিতে তাপমাত্রা হঠাৎ করে কমে গিয়েছিল। ফলে দুই লাইনের সংযোগস্থলে ফাটল তৈরি হতে পারে। তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।'

যা যা ঘটল

- সোমবার কাশিয়াবাড়ির ২৫/৭ নম্বর পিলারের কাছে রেললাইনে ফাটল দেখা যায়
- স্থানীয় বাসিন্দারা রেলে অভিযোগ জানান
- ওই অবস্থায় এনজেপিগামী ডেমু ট্রেন চলে গেলেও দুর্ঘটনা ঘটেনি
- ফাটলের জায়গায় ক্ল্যাম্প সেট করার পরে দার্জিলিং মেল পার হয়

জল শুধু জল, তারই মাঝে ঝলসাচ্ছে কৈশোর।। *ফরাক্কা সংলগ্ন শ্রীঘরের সাহেবতলার গঙ্গায়। ছবি : রাজু দাস*

খাদ্যভাণ্ডার বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ বক্সায়

৫২ হেক্টর জমিতে ঘাস

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : গত দু'বছরে ঠিক করে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস লাগানো হয়নি জঙ্গলে। পর্যাপ্ত ঘাসের অভাবে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বন্যজন্তুর হানা দেখা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা টাইগার রিজার্ভে বহুবার এই সমস্যা নজরে এসেছে। এই অবস্থায় জঙ্গলে খাদ্য ভাণ্ডার বাড়িয়ে বন্যজন্তুদের জঙ্গলের ভিতর থেকে বাইরে বের হওয়া আটকানোর পরিকল্পনা বন দপ্তরের। সেজন্য বক্সা টাইগার রিজার্ভেই এবছর ৫২ হেক্টর জমিতে ঘাস লাগানো হবে। এরপর ফলের গাছও লাগানো হবে বলে খবর। ভারী বর্ষা এলেই এই ঘাস লাগানোর কাজ শুরু হবে বলে খবর। এবিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) দেবাশিস শর্মার বক্তব্য, 'বর্তমানে ঘাস লাগানোর প্রস্তুতি চলছে। ঘাসের চারা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। বর্ষার সময় বিভিন্ন জায়গায় ওই ঘাস লাগানো হবে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, বিগত দু'বছরে অনেকটাই কম ঘাস লাগানো হয়েছিল। বিশেষ করে কিছু রেঞ্জ এলাকায় তো লাগানোই হয়নি। জঙ্গলে ঘাসের অভাবে অনেক বন্যজন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনা নজরে এসেছে জেলার বিভিন্ন এলাকায়। এমনকি এই বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক সভা করতে এসেও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। জঙ্গলে ঘাস লাগানো যে হয়নি সেটা বলতে শোনা যায় তাঁকেও। এই অবস্থায় এবছরই

> বর্তমানে ঘাস লাগানোর প্রস্তুতি চলছে। ঘাসের চারা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। বর্ষার সময় বিভিন্ন জায়গায় ওই ঘাস লাগানো হবে।
>
> **দেবাশিস শর্মা** *ডিএফডি, বক্সা টাইগার রিজার্ভ (পশ্চিম)*

ঘাস লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবছর সব থেকে বেশি লাগানো হবে চেপটি ঘাস। এছাড়াও ঢাড্ডা, মালসা, পুরন্ডি প্রজাতির ঘাসও প্রচুর পরিমাণে লাগানো হবে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। কোন এলাকায় কী পরিমাণ ঘাস লাগানো হবে সেটাও ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। জুন ও জুলাই- এই দুই মাস ধরে ঘাস লাগানো হবে। বক্সার জঙ্গলে বেশ কয়েকটি জলধারা ও নদী থাকায় জলের সমস্যা এখনও খুব বেশি নজরে আসেনি। তবে এবার ঘাসের সমস্যা নজরে এসেছে।

বক্সার জঙ্গলে থাকা হাতি, বাইসন, হরিণ সহ অন্য বিভিন্ন জন্তুর খাবারের জন্য শুধু ঘাসই নয়, বিভিন্ন জায়গায় ফলের গাছও লাগানো হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাঁঠাল, আমলকী সহ খয়ের গাছও লাগানো হবে বিভিন্ন এলাকায়। তবে আগে ঘাস লাগানোর কাজ শেষ করা হবে। এরপর জোর দেওয়া হবে ফলের গাছ সহ অন্য গাছ লাগাতে। বনকর্তারা জানিয়েছেন, প্রতি বছরই বক্সার জঙ্গলে বিভিন্ন জন্তুর সংখ্যা বাড়ছে। একদিকে যেমন হাতি বাড়ছে তেমনই বাড়ছে বাইসন। অন্যদিকে হরিণও বাড়ছে। বাইরে থেকেও বিভিন্ন সময় জঙ্গলে হরিণ ছাড়া হয়েছে। জঙ্গলের তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যের জোগান ঠিক রাখতেই বন দপ্তর ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্ষায় বিভিন্ন গাছ ও ঘাস লাগানো হলে শীতকালের মধ্যেই জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাদ্য তৈরি হয়ে যাবে বলে ধারণা বনকর্তাদের।

লিয়েন্ডার পেজকে পিসি চন্দ্র পুরস্কার

নিউজ ব্যুরো

১২ মে : খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়ার লিয়েন্ডার পেজকে ৩২তম পিসি চন্দ্র পুরস্কার-২০২৫ দিয়ে সম্মানিত করা হল। পিসি চন্দ্র গ্রুপের তরফে কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই সম্মান দেওয়া হয়। প্রতিবছর প্রতিষ্ঠাতা পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রের জন্মদিনে ওই পুরস্কার দেওয়া হয়। এর আগে গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ, নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী, প্রখ্যাত গায়িকা আশা ভোঁসলে সহ আরও বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের ওই পুরস্কার দেওয়া হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে লিয়েন্ডার পেজের উৎকর্ষ সাধন ওই পুরস্কারের মূল ভাবনা প্রতিফলিত করে।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুবীরানন্দজি, পিসি চন্দ্র গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অরুণকুমার চন্দ্র প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের ৬ই মে, ২০২৫ তারিখের নির্দেশ অনুসারে, (WPA (P) 111 of 2025), পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি আয়োগ, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকাভুক্তিকরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে। যে সমস্ত শ্রেণি বা সম্প্রদায় নিজেদেরকে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মনে করেন কিন্তু এখনও রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় বা তপশিলি জাতি বা তপশিলি উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হননি, তারা রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্রের নিদর্শ আয়োগের ওয়েবসাইট (https://wbcbc.in) থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ই-মেলে (mswbcbc@yahoo.co.in) বা আয়োগের কার্যালয়ে (তন্তুজ ভবন, অষ্টম তল, ১৮/৪, ডিডি ব্লক, সেক্টর-১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৬৪) যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে জমা করতে পারবেন।

আদেশানুসারে
সদস্য সচিব

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **প্রথম কদম ফুল** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ শতরূপা, দুপুর ২.০০ পরিণাম, বিকেল ৪.৩০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ১০.৩০ অগ্নিপথ, ১.৩০ সামথিং সামথিং

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ শক্তি, ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, দুপুর ১.০০ খোকাবাবু, বিকেল ৪.১৫ মানিক, সন্ধে ৭.১৫ আওয়ারা, রাত ১০.১৫ খিলাড়ি, ১.০০ সিনেমাওয়ালা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.৪০ মন যে করে উড়ু উড়ু, সন্ধে ৭.৩০ দেবী, রাত ১০.৪৫ রাখী পূর্ণিমা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চাবিওয়ালা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আপন হলো পর

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৫ সূরয়া, দুপুর ২.৪৪ রোডসাইড রাউডি, বিকেল ৫.২৫ শূরবীর, সন্ধে ৭.৫৫ রাউডি, রাত ১০.৩৬ মহাবীর নম্বর ওয়ান

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৩ গঙ্গাজল, দুপুর ১.৫৮ ক্র্যাক, বিকেল ৪.৪৫ মঙ্গলবীর, সন্ধে ৭.৩০ স্যামি-টু, রাত ১০.২১ অন্তিম

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৫ তরলা, দুপুর ১.২২ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, বিকেল ৩.৩৫ উঁচাই, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.০২ লয়লা মজনু

রমেডি নাউ : বেলা ১১.০৫ দ্য নাট জব, দুপুর ১২.৩৩ মিউন, বিকেল ৩.৩১ অ্যান্ড সো ইট গোজ, ৫.০৯ আলোহা, সন্ধে ৬.৫৫ দ্য গ্রেট ডিরেক্টর, রাত ৯.০০ ব্রেকিং আপ, ১০.২৩ ওভারবোর্ড

মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে
দুপুর ১.২২ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

চাবিওয়ালা দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

মিউন দুপুর ১২.৩৩ **রমেডি নাউ**

সিক্রেটস অফ দ্য পেঙ্গুইনস সন্ধে ৬.৩০ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। প্রেমে শুভ। বৃষ : শারীরিক কারণে কাজের ক্ষতি হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর আশা করতে পারেন। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় সাফল্য মিলবে। কর্কট : বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। সিংহ : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখুন। প্রণয়মূলক বিবাহের সম্ভাবনা। কন্যা : চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। বিকেলের পর ভালো অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। তুলা : বহুদিনের কোনও বকেয়া হাতে পেয়ে সমস্যা থেকে স্বস্তি পাবেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। বৃশ্চিক : সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে খরচ একটু বাড়বে। গবেষণায় যুক্ত ব্যক্তিরা আশানুরূপ সুফল পাবেন। ধনু : কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সম্ভাবনা। মকর : লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। কুম্ভ : পারিবারিক ক্ষেত্রে বাধা এলেও বুদ্ধিবলে এড়াতে সক্ষম হবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মোটামুটি সাফল্য। মীন : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। সন্তানের আশানুরূপ সাফল্যের সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ বৈশাখ, ১৩ মে, ২০২৫, ২৯ বহাগ, সংবৎ ১ জ্যৈষ্ঠ বদি, ১৪ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।৬। মঙ্গলবার, প্রতিপদ রাত্রি ১১।১১। বিশাখানক্ষত্র দিবা ৮।১৮। বরীয়ানযোগ প্রাতঃ ৫।২৬। বালবকরণ দিবা ১০।১৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।১১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।১৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৮।১৮ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১১।১১ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৪০ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৮ গতে ৮।৫০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১১।১১ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবাহ- সন্ধ্যা ৬।৬ গতে রাত্রি ৭।২৮ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৪ মধ্যে তুলা বৃশ্চিক ও ধনুলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১২।২১ গতে ৩।৪ মধ্যে কুম্ভ ও মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৭ গতে ১০।১৪ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২।৪৯ মধ্যে।

কর্মখালি

অফিসে কাজের জন্য M/F এবং কোম্পানিতে গার্ড / সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8653609553.

হারানো/প্রাপ্তি

আমার নামীয় আসল দলিল; যাহার নং - I 4583/2011 হারিয়ে গিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন : অর্ঘ্য প্রতিম রায়, পিতা - সুরেন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্রনগর, নিউটাউন, ওয়ার্ড নং - ১২, পো: + জেলা - কোচবিহার। M - 8159011927.

বিক্রয়

জমি বাড়ি বিক্রয়, শিলিগুড়ি ঝংকার মোড় জ্যোতিনগর ৩ কাঠার উপরে। M. No. 9832532596। সত্বর যোগাযোগ করুন। (C/116456)

কর্মখালি

Requirement of special educater teacher in a reputed CBSE school, Siliguri. Contact No. : 9832489139. Email :- amarjyotiinternationals@gmai.com (C/116454)

•

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস-এর কাজ করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 8250106017. (C/116331)

•

শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টে জন্য বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন - ৮০০০/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। M : 9832543559. (C/116329)

হারানো-প্রাপ্তি

আমার একখানি সাফ কবলা দলিল নম্বর 1-3014, আরএস 4273, এল. আর 7970, তারিখ ২১/০৯/২০০৭ ইং হারিয়ে গিয়েছে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন- শ্রী ওম প্রকাশ বিহানী, পিতা মৃত- উদয় চান বিহানী, সাকিন- নিউ ডাবরি রোড বাইলেন, শহর- কোচবিহার, থানা- কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/115923)

অ্যাফিডেভিট

গত ইং তাং 07.05.25 Judicial Magistrate 2nd Court Jalpaiguri অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jhoysna Mahali বদলে Sabina Yasmin নামে পরিচিত হলাম, গ্রাম-পূর্ব তেশিমলা পোঃ হায় হায় পাথার, থানা- মাল, জেলা- জলপাইগুড়ি। (C/116455)

স্টেশন থেকে নগদ এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ

টেন্ডার নং. ঃ ক্যাশ-পিকআপ-০১-এমএলজি-এনএফআর-২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, বিহার, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৪০০ (চারশ) স্টেশন/স্থান থেকে স্টেশনের নগদ এবং সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য একএ এবং সিএও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অ্যাকাউন্টে জমা করা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ২৩,৮২,৯৯,৬০০/- টাকা; বায়নার ধনঃ ১৩,৪১,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিসিএম/পিএমএন্ড পিএস, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ০৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৮-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ০২-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম ঃ এডিইএন/I/নিউ কোচবিহার -এর আওতাধীন এসএসই/পি.ওয়ে/ফালাকাটা -এর কিমি ৮০/৬-১৩১/৮ থেকে শালবাড়ি-নিউ কোচবিহার-নিউ বানেশ্বর পর্যন্ত ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য: ২,০৪,৯৫,৭৬৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৫২,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ৩০-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং.ঃ ০৩-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/অবস্থানে ফ্লাড রিজার্ভ স্টক পুনরুদ্ধারের জন্য শিঙ্গল বোল্ডার প্রতিটি ন্যূনতম ৩৫ কেজি থেকে ৫৫ কেজি এবং আনুষঙ্গিক শিঙ্গল সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৯,৫৩,৮৭৭.১১ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,২৯,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০৪-এপি-III-২০২৫ কাজের নামঃ লেমোহনি-আরপিএফটিসি-লেমোহনিত আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ১,১২,৯৩,৮৩১.১৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে য়ার্ডের উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./২৬ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ য়ার্ড উন্নীতকরণ- রাঙাপানী, গাইশাল, পাঞ্জিপাড়া এবং কিশনগঞ্জ য়ার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ৬,২৫,০০,১৭১.৭৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,৬২,৫০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রাঙাপানীতে- কালভার্ট এবং সেতুর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ২,৯২,৪৬,৩৫০.০৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৯৬,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ য়ার্ড উন্নীতকরণ- নিউ জলপাইগুড়ি য়ার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ২,৬২,৬২,৯২১.৭৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৮১,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইনডোর স্টেডিয়াম এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নবীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২০ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা। ১। টেন্ডার সংখ্যা। ডিসিইএমএলজি-২০-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থানঃ চতুর্দিকের এলাকা এবং শৌচালয়ের উন্নয়ন ও সেন্ট্রালাইজড এসির সঙ্গে সম্পর্কিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য সহিত এনএফআরএসএ-র ইনডোর স্টেডিয়ামের নবীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,৮১,৩৭,৩২৫.৮১ টাকা। বায়না রাশিঃ [illegible] টাকা। ২। টেন্ডার সংখ্যা। [illegible]। কাজের নাম এবং স্থানঃ মুখ্য কার্যালয় পরিসরে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নবীকরণ সহিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে [illegible] এবং আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৩,৪০,৬৯২.৩৬ টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্তা/ইন্ডাস্ট্রি, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার জংশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০১-এপি-I-২০২৫ কাজের নামঃ এডিইএন-I-নিউ কোচবিহার অফিসের অধীনে এসএসই/পি-ওয়ে/নিউ ময়নাগুড়ির রাণীনগর জলপাইগুড়ি থেকে শালবাড়ি (মেইন লাইন) খণ্ড পর্যন্ত এবং ওয়াইএলএসসি থেকে নিউ ময়নাগুড়ি রোড (এসএল) পর্যন্ত ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,২২,০২,৭৮৯.৭২/- টাকা। বায়না রাশিঃ২,৬১,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি স্টেশনে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ।

ফলক উন্মোচন গৌতমানন্দজির

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : ১৮৯৭ সাল থেকে চারবার জলপাইগুড়ি স্টেশন ছুঁয়ে দার্জিলিং গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৯০১ সালে শেষবার জলপাইগুড়ি স্টেশন ছুঁয়ে তাঁর দার্জিলিং যাওয়ার ১২৫ বছর পূর্তি ধরে সোমবার জলপাইগুড়ি স্টেশনে স্বামী বিবেকানন্দের জলপাইগুড়ি আসার তথ্য সহ একটি ফলক উন্মোচন হয়। এদিন ফলক উন্মোচন করেন বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি স্বামী শিবপ্রেমানন্দজি মহারাজ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের সহকারী ডিভিশনাল ম্যানেজার অজয় সিং, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, আইনজীবী গৌতম দাস প্রমুখ।

রবিবার জলপাইগুড়ি যান স্বামী গৌতমানন্দজি। তারপর এদিন সকাল ১০টা নাগাদ উনি প্রথমে যান জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে। স্বামী জাতিস্বরানন্দজি মহারাজ বেশ কয়েকটি বছর ওই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। স্বামী জাতিস্বরানন্দজি মহারাজকে গুরু মানেন গৌতমানন্দজি মহারাজ। এদিন গুরুর স্কুল দেখার পাশাপাশি স্কুলের প্রাঙ্গণে জাতিস্বরানন্দজি মহারাজের জীবনী উল্লিখিত একটি ফলক উন্মোচন করেন। স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাঁদের হাতে তুলে দেন স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বই। সেইসঙ্গে বিদ্যালয়ের পড়াশোনার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১ লক্ষ টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ।

স্কুল থেকে যান জলপাইগুড়ি স্টেশনে। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন সহকারী ডিভিশনাল ম্যানেজার অজয় সিং, সাংসদ জয়ন্ত রায় সহ অন্যরা। স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে স্বামী বিবেকানন্দের জলপাইগুড়ি স্টেশনে আসার তথ্য সংবলিত ফলক উন্মোচনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ফলক উন্মোচনের পর সেখানে আরতি করেন।

এদিন জলপাইগুড়ি স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বামী গৌতমানন্দজি বলেন, 'আমি জলপাইগুড়ি এসে আজ সত্যি খুবই আনন্দিত। সকালে জিলা স্কুলে গিয়েছি, সেখানে আমার গুরু পড়াশোনা করেছেন। সেই স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলের সঙ্গে কথা বলে খুবই ভালো লেগেছে। যে স্টেশনে চারবার স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন, এদিন সেই জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসেও খুব ভালো লাগছে।'

তিস্তা বাঁধের রেইনকাটে চিন্তা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১২ মে : কোথাও বাঁধ কেটে তৈরি করা হয়েছে রাস্তা। আবার কোথাও বাঁধ গর্ত করে গোবর জমিয়ে রাখা হয়েছে। রেইনকাটে দোমোহনিতে তিস্তার মূল বাঁধের দশা খুবই খারাপ। দ্রুত বাঁধের সংস্কার না হলে ময়নাগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকায় হতে পারে বন্যা। অন্যদিকে, বাঁধের ওপরের ক্রান্তিগামী রাস্তাতেও তৈরি হয়েছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। সেচ দপ্তরের আধিকারিক সমীর বর্মন বললেন, 'বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। তবে আতঙ্কের কিছু নেই। মূল বাঁধকে রক্ষার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনির পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে তিস্তা নদী। নদী থেকে জনপদকে বাঁচাতে তৈরি হয় তিস্তার মূল বাঁধ। দোমোহনি কালী মন্দিরের পাশ থেকে এই বাঁধের ওপর দিয়ে যাওয়া রাস্তা দোমোহনি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ির সঙ্গে ক্রান্তি, চাঁপাডাঙ্গার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। প্রতিদিন এই বাঁধের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন হাজার হাজার মানুষ এবং গাড়ি। গবাদিপশুও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই বাঁধের রাস্তা দিয়ে।

বর্তমানে সেখানে দেখা যাচ্ছে বাঁধের একাংশ কেটে স্থানীয়রা বর্মনপাড়ায় যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করেছেন। রেইনকাট এবং বাসিন্দাদের এই কাজে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মূল বাঁধটির। গাড়িচালক রাজু রাও বললেন, 'এখনই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি মেরামত না করলে যে কোনও সময় তিস্তার জল বাঁধ ভেঙে দোমোহনিতে ঢুকতে পারে।

দোমোহনিতে তিস্তাবাঁধে রেইনকাট।

প্রশাসনের উচিত বিষয়টি নিয়ে ভাবা।'

বহু যাত্রীবাহী গাড়ি ছাড়াও অ্যাম্বুল্যান্সও ওই পথ দিয়ে চলাচল করে। এদিকে, রেইনকাটগুলো সবসময় ঠাহর করতে পারেন না গাড়িচালকরা। ফলে বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা সবসময়ই থাকছে বলে জানালেন স্থানীয় শান্ত সরকার, মিঠু রহমানরা।

ময়নাগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান মধুসূদন কর্মকারের মুখেও শোনা গেল আশঙ্কার সুর। তিনি জানান, বাঁধ দিয়ে সামান্যতম জল ঢুকলেও তার পরিণতি হবে ভয়ংকর। বাঁধটির বেহাল দশার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শুক্লা দত্ত রায়ও। তাঁর কথায়, 'সেচ দপ্তরকে বাঁধটি মেরামতের কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কোনও গ্রামবাসী যদি বাঁধের কোনও ক্ষতি করে থাকেন, সেটিও দেখা হবে।'

সেচ দপ্তরের আধিকারিক তো আশ্বাস দিলেন পদক্ষেপ করার, কতদিনে তা বাস্তবায়িত হয়, সেটাই দেখার।

সৌরবিদ্যুতে জোর কলেজে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : অচিরাচরিত বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। চিরাচরিত বিদ্যুতের বিলের খরচ তলানিতে নিয়ে যেতেই এই উদ্যোগ। কলেজ সূত্রে খবর, পুরো কলেজকেই সৌরবিদ্যুতের প্যানেলে ঢেকে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশাসনিক ভবনের ছাদের একাংশে আগে থেকেই ২৫ কিলোওয়াটের ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর প্যানেল বসানো রয়েছে। কলেজের কিছু ক্লাস রুম এবং হস্টেলের গিজারের কাজে এই সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার হয়। বিদ্যুৎ দপ্তরে পাঠানো কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে প্রশাসনিক ভবনের ছাদের ৮৭৮ বর্গমিটার, ছাত্রীদের হস্টেলের ছাদের ৩৪২ বর্গফুট জায়গা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ছাত্রদের হস্টেল ১ নম্বরের ছাদের ১,২২৩ বর্গফুট, হস্টেল ২ নম্বরের ছাদে ১,৪৩৫ বর্গফুট, হস্টেল ৩ নম্বরে ১,৪১৬ বর্গফুট এবং হস্টেল ৪ নম্বরের ছাদে ১,২৪৬ বর্গফুটে সোলার প্যানেল বসানো হবে। প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরি ও অডিটোরিয়াম মিলিয়ে আরও ৩ হাজার ৫০০ বর্গফুট জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলছেন, 'কলেজে ব্যবহৃত চিরাচরিত বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কত খরচ হবে তা বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানাতে বলেছি।'

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।। সোমবার ডামডিমের একটি গুম্ফায় অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

বুদ্ধপূর্ণিমা দিল শান্তির বার্তা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১২ মে : ভারত-পাক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে তথাগতর শান্তির বাণী পাথেয় করে গোটা ডুয়ার্সজুড়ে পালিত হয় বুদ্ধপূর্ণিমা। সোমবার ২৫৬৯তম বুদ্ধ জয়ন্তীতে নাগরাকাটার বুদ্ধ জয়ন্তী বিহারে দিনভর নানা কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্যোতিশীল ভান্তে বলেন, 'বর্তমান সমাজে গৌতম বুদ্ধর অহিংসার দর্শন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।'

জেতাবন বৌদ্ধ বিহার আয়োজিত শোভাযাত্রায় ২৮টি বুদ্ধমূর্তি এবং ২৮টি ত্রিপিটক মাথায় নিয়ে হাঁটেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষজন। ধর্মগুরু জ্ঞানোত্তর ভিক্ষু বললেন, 'এদিন গৌতম বুদ্ধর অহিংসার বাণী প্রচার করা হয়েছে। রাজগঞ্জের নানা স্থানেও শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটি উদযাপিত হয়েছে।' এদিন স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের অনুগামীরাও বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পুজোপাঠের আয়োজন করেন। এছাড়া বিন্নাগুড়ি হাটখোলার 'ডুয়ার্স বৌদ্ধ মৈত্রী সংঘ ও আশ্রম' নামে একটি সংগঠন শোভাযাত্রা বের করে।

পবিত্র এই দিনটিকে কেন্দ্র করে বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া, গ্যান্দ্রাপাড়া, চুনাভাটি, পলাশবাড়ি এবং আমবাড়ি চা বাগানে শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়। জলপাইগুড়ির রেসকোর্সপাড়ার ভানুনগরের দেছেন ছৈলিং গুম্ফায় এদিন সকাল থেকে বহু মানুষের সমাগম হয়। ত্রিপিটক মাথায় নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা শহর পরিক্রমা করেন। ফের গুম্ফায় ফিরে জলপ্রসাদ অভিষেক পর্বের আয়োজন করা হয়।

বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ময়নাগুড়ি শহরের হাসপাতালপাড়ার বৌদ্ধ শান্তিবিহারে এদিন সকালে বুদ্ধস্নান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশ্বশান্তির প্রার্থনায় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি বসে আঁকো প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ময়নাগুড়ি হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

মালবাজার শহরে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থিত মাল বৌদ্ধ সংঘাশ্রমেও জাঁকজমক করে পবিত্র দিনটি পালিত হয়েছে। সকাল ৬টায় মঙ্গলাচরণ পাঠ শুরু হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পতাকা উত্তোলনের পর পুজোপাঠ শুরু করেন। এরপর সন্ধ্যায় প্রদীপ দান এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। এদিন মাল উদীচী কমিউনিটি সেন্টারে বুদ্ধমূর্তির পুজো করা হয়েছে। চিলৌনি চা বাগানের তাসি ছেওয়াং গুম্ফাতেও দিনটি উদযাপন করা হয়।

পঞ্চায়েত সদস্যের মৃত্যু

চালসা, ১২ মে : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন মেটেলি ব্লকের মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য সমীর খালকো। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। শ্রমিক নেতার প্রয়াণে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সমীর ওই ব্লকের চা বাগানের ডাঙ্গি ডিভিশনের বাসিন্দা। রবিবার বিকেলে বুকে ব্যথা নিয়ে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার তাঁর বাসভবনে শেষশ্রদ্ধা জানান তৃণমূলের জেলা নেতা জোশেফ মুন্ডা, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিদ্যা বারলা, জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকি প্রমুখ। পরে যান তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি।

ঝুলন্ত দেহ

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বিবেকানন্দপল্লি এলাকায় এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা রবিবার সুখদেব মণ্ডল (২৯) নামে ওই তরুণকে তাঁর বাড়ি থেকে ৫০ মিটার দূরে একটি কাঁঠাল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। তড়িঘড়ি তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 31st May 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

চা বাগানে একা পেয়ে তরুণীকে ধর্ষণ, ধৃত ১

মেটেলি, ১২ মে : ২০ বছরের এক তরুণীকে জোর করে চা বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। মেটেলি ব্লকের একটি চা বাগানে ঘটনাটি ঘটেছে। মেটেলি থানার পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলাও রুজু করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৭ মে সকালে ওই তরুণী বাড়ির পাশে চা বাগানে ঘুরতে গিয়েছিলেন। তাঁকে সেখানে একা দেখতে পেয়ে অভিযুক্ত ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে। যদিও ঘটনার পর ওই এলাকা থেকে অভিযুক্ত তরুণ পালিয়ে যায়।

পরে গত ১০ মে তরুণীর পরিবারের তরফে তরুণের বিরুদ্ধে মেটেলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রবিবার রাতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। মেটেলি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

নির্যাতিতা তরুণীর মা বলেন, 'গত ৭ মে আমার মেয়ে বাড়ির পাশে চা বাগানে ঘুরতে গিয়েছিল। চা বাগানে তাকে একা ঘুরতে দেখে অভিযুক্ত। সেই সুযোগে অভিযুক্ত তরুণ তাকে চা বাগানে ভিতরে ধর্ষণ করে। পরে স্থানীয় তরুণরাই আমার মেয়েকে ওই এলাকা থেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।' মেয়েটির চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনতে পেয়ে এলাকার অন্য কয়েকজন তরুণ বাগানে হাজির হয়েছিলেন। অভিযুক্ত তরুণের কঠোর শাস্তির দাবি করেছে মেয়েটির পরিবার।

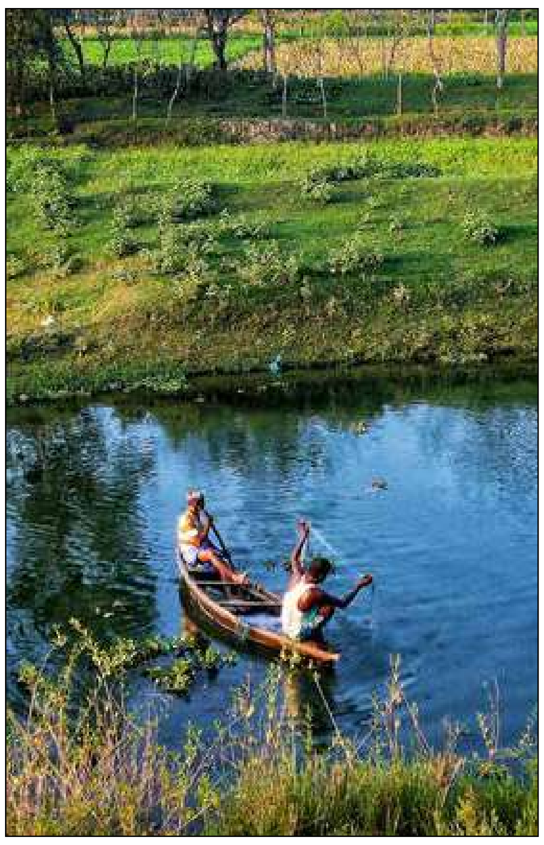

প্রকৃতি ও জীবন।। গিতালদহে বানিয়াদহ নদীতে ছবিটি তুলেছেন দিনহাটার সাহানুর হক।

পাঠকের লেন্সে
8597257697
picforubs@gmail.com

দাম্পত্য কলহে চরম সিদ্ধান্ত

বেধড়ক মারধর, থানায় অভিযোগ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১২ মে : মাঝেমধ্যেই স্বামীর মোবাইলে অপরিচিত মহিলার ফোন। স্বামী লুকিয়ে কথাবার্তা বলতেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় স্বামীর ফোন থেকে ওই নম্বর নিজের মোবাইলে নিতেই বেধে যায় দক্ষযজ্ঞ। বাঁশের বাতা দিয়ে ববিতা দাসকে বেধড়ক পেটান টেকাটুলির ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বলে অভিযোগ। এরপর বাচ্চা সহ স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বেরও করে দেন অভিযুক্ত। সোমবার ববিতা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ময়নাগুড়ি থানায় এসে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

দশ বছর আগে চূড়াভাণ্ডার এলাকার ধারাই কুড়ির বাসিন্দা ববিতার সঙ্গে গাড়িচালক বিশ্বজিতের বিয়ে হয়। তাঁদের এক মেয়েও রয়েছে। গত দুই বছর ধরে দুজনের মধ্যে সমস্যা শুরু হয়েছে। মাঝেমধ্যেই বিশ্বজিতের ফোনে অপরিচিত এক মহিলার ফোন আসত বলে অভিযোগ। বিশ্বজিৎ তৎক্ষণাৎ সরে গিয়ে কথা বলতেন। তখনই ববিতার মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। এর আগে বহুবার এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। ৮ মে বিষয়টি চরম আকার নেয়। গত বৃহস্পতিবার ববিতা বিশ্বজিতের ফোন থেকে ওই অপরিচিত মহিলার নম্বর নিজের ফোনে নেন। সেখানেই ঘটনার সূত্রপাত। বিষয়টি স্বামীর নজরে আসার পরেই দুজনের মধ্যে শুরু হয় বাগবিতণ্ডা। এরপর ববিতাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ববিতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে তিনি মেয়েকে নিয়ে শিলিগুড়িতে এক দিদির বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সেখানে থেকেই চিকিৎসা করান। এরপর এদিন পুলিশের দ্বারস্থ হন।

ববিতা বলেন, 'ওই মহিলার নম্বর নেওয়া এবং প্রতিবাদ করাই আমার অপরাধ। বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় স্বামী। বিচার চাইতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।' সেখান থেকেই তিনি এদিন আরেক দিদির বাড়ি সাপ্টিবাড়িতে যান। আপাতত সেখানেই থাকবেন ববিতা। এদিকে, অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অভিযোগ জানাতে ময়নাগুড়ি থানায় ববিতা। সোমবার।

> ওই মহিলার নম্বর নেওয়া এবং প্রতিবাদ করাই আমার অপরাধ। বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় স্বামী। বিচার চাইতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।
>
> **- ববিতা দাস**

ঘরছাড়া স্ত্রী, উদ্ধার স্বামীর দেহ

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১২ মে : স্বামী ভিনরাজ্যে থাকার সময় বাপের বাড়ি থেকে পালালেন স্ত্রী। সেই খবর জানাজানি হওয়ার পর বাড়ি ফিরে এসেছিলেন স্বামী। রবিবার বাড়ির পাশেই মিলল তাঁর ঝুলন্ত দেহ। রাজগঞ্জ ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

সেদিন রাত ৮টা নাগাদ বাড়ির পাশেই একটি গাছে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, স্ত্রী সংসার ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যই ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছে। এমনকি স্ত্রীর বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। পরে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

প্রায় নয় বছর আগে দুজনের বিয়ে হয়েছিল। মৃতের বাবার কথায়, 'আমার ছেলে কয়েক মাস আগে কাজের জন্য কেরলে গিয়েছিল। দিনপনেরো আগে বৌমা বাপের বাড়ি যাবে বলে ছোট নাতিকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কয়েকদিন পরেই শুনতে পাই বৌমা নাতিকে রেখে নিজের বাড়ি ছেড়েও পালিয়েছে। ছেলেকে ফোনে বিষয়টি জানানোর পর সে গত ৫ মে সোমবার বাড়ি ফিরে আসে। রবিবার ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে ফের কথা বলার চেষ্টা করলে বৌমা নাকি জানিয়েছে যে সে আর সংসার করবে না।' এরপরেই ওই তরুণ রাত ৮টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা দেখতে পান, সেই তরুণ পরনের গেঞ্জি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে একটি গাছে ঝুলছেন। মৃতের বাবার অভিযোগ, 'বৌমা পালিয়ে যাওয়ার জন্যই ছেলে আত্মহত্যা করেছে।' যদিও ওই ব্যক্তির শ্বশুর এই অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, 'আমার জামাই নেশা করত। মেয়ের সঙ্গে ঝগড়াও লাগত।'

অন্যদিকে মৃতের মাসতুতো দাদার কথায়, 'ভাইয়ের বৌ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তার একাধিক পরকীয়া সম্পর্ক ছিল।' মৃতের এক প্রতিবেশীও জানিয়েছেন যে ওই ব্যক্তির স্ত্রী বিভিন্ন ধরনের নেশা করত।

ঘটনাক্রম

- আগেই বাপের বাড়ি থেকে পালিয়ে যান মৃতের স্ত্রী
- রবিবার তিনি স্বামীকে আর সংসার করবেন না বলে জানান
- তারপর বাড়ির পাশের গাছে ফাঁস লাগানো অবস্থায় স্বামীর দেহ মেলে
- স্ত্রী দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছে, অভিযোগ পরিবারের

তাজমিরা খাতুন।

মংরুপাড়ার গর্ব তাজমিরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১২ মে : অভাবের সংসার। নিজেরা কষ্টে থেকেও একমাত্র কন্যার পড়াশোনায় যাতে কোনও খামতি না থাকে তা নিশ্চিত করেছেন। সুলকাপাড়ার মংরুপাড়া গ্রামের ছাত্রী তাজমিরা খাতুন বাবা-মাকে নিরাশ করেনি। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তাজমিরার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৩৯।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৯০, ইংরেজিতে ৮০, শিক্ষাবিজ্ঞানে ৯৩, ভূগোলে ৮১ ও সংস্কৃতে ৯৫। অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী তাজমিরার স্বপ্ন ভবিষ্যতে নার্স হয়ে সমাজের সেবা করার। তাজমিরার কথায়, 'মা-বাবা অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করাচ্ছে। তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই।'

তাজমিরা নাগরাকাটা হাইস্কুল থেকে ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। তার বাবা রফিকুল হক পেশায় রাজমিস্ত্রি। মা রশিদা খাতুন গৃহবধূ। সেসময় রফিকুল আর্থিক কারণে মেয়েকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে তেমন সহযোগিতা করতে পারেননি। উচ্চমাধ্যমিকের পড়াশোনা যাতে নির্বিঘ্নে হয় সেজন্য মেয়েকে কোচবিহারের আল আনসারি মিশনে পাঠিয়ে দেন। ওই প্রতিষ্ঠানের হস্টেলে থেকে তাজমিরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। ভর্তি হয় কোচবিহারের করুণাময়ী উচ্চবিদ্যালয়ে। নার্সিংয়ে সুযোগ না পেলে ওই ছাত্রী ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ার কথা ভেবে রেখেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মংরুপাড়া থেকে এর আগে কেউ কখনও তাজমিরার মতো ভালো রেজাল্ট করেনি। তাই তাকে দেখে গ্রামের অন্য ছাত্রছাত্রীরা এখন উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

উচ্চমাধ্যমিকেও মেয়েদের জয়জয়কার

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১২ মে : মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও ধূপগুড়িতে মেয়েদের জয়জয়কার। ধূপগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া মেঘা বসাক এবছর উচ্চমাধ্যমিকে ধূপগুড়িতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। মেঘার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৩। মেঘার এই সাফল্যের পেছনে পরিবারের উৎসাহ এবং তার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকেই কারণ হিসেবে মনে করছেন সকলে। ধূপগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'মাধ্যমিকেও মেয়েরা ভালো ফল করেছিল। একইভাবে উচ্চমাধ্যমিকেও মেয়েদের জয়জয়কার লক্ষ করা গিয়েছে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে মেয়েরা আগের তুলনায় অনেকটাই গুরুত্ব বাড়িয়েছে। তবে সেইসঙ্গে মোবাইল ঘাঁটা বা অন্য অনেক কারণও রয়েছে। এর জন্য অভিভাবকদেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।' মেঘার সঙ্গে ওই স্কুলের বাকি মেয়েরাও এবারের উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করেছে।

মেঘার কথায়, 'পরিবার এবং শিক্ষকদের সাহায্য ছাড়া এই ফলাফল হওয়া সম্ভব ছিল না। ভালো ফলাফল করে নিজেরও ভালো লাগছে।' মেয়ের এই ফলাফলে খুশি মেঘার বাবা গৌতম এবং পপিতা অবশ্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিচ্ছেন মেয়ের ইচ্ছাশক্তিকেই। তাঁদের কথায়, মেয়ের এইরকম ফলাফল ওর ইচ্ছাশক্তি ছাড়া কখনোই সম্ভব ছিল না। আমাদের আনন্দ ভাষায় বোঝাতে পারব না। মেঘা ছাড়া ধূপগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সোমাশ্রী অধিকারী ৪৪৭ এবং রিমা রায় ৪৪৩ নম্বর পেয়েছে। ওদের ফলাফলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং পরিবারের লোকেরা অত্যন্ত খুশি। উচ্চমাধ্যমিকেও মেয়েদের নজরকাড়া ফলাফল ভবিষ্যতে অনেককেই অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করছেন সকলে।

আঁধার ঘরে উজ্জ্বল মন্দিরা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১২ মে : নিজের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না পরীক্ষার আগে। পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়ে মামার বাড়িতে চলে যেতে হয়েছিল। তারপরেও উচ্চমাধ্যমিকে ৪৭৩ নম্বর পেয়ে টেকাটুলি রামকান্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেরা ফল করেছে মন্দিরা বিশ্বাস। আগামীদিনে সে জেলা শাসক কিংবা বিডিও হতে চায়।

বাড়ি খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ টেকাটুলিতে। তাঁর বাবা সাধন বিশ্বাস ওই গ্রামের একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করেন। সামান্য উপার্জন। অভাবের সংসার সামলান মন্দিরার মা আরতি বিশ্বাস। সময়ে বিল মেটাতে না পারায় বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তখন পাশে দাঁড়ান মামা নেপাল সরকার। মন্দিরাকে নিয়ে আসেন তাঁর কালীরহাটের বাড়িতে। পরবর্তীতে পরীক্ষার কয়েকদিন আগে সে বাড়িতে ফিরে আসে।

নিজের সাফল্য প্রসঙ্গে কলা বিভাগের ওই ছাত্রীর বক্তব্য, 'পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার ওপর বেশি জোর দিয়েছিলাম। সেভাবে কোনও টিউশন ছিল না। কৌশিক স্যর, রাখী ম্যাম, শিল্পী ম্যাম, রুমা ম্যাম, ফাল্গুনী ম্যাম আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।' দিনে নিয়মিত ৮-১০ ঘণ্টা পড়ত বলে জানিয়েছে মন্দিরা।

পড়াশোনার পাশাপাশি মন্দিরা বইপোকা। প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্নাতকে ভূগোল অনার্স নিয়ে পড়তে চায়। মন্দিরার সাফল্যে বাবা-মা'র চোখে জল। সাধন বলেন, 'মেয়ে পড়াশোনাতে বরাবরই ভালো। যা করেছে, নিজের চেষ্টায় করেছে। কতদিন যে মেয়ের পড়ার খরচ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব জানি না।' মেয়ের উচ্চশিক্ষার খরচ ভেবে কপালে চিন্তার ভাঁজ আরতিরও।

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল উচ্চমাধ্যমিক

- **মানিকগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১১১, উত্তীর্ণ : ৯৯, সর্বোচ্চ : সুমিত্রা রায় (৪৬৮)
- **গমিরাপাড়া উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৮৯, উত্তীর্ণ : ৮৬, সর্বোচ্চ : অনন্যা দাস (৪৭২)
- **বেরুবাড়ি তফশিলি ফ্রি হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৯৬, উত্তীর্ণ : ৮৭, সর্বোচ্চ : মৌসুমি সরকার (৪৭২)
- **খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৯১, উত্তীর্ণ : ৭৭, সর্বোচ্চ : পূজা রায় (৪৫৯)
- **বোনাপাড়া হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৬৯, উত্তীর্ণ : ৪৯, সর্বোচ্চ : ঊষা রায় (৪৩৭)
- **একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৬১, উত্তীর্ণ : ৬১, সর্বোচ্চ : বিবেক লামা (৪৭৬)
- **নাগরাকাটা হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৪৬, উত্তীর্ণ : ২৫, সর্বোচ্চ : প্রাচী দে সরকার (৪০৫)
- **সুলকাপাড়া হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ৩৪, উত্তীর্ণ : ৩৪, সর্বোচ্চ : অনিন্দিতা বড়ুয়া (৩২১)
- **সেন্ট ক্যাপিটানিও গার্লস হাইস্কুল**
  মোট পরীক্ষার্থী : ১৩০, উত্তীর্ণ : ১২৭, সর্বোচ্চ : রিয়া ছেত্রী (৪২১)

সেনার গতিবিধি পোস্টে বাড়ছে উদ্বেগ

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১২ মে : ভারত-পাক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই কেউ সেনা কনভয়ের ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করছেন। কেউ আবার রাস্তা দিয়ে সেনাবাহিনীর গাড়ি গেলেই ভিডিও তুলে আপলোড করে দিচ্ছেন নিজের সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে। কিন্তু এধরনের কাজে দুশ্চিন্তায় সেনা গোয়েন্দারা। এক সেনা আধিকারিক জানিয়েছেন, সারাবছরই মাল সহ ডুয়ার্স দিয়ে সেনা কনভয় চলাচল করে। সেনার গতিবিধির বিষয়গুলিতে গোপনীয়তা বজায় রাখা উচিত জনগণের। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়িরও বক্তব্য, 'এমন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর গতিবিধি গোপন রাখা প্রয়োজন।' বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী বলেন, 'যদি কেউ সেনাবাহিনীর গতিবিধিতে নজর রাখেন, অথবা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত পুলিশের।'

ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে এখনও সেনাকে হাই অ্যালার্টে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ভারত-চিন ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্স হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে সেনাবাহিনীর গতিবিধি বেড়েছে। ডুয়ার্সের পথে বহু সেনা ট্রাক চলাচল করছে। অনেক সময়ই পর্যটকরা কৌতূহলের বশে সেই সেনা গতিবিধির ছবি এবং ভিডিও তুলে পোস্ট করে দিচ্ছেন।

রবিবার রাতে মাল পুরসভার শাসকদলের এক কাউন্সিলারই সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও আপলোড করেন। যাতে সেনাবাহিনীর বড় বড় ট্রাকে বেশ কিছু ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি যাওয়ার দৃশ্য দেখা যায় বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভিডিওটি মুছে ফেলেন তিনি। কিন্তু এমন প্রচুর ভিডিও এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সেনা গোয়েন্দাদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর থাকে শত্রু দেশের গুপ্তচরদের। এই তথ্যগুলো খুব সহজেই পৌঁছে যেতে পারে পাকিস্তান অথবা চিনে। ফ্যাক্ট চেক না করে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া পেজে যুদ্ধের ভুয়ো খবরও ছড়ানো হয়েছে। এমন বেশ কিছু পেজের দিকে নজর আছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মালের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ। তাঁর বক্তব্য, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় সেনাবাহিনীর গতিবিধি ও তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত সকলের।'

আইনজীবী সুমন শিকদারের বক্তব্য, 'জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই মুহূর্তে আমাদের উচিত সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করা। সেটা না করে কেউ কেউ তাঁদের জন্য সমস্যা তৈরি করছেন।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'সেনাবাহিনীর ভিডিও ফাঁস করে কিছু মানুষ দেশকে দুর্বল করে দিচ্ছেন।'

> সোশ্যাল মিডিয়ায় সেনাবাহিনীর গতিবিধি ও তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত সকলের।
>
> **রোশন প্রদীপ দেশমুখ**
> *মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, মালবাজার*

ছোট তারা

মালিহা আক্তার মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ির দীপশিখা নার্সারি মডেল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি সে আঁকায় ও নাচে পারদর্শী।

পৃথক দুর্ঘটনায় জখম ২

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১২ মে : ময়নাগুড়িতে দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দুজন গুরুতর জখম হলেন। আহতদের নাম ধ্রুবশ্রী রায় ও নিখিল সরকার।

ধ্রুবশ্রী রবিবার সন্ধ্যায় সাইকেলে করে বেতগাড়া থেকে আমগুড়িতে যাচ্ছিল। সেসময় আমগুড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান তাকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ ধ্রুবশ্রীকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর তাকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে ওই রাতেই তাকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে সেখানে সে চিকিৎসাধীন। ধ্রুবশ্রী বেতগাড়ার বাসিন্দা। সে আমগুড়ি রামমোহন হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটির খোঁজে তল্লাশি চলছে।

এদিকে, নিখিল সরকার নামে এক ব্যক্তি সোমবার ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ঝাঝাঙ্গির কাছে বাইক নিয়ে জখম অবস্থায় পড়ে ছিলেন। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তড়িঘড়ি তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। নিখিল চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পূর্বদেহর এলাকার বাসিন্দা। তিনি একটি প্লাইউড কারখানায় কাজ করেন। এদিন তিনি ঝাঝাঙ্গির একটি পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল ভরে বাড়ি ফিরছিলেন। নিখিলের দাদা বাপ্পা সরকার জানান, ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে খবর পাই। বাড়িতে ভাইয়ের স্ত্রী ও পাঁচ বছরের ছেলে রয়েছে। হাইওয়ে ট্রাফিক ওসি স্বপনকুমার বর্মনের কথায়, 'পেট্রোল পাম্পের সামনে রাস্তার ওপর ব্যারিকেড রয়েছে। সেখানে তিনি পড়ে ছিলেন। তবে কীসের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নামসংকীর্তন

রাজগঞ্জ, ১২ মে : বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন শুরু হল। সোমবার রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুতাবগছে। বিভিন্ন স্থানের কীর্তন দল এখানে নামসংকীর্তন পরিবেশন করছে। এদিন ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় বলে নামসংকীর্তন কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা দয়া রায় ও রঞ্জনা রায় জানিয়েছেন। এছাড়া বিশ্বশান্তি কামনায় প্রার্থনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত

ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে মোমবাতি হাতে নার্সরা। সোমবার।

নাগরাকাটা ও ধূপগুড়ি, ১২ মে : স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম মূল স্তম্ভ তাঁরাই। সেই নার্সদের সম্মান জানাতে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার নানা হাসপাতালে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হল। নার্সিংয়ের কিংবদন্তী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের জন্মদিন ছিল এদিন। তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয় হাসপাতালগুলিতে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল, ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল কিংবা সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের মতো নানা স্থানে কোথাও কেক কেটে আবার কোথাও নাচগানের মাধ্যমে দিনটিকে উদযাপন করা হয়। ধূপগুড়ি হাসপাতালের নার্সদের সংবর্ধনা প্রদান করে ইচ্ছেডানা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় নার্সরা যে ভূমিকা পালন করে চলেন তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।' জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'নার্সদের নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। হাসপাতালগুলিতে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়েছে।'

ধূপগুড়ি হাসপাতালে নার্সিং স্টাফদের নিয়ে নাচগান, আবৃত্তির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে নার্স এবং চিকিৎসকরা এই দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কোটি টাকার রেল ওভারব্রিজে জমছে জল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১২ মে : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কয়েক মাসেই লাটাগুড়ির রেলওয়ে ওভারব্রিজের নিকাশিনালার মুখ বুজে গিয়েছে। আবর্জনা ও গাছের পাতায় নালার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই রেলওয়ে ওভারব্রিজে জল জমছে। এতে সমস্যায় পড়ছে পথচলতিরা। ছোট গাড়ির চালক রফিক আনসারির কথায়, 'সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় জল ছিটে এসে গাড়ির কাচে পড়ছে, অনেক সময় সামনের কিছু দেখা যাচ্ছে না। ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে একবার ওই আবর্জনা পরিষ্কার করে দেওয়া হলেও ফের একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশের ওসি ফারুক আলম বলেন, 'মাঝে সেই নিকাশিনালা পরিষ্কার করে জল যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। ফের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি আরওবি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

যদিও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন আরওবির নর্থ জোনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কল্যাণ রায়।

এনজেপি থেকে কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা রেলপথে লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে লাটাগুড়ির বিচাভাঙ্গা রেল ক্রসিংয়ের সামনে যানজট যেন নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সমস্যা মেটাতে রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরি করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আরওবি বিভাগ। এর জন্যে ব্যয় হয় ৭২ কোটি টাকা। গত জুন মাসে ওই রেল ওভারব্রিজ চালু হয়। সেই বছর নিকাশিনালা পরিষ্কার থাকলেও গত কয়েক মাসে রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে ওভারব্রিজের নিকাশিনালাগুলি বুঝে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমছে সেখানে। এদিকে, সহজে জল বের হচ্ছে না। লাটাগুড়ির বাসিন্দা তথা জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দেব বলেন, 'এই রাস্তা দিয়েই পর্যটকদের জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। এত জল জমে থাকায় পাশে অন্য একটি গাড়ি গেলে সেই জল ছিটে আসে পর্যটকদের ওপর। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।'

আরওবি পেরিয়েই বিচাভাঙ্গা বনবস্তির বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। সেখানে জল জমে থাকায় যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদেরও। মাটিয়ালি বাতাবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য সুবল পাইক বলেন, 'এখনই এরকম পরিস্থিতি। বর্ষাকালে তাহলে কী হবে। দ্রুত যাতে এবিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয় সেই জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানাব।'

জল জমে আছে আরওবিতে। লাটাগুড়িতে।

দেশবিরোধী পোস্ট

সমাজমাধ্যমে দেশবিরোধী পোস্টের অভিযোগে পূর্ব বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক কাঠমিস্ত্রিকে। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এলাকারই বাসিন্দারা।

‘পাকপ্রেমী’

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তথা আরএসএসের বাংলা মুখপত্র স্বস্তিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাকিস্তানপ্রেমী বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে বিগত বছরে ৬ হাজার রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছে, রাজ্য সরকার বিনামূল্যে ২০৯১ কোটি টাকার পরিষেবা দিয়েছে।

তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা

মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা। তবে কিছু জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়লেও সেখানে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

---

৩০ মাসে পিছিয়েছে ১৬ বার

কাল ডিএ মামলায় নজর রাজ্যের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ মে : আগামী বুধবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ডিএ মামলার শুনানি। ৩০ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মামলার শুনানি নয় নয় করে ১৬ বার পিছিয়েছে। আবার এই মামলার শুনানি আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে বিফল হয়েছে রাজ্য সরকার। গত ৭ মে-র সর্বশেষ শুনানিতে রাজ্যের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এই আর্জি জানান। তার তীব্র বিরোধিতা করেন সরকারি কর্মচারী পক্ষের আইনজীবীরা। তাঁদের মধ্যে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য মামলার শুনানি আর না পিছোনোর দাবি করেন।

’২২ নভেম্বর থেকে এই মামলার শুনানি রাজ্য সরকারের আর্জিতে ১৬ বার পিছিয়েছে বলে আদালতের কাছে জানান বিকাশ। এই ব্যাপারে দু’পক্ষের কথা শোনার পর আদালত ১৪ মে বুধবার আগামী শুনানির দিন ধার্য করেন।

আদালত সূত্রে খবর, সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলায় বেঞ্চ বদল হয়েছে ইতিমধ্যেই। যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলে আইনজীবী মহলের একাংশ মনে করছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই মামলার সর্বশেষ শুনানিতে রাজ্য সরকার শুনানির দিন আগামী জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানালেও সর্বোচ্চ আদালত তা মানতে চায়নি। বরং চলতি মে মাসেই আবার শুনানির দিন ধার্য করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার দ্রুত শুনানি করে বিষয়টির নিষ্পত্তি চাইছে। বিশিষ্ট আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন, এই কারণেই সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার বেঞ্চও বদল করা হয়েছে। বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে ওই মামলা আগামী বুধবার শুনানির জন্য পাঠানো হয়েছে। মামলা হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের অন্য এক বেঞ্চে।

গুরুত্বপূর্ণ ডিএ মামলায় আগামী বুধবার শুনানি নিয়ে নবান্নে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। তৎপরতাও বেড়েছে আইন ও বিচার দপ্তরের। সরকারি স্তরে দিল্লিতে এই মামলায় রাজ্য সরকারের বিশিষ্ট আইনজীবী মনু সিংভির মতো অন্য আইনজীবীদের সঙ্গে নবান্নের উচ্চপর্যায়ের কথাবার্তা চলছে।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে এই মামলায় নিযুক্ত বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিমের মতো আইনজীবীদের সঙ্গে সংগঠনের নেতাদের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। বুধবারের শুনানির দিকে সরকারি কর্মচারীরা তাকিয়ে। এতদিন বারবার শুনানি পিছিয়ে যাওয়াতে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়ছিলেন।

কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্য কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনও চালিয়ে আসছেন। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে। কর্মচারী সংগঠন সূত্রের খবর, রাজ্যের স্যাট (স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল) ও কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে এবার সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দিলে বকেয়া ডিএ বাবদ সরকারি কর্মচারীদের ৪২ হাজার কোটিরও বেশি টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। এই কারণেই বুধবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার গুরুত্ব অপরিসীম বলা যায়।

ঘটনাক্রম

- কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনও চালিয়ে আসছেন
- সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে
- এই মামলার শুনানি রাজ্য সরকারের আর্জিতে ১৬ বার পিছিয়েছে
- আদালত বুধবার আগামী শুনানির দিন ধার্য করেছে

সীমান্তে ড্রোন, তদন্তে এসটিএফ

কলকাতা, ১২ মে : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ড্রোন উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত শুরু করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। রবিবারই সামশেরগঞ্জে সীমান্ত থেকে ২ হাজার মিটারের মধ্যে আকাশে একটি ড্রোন উড়তে দেখেন বিএসএফ জওয়ানরা। সেটি সঙ্গে সঙ্গে নামায় বিএসএফ। ওই ড্রোনটির ভার বহন করার ক্ষমতা না থাকলেও তাতে চারটি হাই মেগাপিক্সেল ক্যামেরা লাগানো ছিল। প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে বিএসএফ দেখে, ওই ড্রোনটির ৪০০ থেকে ৫০০ মিটার উঁচুতে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। ব্যাটারি ফুল থাকা অবস্থায় ২০ মিনিট পর্যন্ত উড়তে পারে। তারপরই ওই ড্রোনটি সামশেরগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। সীমান্ত এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তা সত্ত্বেও ড্রোনটি ওখানে কী করে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সোমবারই তদন্তের দায়িত্ব নেয় এসটিএফ।

কয়েকদিন আগেই সামশেরগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল। সীমান্তের ওপার থেকে পরিকল্পনা করে এই গোলমাল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় কেউ এই ড্রোন চালিয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, পলাশ নামে স্থানীয় এক তরুণ ওই ড্রোন উড়িয়েছিল। তবে শুধুমাত্র শখ করে ছবি তোলার কারণেই সে এই ড্রোন উড়িয়েছিল বলে পুলিশের কাছে সে দাবি করেছে। পুলিশ তাকে এখনও গ্রেপ্তার না করলেও তার কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১২ মে : প্রধান সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য না হলে গ্রহণীয় নয়, এমনটাই পর্যবেক্ষণ রেখে এক অভিযুক্তকে মুক্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০০৮ সালে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক ব্যক্তিকে কোপানোর অভিযোগ ওঠে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাঠে গবাদিপশু চরাতে যাওয়ার সময় দুই পক্ষের বিবাদ বাধে। আর তাতেই অভিযুক্ত তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ঘটনায় নিম্ন আদালত দুজন অভিযুক্তকে মুক্তি দিলেও একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই অভিযুক্ত। কিন্তু আদালতে প্রধান সাক্ষীদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। তার পরই আদালত অভিযুক্তকে জামিন দেয়।

বুদ্ধপূর্ণিমায় মহাবোধি সোসাইটিতে ভক্তদের ভিড়। সোমবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

অনিশ্চয়তার মুখে রিভিউ পিটিশন

আজই অবসর প্রধান বিচারপতির

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ মে : রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে চাকরি বাতিলের রায়ের পুনর্বিবেচনার আর্জির ভবিষ্যৎ আবারও সংশয়ের মুখে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ৩ এপ্রিল চাকরি বাতিলের রায় দেওয়ার এক মাসের মাথায় রাজ্য সরকার ও এসএসসি সর্বোচ্চ আদালতে রায় পুনর্বিবেচনায় আর্জি জানায়। সেই আর্জি এখনও গৃহীত হয়নি আদালতে। আদালত সূত্রে খবর, রাজ্য ও এসএসসির এই রিভিউ পিটিশন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এখন কী সিদ্ধান্ত নেন, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে সব মহলে।

কারণ, মঙ্গলবারই প্রধান বিচারপতির কর্মজীবনের শেষদিন। ওইদিন তিনি অবসর নেবেন। শেষদিনে তাঁর বেঞ্চে চাকরি বাতিল মামলার রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশনের আর্জির বিষয়টি উঠছে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। স্বাভাবিক নিয়মে প্রধান বিচারপতি তাঁর অবসরের দিনে এধরনের মামলা শুনতে আগ্রহী নাও হতে পারেন বলেই আইনজীবীদের অধিকাংশ মনে করেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যে চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশনের ভবিষ্যৎ আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সম্ভবত সুপ্রিম কের্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কবে সুপ্রিম কোর্টে কোন বিচারপতি এই আর্জি শুনবেন সেটা ঠিক করবেন তিনিই।

এতেই আবার অনিশ্চতার মুখে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে রাজ্যের চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যতের ওপর। এমনিতেই এই রিভিউ পিটিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায় আশার আলো দেখছেন না দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীদের একাংশ।

ওই সূত্রের খবর, রিভিউ পিটিশনে আর্জি গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে কয়েকটি ধাপ রয়েছে। রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে রিভিউ পিটিশন দাখিলের পর তা সুপ্রিম কোর্টে সংশ্লিষ্ট বিচারপতির কাছে যায়। সেখানেই সেই বিচারপতি বা বিচারপতিরা সব কিছু খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত নেন রিভিউ পিটিশনের মামলা গ্রহণ করা হবে কি না। দরকার হলে বিচারপতির চেম্বারে এই নিয়ে শুনানিও করা হয়। তারপর ঠিক হয় মামলাটি আদালতে শুনানির জন্য পাঠানো হবে কি না।

যদিও আইনজীবী মহলের একাংশের ধারণা, রাজ্য সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের এই আর্জি সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, চাকরি বাতিলের রায়ের পর রাজ্য তথা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানায়, এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখা হোক ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে। পর্ষদের এই আর্জি মঞ্জুর করে সর্বোচ্চ আদালত এবছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দেয়। আইনজীবীদের অধিকাংশেরই ধারণা, এই আর্জি মঞ্জুরের পর আবার রাজ্য এই মামলার রায়ের ওপর ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে। চাকরি বাতিল পুনর্বিবেচনা চায় এবার রাজ্য। রাজ্যের হঠাৎ এই ভিন্ন অবস্থান নেওয়ার কারণে রিভিউ পিটিশন এবার খারিজও হতে পারে সুপ্রিম কোর্টে।

কোথায় সংশয়

- চাকরি বাতিলের রায় দেওয়ার এক মাসের মাথায় রাজ্য সরকার ও এসএসসি সর্বোচ্চ আদালতে রায় পুনর্বিবেচনায় আর্জি জানায়
- সেই আর্জি এখনও গৃহীত হয়নি আদালতে
- মঙ্গলবারই প্রধান বিচারপতির কর্মজীবনের শেষ দিন
- প্রধান বিচারপতি তাঁর অবসরের দিনে এধরনের মামলা নাও শুনতে পারেন

ধর্মরাজ উৎসবের শোভাযাত্রা... সোমবার বীরভূমে। - পিটিআই

হিন্দু নিধন নিয়ে প্রচারে জোর শুভেন্দুর

মুর্শিদাবাদের হিংসা পরবর্তী কর্মসূচি

কলকাতা, ১২ মে : ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতির টানটান উত্তেজনার মধ্যেও ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটের মেরুকরণকেই পাখির চোখ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। লক্ষ্যভেদের পরীক্ষায় ‘অর্জুন’-এর মতো হিন্দুত্বের নিশানা থেকে সরতে চান না শুভেন্দু। সেইজন্যই সোমবারও মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ধরপাকড়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যতই চেষ্টা করুন মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষকে ভুলতে দেব না।

মুর্শিদাবাদ চলোর মতো মেগা কর্মসূচির বদলে মুর্শিদাবাদের হিংসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে হিন্দু বিরোধী সরকার বলে প্রচার করা, অন্যদিকে আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে যথাসম্ভব তাঁদের পাশে টানা, এই দুই কৌশলই অস্ত্র শুভেন্দুর। সম্প্রতি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুর্শিদাবাদ জেলায় আক্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছাত্র-যুবদের আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে শুভেন্দু অভিযোগ করে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন পুলিশকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে।

ওয়াকফ বিরোধিতার নামে যারা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করল তাদের বিরুদ্ধে নয়, যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন সেই হিন্দুদের গত তিনদিন ধরে বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ১২ এপ্রিলের ঘটনায় গত ১৬ এপ্রিল জনৈক মঞ্জুর রহমানের অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশি জুলুম ও ধরপাকড়ের জেরে ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে বহু হিন্দু পরিবার এলাকাছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। শুভেন্দুর দাবি, ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদের কোমর ভেঙে দিতেই প্রশাসনের এই তৎপরতা। শুভেন্দুর মতে, এই চক্রান্ত করতেই মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন।

> আমরা এই সরকারের হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার রাস্তায় থাকব। মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষকে ভুলতে দেব না।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

মুর্শিদাবাদের হিংসার পর গত ৫ মে বহরমপুরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসা নিয়ে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্রশ্নে ঘোষণাও করেছিলেন তিনি। শুভেন্দুর মতে, বহরমপুরে গেলেও বেদবোনা, জাফরাবাদ, সামশেরগঞ্জ সহ হিংসা কবলিত ১০টি এলাকায় যাননি মুখ্যমন্ত্রী। ভেবেছিলেন, ভারত-পাক যুদ্ধের ছায়ায় মুর্শিদাবাদ ইস্যু ঢেকে যাবে।

এই প্রসঙ্গেই এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘আমরা এই সরকারের হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার রাস্তায় থাকব। মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষকে ভুলতে দেব না।’ পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, হিন্দুদের ওপর জুলুম বন্ধ না হলে ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় সড়ক অবরোধ করবে বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদ সফর চলাকালীনই নাম না করে বেলডাঙায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী প্রদীপ্তানন্দ তথা কার্তিক মহারাজকে হিংসার জন্য দায়ী করেছিলেন। ২০০২ সাল থেকে আশ্রমের নিরাপত্তায় থাকা সিআই অফিস ও পুলিশের আউটপোস্ট সম্প্রতি তুলে নেওয়া হয়েছে।

‘সেনা অভিনন্দন যাত্রা’র মতো কেন্দ্রীয় কর্মসূচি স্থগিত করার পর তা ফের শুরু করা নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা করছে দল, সেই আবহেই এদিন হলদিয়ায় মোমবাতি মিছিল করলেন শুভেন্দু।

সোমবার যুদ্ধ উন্মাদনা বিরোধী মিছিলে কড়া পুলিশ প্রহরা। মৌলালিতে।

যুদ্ধবিরোধী মিছিলে কালি

কলকাতা, ১২ মে : ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাতের আবহে সোমবার যুদ্ধ উন্মাদনা বিরোধী গণ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সেই মিছিলে ছিলেন মূলত অতিবাম ও বামপন্থী মনোভাবাপন্নরা। মৌলালি মোড় থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এই মিছিল লক্ষ্য করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, মিছিল শুরু হওয়ার পরেই সেখানে উপস্থিত হন বিজেপির কিছু কর্মী। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। মিছিল লক্ষ্য করে কালি ছেটানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে, বাধ্য হয়ে দু’পক্ষকেই আটক করে পুলিশ। বিজেপি নেতা সজল ঘোষকেও আটক করা হয়।

মিছিল শুরুর আগে ওই চত্বরে কড়া পুলিশি প্রহরা ছিল। সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের নামে এই মিছিল ডাকা হয়। হাতে ব্যানার নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা দাবি করতে থাকেন, যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। অভিযোগ, তারপরই জাতীয় পতাকা নিয়ে সেখানে হাজির হন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। তাঁরা মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলে কটাক্ষ করতে থাকেন। এমনকি তাঁদের গায়ে বিজেপি কর্মীরা কালি ছেটান বলে অভিযোগ। দুই তরফের মধ্যে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ সহ কর্মী-সমর্থকদের আটক করে। প্রিজন ভ্যান থেকে সজল ঘোষ অভিযোগ করেন, ‘বাংলার মধ্যে বহু পাকিস্তানপন্থী রয়েছেন যাঁরা ভারতীয়দের ভালো চান না। এঁদের চিহ্নিত করা জরুরি।’ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘কিছু পাকিস্তানপন্থী আঁতেল এখানে মিছিল করছিল। রাষ্ট্রবাদী সনাতনীরা জাতীয় পতাকা নিয়ে তার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। কিন্তু সেকুমাকুদের পক্ষ নিয়ে তাদের এই সরকারের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এদের চামড়া গুটিয়ে দেওয়া হবে।’

শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক

কলকাতা, ১২ মে : যোগ্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষায় বসতেই হবে চিহ্নিত ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, তারা ইতিমধ্যেই এই মর্মে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর খসড়া বিজ্ঞপ্তি নবান্নে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে। এখন অপেক্ষা শুধু নবান্নের সবুজ সংকেতের। জেলা স্কুল পরিদর্শকরা রাজ্যের স্কুলগুলিতে বিষয়ভিত্তিক ও সংরক্ষণভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা নিশ্চিত করলেই নিয়োগের চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তবে আবারও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে নারাজ ‘যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ’। ১৫ মে শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছে তারা। ৭ মে থেকে বিকাশ ভবনের সামনে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন ‘যোগ্য’ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে প্রতিশ্রুতি দিলেও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সোমবার পর্যন্ত দেখা করেননি তাঁদের সঙ্গে। তাই নিজেদের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছে অধিকার মঞ্চ। ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের দাবি, ‘আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এসএসসি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়ে সিদ্ধান্ত যদি নেয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে আগে আলোচনা করতে হবে। রিভিউ পিটিশন নিয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা সম্পর্কেও আমাদের অবগত করতে হবে। একই চাকরির জন্য বারবার যোগ্যতার পরীক্ষা আমরা দেব না।’

স্যালাইন কাণ্ডে মৃত আরও ১

কলকাতা, ১২ মে : দীর্ঘ চার মাসের লড়াই শেষে মৃত্যু হল মেদিনীপুরের অসুস্থ প্রসূতি নাসরিন খাতুনের। স্যালাইন কাণ্ডে অসুস্থ হয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁকে আনা হয়েছিল। তাঁর ডায়ালিসিস চলছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ডায়ালিসিস নিতে না পেরে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওর হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে পরিবার।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে স্যালাইন বিতর্কের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৫ প্রসূতি। ওই সময় মামণি রুইদাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। নাসরিন সহ ৩ প্রসূতিকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২ জন সুস্থ হয়ে উঠলেও নাসরিনের চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের পর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।

দই-লস্যিতে মজে চিড়িয়াখানার আবাসিকরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ মে : তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অনুভূতি দক্ষিণবঙ্গের আমজনতার। একই অবস্থা আলিপুর চিড়িয়াখানার বাসিন্দাদেরও। প্রচণ্ড গরম থেকে রেহাই পেতে কেউ নামছে বারবার জলে, আবার কেউ মন দিয়ে জুস, লস্যি খেতে ব্যস্ত। ক্লান্ত হয়ে অনেকে আবার এয়ার কুলারের ঠান্ডা হাওয়ায় জিরিয়ে নিচ্ছে। এমনই পরিস্থিতি এখন আলিপুর চিড়িয়াখানার আবাসিকদের। গরম থেকে রেহাই পেতে বাঘ, সিংহ, ভালুকদের ঘরে বসানো হয়েছে এয়ার কুলার। খাবারের তালিকায় আনা হয়েছে পরিবর্তন। গরমে প্রাণীদের শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক রাখতে ভরসা রাখা হচ্ছে ওআরএসে। প্রতিটি প্রাণীর এনক্লোজারে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, গরমে বাড়তি যত্ন নেওয়া হচ্ছে প্রাণীদের।

গরম পড়তেই পশুপাখিদের রোজ স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের এনক্লোজারে যথাযথ জল রেখে দেওয়া হয়েছে। যাতে নিজেদের স্বস্তিমতো তারা গা ভিজিয়ে নিতে পারে। খাদ্য তালিকাতেও এসেছে পরিবর্তন। অতিরিক্ত প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কমানো হয়েছে বাঘ, সিংহদের। তরমুজ, শসা জাতীয় প্রচুর পরিমাণে জলসমৃদ্ধ ফল, ফলের জুস, লস্যি, দই দেওয়া হচ্ছে হাতি, ভালুক, শিম্পাঞ্জিদের। চিড়িয়াখানার মূল প্রবেশদ্বার থেকে ঢুকে একটু এগিয়ে গেলেই সাপেদের ঘর। ভিন্ন প্রজাতির প্রতিটি সাপের ঘরে স্প্রিংক্লার দিয়ে জল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও ঘর ঠান্ডা করতে বরফ দেওয়া হচ্ছে। বাঘ, হাতি, চিতা, ক্যাঙারুদের রোজ স্নান করানো হচ্ছে। গরমে পশুপাখিদেরও হিটস্ট্রোক, ডিহাইড্রেটেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তাদের ওআরএসের জল দেওয়া হচ্ছে। রয়েছে অ্যান্টি স্ট্রেস ওষুধের ব্যবস্থা। সম্প্রতি ‘বার্ডস উইংস ওয়াক ইন ওয়ে’ চালু করা হয়েছিল। সেখানে পাখিরা ছিল মুক্ত, আর মানুষ বদ্ধ। ওই পাখিদের মধ্যে বেশিরভাগই হিমালয়ান ফেজেন্টস জাতীয়। সেখানেও স্প্রিংক্লার ও ফগ পদ্ধতিতে জল ছেটানো হচ্ছে। এখন গরমের দাপটে চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীর সংখ্যা কম। যদিও দর্শনার্থীরা খাঁচার সামনে যাচ্ছেন। তবে ঘর ছেড়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে না চিড়িয়াখানাবাসীদের।

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস, মহানন্দে স্নানপর্ব

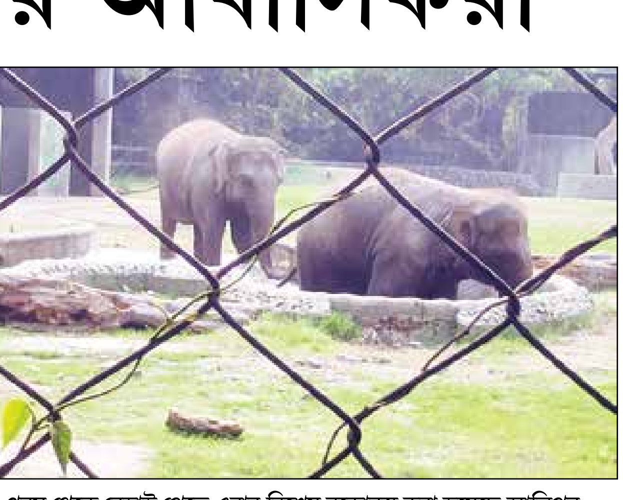

গরম থেকে রেহাই পেতে এবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানার আবাসিকদের জন্য। ছবি : আবির চৌধুরী

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৫২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৯ বৈশাখ ১৪৩২

নিষেধাজ্ঞার চার কারণ

রণহুংকারের আবহে ভারতীয় উপমহাদেশে আরও একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কাণ্ড ঘটে গেল সন্তর্পণে। বিশ্বের চোখ যখন ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের দিকে, তখনই বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়ে গেল আওয়ামী লিগের সমস্ত তৎপরতা। জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র ও ইসলাম ধর্মের নাম নিয়ে সক্রিয় মৌলবাদী নেতাদের ইচ্ছাপূরণ হল। তাঁরা কার্যত চাপ দিয়ে ইউনূস সরকারকে বাধ্য করলেন এই সিদ্ধান্ত নিতে। পড়শি দুই দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই খবরটি তেমন গুরুত্বই পেল না।

অথচ আওয়ামী লিগের ওপর নিষেধাজ্ঞা উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতিতে নিঃশব্দে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা। যার প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা উপমহাদেশে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। যদি না জুলাই অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করার মতো আরও একটি শক্তি জন্ম নেয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ গণতন্ত্রকে পদদলিত করার দিকে চলে গিয়েছিল বটে। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঝোঁক তৈরিও হয়েছিল।

কিন্তু এতে তো কোনও সন্দেহ নেই যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে একসময় আওয়ামী লিগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই দলের নেতৃত্বে বিখ্যাত ছয় দফা দাবিসনদ অবিভক্ত পাকিস্তান জমানাতেও ছিল গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক দলিল। যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বীজ রোপণ করে পরিচর্যা চলেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তারপর বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা, ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্তত সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে ও মৌলবাদের বিরোধিতায় সক্রিয় ভূমিকা ছিল দলটির।

আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবি ও তার বাস্তবায়নকে এই নিরিখে বিচার করা প্রয়োজন। দলটিকে ফ্যাসিবাদী অজুহাতে নিষিদ্ধ করা হল। তবে সেটাই সব কারণ নয়। ফ্যাসিবাদী তকমাটি দিয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতরা এবং তাদের সমর্থনে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন উপদেষ্টাদের সরকার। যে সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। একবার দেখে নেওয়া যাক, সরকারকে চাপ দিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার পিছনে কী কী কারণ থাকতে পারে।

প্রথমত, আওয়ামী লিগের প্রতি এখনও বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে টিকে থাকা সমর্থন। শুধু ধান্দাবাজ, দালাল, পরজীবী কিছু নেতা-কর্মী নয়, দেশটার আমজনতার মধ্যে এখনও দলটাকে নিয়ে আবেগ কম নয়। তাছাড়া যাঁরা আওয়ামী লিগের কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও ছাত্র জনতা নামের আড়ালে অগণতন্ত্রী কার্যকলাপ, দেশজুড়ে অরাজকতা পরিস্থিতি, তা ঠেকাতে সরকারের ব্যর্থতা শুধু নয়, অনিচ্ছা প্রকট হয়ে ওঠায় নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছেন।

দ্বিতীয়ত, যত দোষ ও অন্যায়ই নেতারা করে থাকুন, আওয়ামি লিগ টিকে থাকার অর্থ গণতন্ত্রের বীজ বাংলাদেশের মাটিতে থেকে যাওয়া। ভারতের সঙ্গে সহাবস্থানের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকা। ধর্মনিরপেক্ষতার আবহ কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক থেকে যাওয়া। মৌলবাদী শক্তি এসবের ঘোর বিরোধী। মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের বদলে শরিয়ত রাজনীতিতে দেশকে পরিচালনার মনোভাব যাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়েও বজায় ছিল। তাদের সেই লক্ষ্যপূরণে বাধা একমাত্র আওয়ামী লিগ।

তৃতীয়ত, জুলাই অভ্যুত্থানকারী শক্তি ভোটে জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী নয়। সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হলে আওয়ামী লিগ আবার ক্ষমতায় চলে আসতে পারে বলে তাদের মনে ভয় আছে। প্রথমদিকে দলটিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির (বিএনপি) আপত্তি থাকলেও শেষপর্যন্ত সরকারের সিদ্ধান্তকে তাদের স্বাগত জানানোর পিছনেও আছে সেই একই ভয়।

চতুর্থত, ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি, সহাবস্থানের পরিবেশকে স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। যদিও সমর্থনের ভিত্তি ভালো থাকলেও আওয়ামী লিগ জিতে যাবে- এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। সেই ভয়ে আওয়ামী লিগের কফিনে পেরেক পোঁতার এমন প্রয়াস। যদিও নিষিদ্ধ করলেই মানুষের মন থেকে কোনও শক্তিকে আমূল উৎখাত সম্ভব নয়। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করার ফল ভুগেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যেখানে সংযম নাই, সেখানে সত্য ও সাধনা নাই- এমন অশুদ্ধ আধারের দ্বারা বিশেষ কোনও সৎকার্য হইতে পারে না। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

উচ্ছেদ হওয়া মানুষ কোথায় যায়

২০২২ ও ২০২৩ সালে দেশে ভাঙা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩,৮২০ বাড়ি। মাথার ছাদ হারান প্রায় ৭ লক্ষ ৩৮,৪৩৮ জন।

মৌমিতা আলম

যে কোনও পাহাড়ের মূল শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে বেরোলেই শহর গিলে ফেলা কোলাহল ফিকে হয়ে আসে। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তায় জড়ানো আদিম অকৃত্রিম গন্ধে নিজেদের ময়লা জমা মনের আভরণের স্তর খুলে পড়ে একটু একটু করে। দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের বুকে এক খণ্ড সাদা মেঘ যেমন হাঁসের মতো চরে, সেরকমই মন ভেসে বেড়াতে চায় দিগন্তে।

শিলং থেকে মেঘালয় ট্যুরিজমের বাস চেরাপুঞ্জির দিকে রওনা দিল। শহর পেরিয়ে ছোট ছোট গ্রাম পেরোচ্ছি এক-এক করে। কিন্তু কিছুতেই যেন সেই আদিম গন্ধ আর নিস্তব্ধতা নেই। বরং তখন মেঘালয় যেন বেশ রুক্ষ, ভীষণরকম অসহ্য। চারিদিকে শুধুই বড় বড় গর্ত। বুলডোজার বড় বড় দৈত্যাকার হাত আর দাঁত দিয়ে খুবলে খুবলে তুলছে পাহাড়ের পেট থেকে বড় পাথর, বালি আর মাটি।

বুলডোজার দেখলেই কেমন জানি অস্বস্তি হয়। এক অপরাজেয় শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দুর্বলতার আশ্বাস। মনে পড়ে এনআরসি-বিরোধী আন্দোলনের মুখ আফরিন ফাতিমার বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে বহুতল বাড়িটি। কিংবা বুলডোজারের সামনে হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া ৭৪ বছর বয়সি বৃন্দা কারাত। কোর্টের অর্ডার সত্ত্বেও সেদিন নয়াদিল্লির জাহাঙ্গিরপুরী এলাকায় বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছিল দাঙ্গায় অভিযুক্তদের বস্তি বাড়ি। বৃন্দা আর বেশ কিছু আইনজীবীর তৎপরতায় সেদিন বেঁচে যায় সারাজীবনের মাথার ঠাঁই সেই বাড়িগুলি।

এই দাঁত খিঁচিয়ে বাড়ি ভাঙতে আসা বুলডোজারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি শব্দ - জাস্টিস। বুলডোজার জাস্টিস বা বুলডোজারের মাধ্যমে ন্যায় সাম্প্রতিককালে চালু হওয়া একটা শব্দবন্ধ। দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগে বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া শুরু হয় ২০১৭ সালে প্রথম উত্তরপ্রদেশে। আর আমরা সকলেই জানি অভিযোগ আর প্রমাণিত হওয়ার মধ্যে থাকে রাজনৈতিক সমীকরণ, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যায় শাসকের পক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ২০১৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০২০ সালের মধ্যেই অপরাধী বিকাশ দুবে, রাজনীতিক ও গ্যাংস্টার মুখতার আব্বাস ও আতিক আহমেদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেন। একে একে দাঙ্গায় অভিযুক্ত থাকলেই বাড়ি ভেঙে দেওয়া শুরু হয় মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ডেও। বুলডোজার জাস্টিস যা আদতে চরম প্রতিশোধস্পৃহার প্রতিফলন ও আস্ফালন, তা অচিরেই স্বাভাবিক মনে হতে থাকে বাড়তে থাকা ঘৃণার আবহে।

ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে বলে ১৩ নভেম্বর, ২০২৪, বিচারপতি গাভাই এবং কেবি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি উপযুক্ত প্রক্রিয়া না মেনে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া অসাংবিধানিক। এই রায়ে অবৈধ বসবাসকারী অভিযোগে বস্তি ভাঙা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। দেশের বিশিষ্ট পত্রিকা ফ্রন্টলাইন এক বছর সমীক্ষা চালিয়ে জানায়, ২০২৪ সালে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা বাড়ির বেশিরভাগই অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিযোগে। বেশিরভাগ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে 'উন্নয়ন' নামে।

আসলে এদেশে উন্নয়ন আর সৌন্দর্যায়নের বলি হন বস্তিবাসী। যাঁদের উন্নয়নে হতে পারে দেশের উন্নয়ন, তাঁদের ছেঁটে ফেলে চলে উন্নয়নের রথ। ঘিঞ্জি, নোংরা বস্তি - উন্নয়নের অংশ হয় কেমন করে! ক্রমশ বাড়তে থাকা শ্রেণিবৈষম্যে উন্নয়ন বলতে বোঝায় বড় বাবুদের আকাশছোঁয়া বাড়ি। হাউজিং অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্কের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ ও ২০২৩ এই দু'বছরেই শুধু ভেঙে ফেলা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩,৮২০ বাড়ি। ফলে মাথার ছাদ হারিয়েছেন প্রায় ৭ লক্ষ ৩৮, ৪৩৮ জন। এই তথ্য বলছে, যাঁদের ঘর ভাঙা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ মুসলিম, ২৩ শতাংশ আদিবাসী জনজাতি এবং ১৭ শতাংশ অনগ্রসর জনজাতির মানুষ।

তথ্য বলছে, যাঁদের ঘর ভাঙা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ মুসলিম, ২৩ শতাংশ আদিবাসী জনজাতি এবং ১৭ শতাংশ অনগ্রসর জনজাতির মানুষ। কোথায় যায় এই বাস্তুহারা মানুষগুলো? নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। যা কিছু নিতে পারে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া বাড়িগুলো থেকে, তা নিয়ে আবার কোনও ফুটপাথের কোনায় কিংবা বট গাছের নীচে কিংবা ডাম্প ইয়ার্ডে প্লাস্টিকের তলায় আশ্রয় নেবে।

কোথায় যায় এই বাস্তুহারা মানুষগুলো?

নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। যা কিছু নিতে পারে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া বাড়িগুলো থেকে, তা নিয়ে আবার কোনও ফুটপাথের কোনায় কিংবা বট গাছের নীচে কিংবা ডাম্প ইয়ার্ডে প্লাস্টিকের তলায় আশ্রয় নেবে। যতক্ষণ না আবার কোনও বুলডোজারের হাত গুঁড়িয়ে দেবে আশ্রয়। কর্তৃপক্ষ বৈধ-অবৈধ কাগজের মাঝে ঘরের উষ্ণতা বোঝে না। খরা, বন্যা, দেশভাগ, খিদে, কাঁটাতারের যন্ত্রণা কোনও কাগজে লেখাও থাকে না।

কোনও শব্দ আসে না এই 'অবৈধ' মানুষগুলোর অবস্থান থেকে। পুরোনো আবাসের সব স্মৃতি মুছে আবার নতুন করে ভেসে থাকতে চায়। একদিন সব হারিয়ে, সব ভুলে হয়তো তারাও সৈয়দ মুজতবা আলির গল্পের সেই চরিত্রের মতো বলবে - মা খু চিহল ও পঞ্চম হস্তম - আমি ৪৫ নম্বর কয়েদি। এই বিশাল ভূখণ্ডের ভিটেহারা কয়েদিরাও ঠিক এমন। নামঠিকানাহীন অস্তিত্ব। তাদের অস্তিত্ব ক্ষণিক সাড়া জাগালেও হারিয়ে যায় দ্রুত স্মৃতি থেকে। মনে পড়ে সেই দৃশ্য, উচ্ছেদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মৃত এক ব্যক্তি, আর সেই মৃতদেহের ওপর লাফাচ্ছে এক ফোটোগ্রাফার। ২০২১ সালে, আসামের সিপাঝাড়ের ঘটনা।

এই যে দ্বেষ, যা মৃত্যুর পরেও এক মৃতদেহকে মানুষের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে, তা ফুলেফেঁপে বাড়ছে রাষ্ট্রীয় মদতে। জেলের নামও সংশোধনাগার। আশা করা হয়, একজন সাজাপ্রাপ্ত ক্রিমিন্যালও তাঁর ভুলের সাজা পেয়ে সংশোধিত হয়ে ফিরে আসবে মূলস্রোতে। শুধুমাত্র অভিযুক্ত বা যদি প্রমাণিত ক্রিমিন্যালও হয়, তাঁর ঘর বুলডোজার চালিয়ে তছনছ করে দিলে তার অস্তিত্ব মুছে দেওয়া হয়, মুছে ফেলা হয় তার মূলস্রোতে ফিরে আসার সমস্ত সম্ভাবনা। আর অবাক করা বিষয় হল, সেটা হয় ন্যায়ের নামে। প্রতিশোধকে যখন ন্যায়ের নামে চালানো হয়, তখন সেই ন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্র তার সমস্ত হাত দিয়ে বুলডোজার জাস্টিসের স্বাভাবিকরণ করে ফেলেছে বাড়তে থাকা 'মব' বা উন্মত্ত জনতার কাছে। যে জনতা ঘৃণা গিলে শুধু শত্রু খুঁজছে। সেই শত্রু কখনও প্রতিবেশী, কখনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষ। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের প্রকাশ্য জনসভায় ভক্তরা প্রায়শই হাজির হন বুলডোজারে চেপে, বাজতে থাকে ক্রমশ জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠা এইচ পপ বা হিন্দুত্ব পপ গান। বুলডোজার বাবা চাপ রহে হ্যায়, মাফিয়া ভাগ রহে হ্যায়।

ভারতে বুলডোজারের একটা বিশাল অংশ তৈরি করে ব্রিটিশ কোম্পানি জেসিবি। জেসিবি এতটাই পরিচিত নাম এখন, যে গ্রামে মানুষ বুলডোজার না বলে জেসিবি বলে। যে জেসিবি ভাঙার মূলে, তারাই আবার সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারতে এক সাহিত্য পুরস্কার দেয়। গতবছর একশোজনের বেশি কবি, লেখক ও সাহিত্যিক জেসিবি পুরস্কারের আয়োজকদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি দেয়। যে চিঠিতে সই করেন বিখ্যাত কবি কে সচ্চিদানন্দন থেকে মীনা কান্ডাস্বামী সহ অনেকেই।

হাস্যকর হলেও সত্যি, যে কোম্পানি মানুষের ভিটেমাটি উচ্ছেদের জন্য দায়ী, তারাই ভারতীয় বহুত্ববাদ নিয়ে লেখা সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দিচ্ছেন!

প্রশ্ন থেকেই যায় যে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ সব কোথায় যায়? মনে পড়ে যাবে, বাগ্রাকোট পাহাড়জুড়ে বা তিস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বুলডোজার। তিস্তার ব্রিজে সারি বেঁধে চলা বুলডোজার দেখে মেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, এত জেসিবি কোথায় যায় মা? আমি বলে ফেলেছিলাম আনমনে, উন্নয়নে।

যে উন্নয়নে শুধু উচ্ছেদ হওয়া মানুষ, গাছ, ময়ূর, হরিণ এদের জায়গা নেই। ঠাঁই নেই আট বছরের অনন্যা যাদবের। উত্তরপ্রদেশের অনন্যার বাড়ি যখন ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছিল, সে সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে ছুটে গিয়েছে তার বইয়ের ব্যাগটি নিয়ে আসতে। সে আইএএস অফিসার হয়ে দেশকে বাঁচাতে চায়। আর অনন্যাদের বাঁচাবে কে?

ওই দূরে দাঁড়িয়ে বুলডোজার।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৪৭

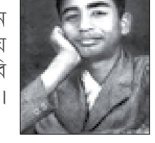

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় বিশিষ্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের।

২০১১

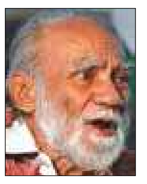

বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

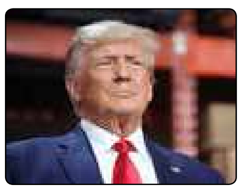

ভারত ও পাকিস্তান হামলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে বাণিজ্যের কথা ভেবে। আমি দুটো দেশকেই বলে দিয়েছিলাম, হানাহানি বন্ধ হলেই আমি তোমাদের সঙ্গে অনেক ব্যবসা করব। এসব থামাও, এসব থামাও। থামালেই আমরা ব্যবসা করব। এসব না থামালে আমরা কোনও ব্যবসা করব না। আমরা একটা সম্ভাব্য নিউক্লিয়ার যুদ্ধ থামালাম।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

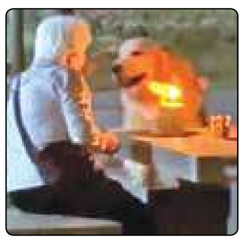

পোষ্যের জন্মদিন। পার্কের টেবিলে রাখা কেক। তার ওপর জ্বলছে মোমবাতি। সামনে বসে এক বৃদ্ধা। পাশে পোষ্য ল্যাব। হাততালি দিয়ে বৃদ্ধা প্রিয় পোষ্যের জন্মদিন পালন করছেন। তাঁর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুকুরটি।

ভাইরাল/২

পাহাড়ি রাস্তায় মারমোট প্রজাতির দুই কাঠবিড়ালীর পেশি আস্ফালন। রাস্তার মাঝে তারা মারামারি করছিল। একজন আরেকজনকে গলাধাক্কা দিচ্ছে। তাদের কুস্তির জেরে রাস্তায় গাড়ির লাইন লেগে যায়। প্রাণী দুটির অবশ্য ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

জনমন
জনমত

নদীর চরে গাছ লাগানো হোক

সংবাদমাধ্যমে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বিভিন্ন নদীর চর দখলের খবর প্রায়ই দেখা যায়। বিষয়টি শহরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিছু নদী দখলের কারণে ছোট নালায় পরিণত হয়েছে। সরকারি সাইনবোর্ড থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষিত করে দখল হয়ে যাচ্ছে। ভৌগোলিক কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয় এবং অনেক এলাকাজুড়ে চড়া পড়ে যায়, যেখানে ভরা বর্ষায় ও নদীর জল আর প্রবাহিত হয় না। সেই চড়া পড়ে যাওয়া জায়গায় যদি বৃক্ষরোপণ করা হয় তাহলে শহর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পাশ দিয়ে কয়েক কিলোমিটার অবধি সবুজায়ন করা সম্ভব এবং দখলদারিও বন্ধ করা যাবে। এতে নদী ও শহরের সৌন্দর্য বাড়বে।

শিলিগুড়ির মতো শহরে রাস্তাগুলি ছোট হওয়ায় গাছ লাগানোর জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় মহানন্দা, বালাসন ও অন্যান্য নদীর চরে কয়েক লক্ষ বৃক্ষরোপণ করলে শহরবাসীকে কিছুটা হলেও বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হবে এবং সরকারি জমি দখলমুক্ত থাকবে।

দীপু দাস, শিলিগুড়ি।

জুয়াচক্রের মায়াজাল

বর্তমান তরুণসমাজের অধিকাংশ এখন অনলাইন গেমিংয়ের নেশায় জড়িয়ে পড়ছে। সেই গেমিং লাইনে কিশোর থেকে শুরু করে প্রবীণরাও যোগ দিচ্ছেন। সমাজের একটা বড় অংশ নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ছে জুয়াচক্রের মায়াজালে। কিন্তু এই মায়াজাল থেকে বেরোনোর পথ খুব কঠিন। সমাজের বড় বড় সেলেব্রিটি থেকে শুরু করে হালফিলের জনপ্রিয় ইউটিউবার সকলেই এইসব কোম্পানির প্রচার করছে। সমাজের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা তাঁরা বিরাট অঙ্কের টাকায় বিক্রীত হচ্ছেন। নিজেদের পকেটে ভরছেন সাধারণ মানুষের জুয়ায় হারা কোটি কোটি টাকা। সরকার এই চক্রগুলির থেকে মোটা টাকা ট্যাক্স আদায়ের নামে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

অতি আধুনিকতার যুগে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে থাকা দরিদ্র সমাজে, লটারি এবং এই অনলাইন গেমিংয়ে সর্বস্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে প্রচুর সাধারণ মানুষ ও পরিবার, যা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত উঠে আসছে। আমাদের নিজেদের ও চারপাশের মানুষজনকে সতর্ক ও সচেতন করা ছাড়া এই জুয়াচক্রের মায়াজাল থেকে মুক্তির উপায় নেই।

পূর্ণেন্দু রায়, উত্তরপাড়া, হলদিবাড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে নারী নিগ্রহ সবচেয়ে চিন্তার

শিক্ষক, সাংবাদিক এমনকি পুলিশ, যে কোনও পেশার মহিলাদের চরম হেনস্তার সামনে পড়তে হচ্ছে নতুন বাংলাদেশে।

মীর রবি

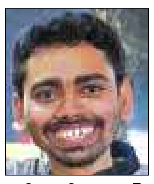

আরবের ইতিহাসের আইয়্যামে জাহেলিয়াত এখন বাংলাদেশে। জুলাইয়ের পরপরই জাহেলিয়ার যুগে প্রবেশ করেছে তারা। সেখানে আওয়ামী লিগ নিষিদ্ধকরণ এবং মৌলবাদের উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের জন্য বড় চিন্তার বিষয়। অধিক চিন্তা নারী স্বাধীনতা নিয়ে। ইউনূস শাসনামলের মাস না পেরোতেই নারী বিদ্বেষ অনেক বেশি বাড়তে শুরু করে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মহামারি রূপ নিয়েছে।

বাংলাদেশে চলতি বছরের এপ্রিলেই ৩৩২ জন নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১১ জন। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ ও হত্যার এমন চিত্র কোনও সভ্য রাষ্ট্রে হতে পারে না। পৈশাচিকতাকেও ছাড়িয়েছে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনাসমূহ। বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনওভাবেই আইনের শাসনের ইঙ্গিত বহন করে না। মব সন্ত্রাস, মোরাল পুলিশিং এবং স্বেচ্ছাচারিতার চরম পর্যায়ে পর্যুদস্ত বর্তমান বাংলাদেশ। এর প্রধান শিকার স্বাধীনচেতা নারী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী। উগ্র ইসলামপন্থীদের দ্বারা নানা অঙ্গনে আক্রমণের শিকার হচ্ছে তারা। চলমান ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশে অঘোষিত তালিবানি রাষ্ট্র কাঠামোকেই প্রকাশ করছে। সবখানেই স্বঘোষিত তালিবানি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে মৌলবাদীরা।

সাম্প্রতিক এর বড় উদাহরণ সরকারের নারী কমিশন নিয়ে হেপাজত সহ সমমনা মুসলিম দলগুলোর বিরোধিতা এবং জনসমাবেশে মুক্ত নারীদের অকল্পনীয়ভাবে পতিতা ঘোষণা। সরকার যেসব কমিশন গঠন করেছে, তন্মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিটিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের ভেতর নারী কমিশন নিয়ে ভালো কিছুর আশাবাদী নন নারী অধিকারকর্মীরা। একে লোকদেখানো বলেই মনে করা হচ্ছে। সেটাকে আরও পরিষ্কার করে তুলেছে এরই বিরুদ্ধে মাঠে নামা সরকার-ঘনিষ্ঠ উগ্রবাদীদের সমাবেশ।

এসবের মধ্য দিয়ে তালিবানি কায়দায় ঘরবন্দির সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। সেরূপ শাসন ব্যবস্থাও লক্ষ করা যাচ্ছে। এই তো নারী অধিকার নিয়ে কথা বলায় একজন নারী অধ্যাপক জনরোষের শিকার হয়েছেন। তথাকথিত সালিশি বৈঠকে তাঁকে পর্দাপ্রথায় বাধ্য করা হয়েছে। 'এখানে নারী সাংবাদিক গ্রহণযোগ্য নয়' উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়েই ইসলামি দলগুলোর সভা, সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলন থেকে নারী সাংবাদিকদের বের করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নারী পুলিশও মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের হাতেই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন নারী শিক্ষকরা। পর্দা না করে আধুনিক পোশাক পরায় প্রকাশ্যে পেটানো হচ্ছে। পেশাজীবী নারীদের হেনস্তা ক্রমশই বেড়েছে। পোশাক সহ নানা অজুহাতে নারীকে নির্যাতনের চিত্র এখন অহরহ।

অপরাধগুলো সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ঘটছে। সামাজিক মূল্যবোধ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, পারিবারিক বন্ধন দিন-দিন উগ্র ধর্মাশ্রিয়ী হয়ে ওঠায় লোপ পেয়েছে। সভাসমাবেশ, ওয়াজ সহ অনলাইনে নারীকে হেয় করে বক্তব্যদান এবং বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করে যেভাবে নারীবিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, তা নারীর সম্মানকেই খাটো করছে কিংবা জীবননাশের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রকে অন্ধকার যুগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই প্রবণতার কোনও পরিবর্তন না হলে বাংলাদেশের নারীরা আফগানিস্তানের নারীদের মতোই বিশ্বের কাছে উদাহরণ হবে।

(লেখক বাংলাদেশের সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। বোকা, স্থূলবুদ্ধি ৩। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৫। রসিক বা রঙ্গপ্রিয় বন্ধু বা সঙ্গী, আড্ডার সঙ্গী ৬। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ৭। মহামারি ৯।অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে দণ্ডধারী ভৃত্য, চোবদার, রাজদণ্ডধারী ১২। নির্দয়, নির্মম, গুরুতর, কড়া ১৩। অত্যন্ত শক্তিশালী, অতিশয় বলবান।

উপর-নীচ : ১। আচার-আচরণ, চালচলন, আকার-ইঙ্গিত ২। বেদিয়া-এর রূপভেদ ৩। উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত উৎসব ৪। মাছ ধরার লোহার কাঁটাবিশেষ ৫। বাণী, সরস্বতী, পৃথিবী, বুধের পত্নী ৭। মরণশীল, অনিত্য, নশ্বর ৮। মধুর শব্দ ৯। আদা ১০। বৎসর, বারোমাস, সন ১১। দৈত্য, অসুর, দনুজ।

সমাধান ■ ৪১৩৭

পাশাপাশি : ১। বন্দনা ৪। নালিক ৫। ধাম ৭। কানন ৮। কথান্তর ৯। ধড়িবাজ ১১। একক ১৩। মল্ল ১৪। দাম্ভিক ১৫। দায়িক।

উপর-নীচ : ১। বর্তিকা ২। নানান ৩। তুকতাক ৬। মন্দার ৯। ধড়াম ১০। জন্মদাতা ১১। একদা ১২। কণ্টক।

বিন্দুবিসর্গ

খুলল জম্মু, শ্রীনগর সহ ৩২ বিমানবন্দর

নয়াদিল্লি, ১২ মে : সংঘর্ষবিরতিতে সহমত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে দেশ। ইতিমধ্যে সীমান্তের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে দোকানপাট খুলে গিয়েছিল। এবার যুদ্ধের আবহে বন্ধ হওয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ৩২টি বিমানবন্দরও খুলে দেওয়া হল। শ্রীনগর, অবন্তীপোরা এবং জম্মু বিমানবন্দরও খুলে গিয়েছে। সোমবার এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

৯ মে থেকে বিমান পরিষেবায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞা চালু হয়। তা জারি ছিল ১৫ মে পর্যন্ত। এই সময়ে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ ছিল। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এক মুখপাত্র জানান, 'যাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তাই আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। নিয়ম মেনেই আবার পরিষেবা শুরু করা হচ্ছে।' ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, তারা ধাপে ধাপে বন্ধ থাকা রুটগুলিতে ফের বিমান পরিষেবা চালু করবে। বাতিল টিকিটের টাকা ২২ মে পর্যন্ত ফেরত পাওয়া যাবে বলেও তারা জানিয়েছে।

ফের খুলে যাওয়া বিমানবন্দরের তালিকায় রয়েছে হরিয়ানার আম্বালা, উত্তরপ্রদেশের হিন্ডন ও সারসাওয়া, গুজরাটের নালিয়া, মুন্দ্রা, জামনগর, হিরাসর, পোরবন্দর, কেশোদ, কান্ডলা ও ভূজ, রাজস্থানের উত্তারলাই, কিষনগড়, জয়সলমের, যোধপুর ও বিকানের, পঞ্জাবের অমৃতসর, চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, ভাটিন্ডা, আদমপুর, হলওয়ারা ও পাঠানকোট, হিমাচলপ্রদেশের ভুনতার, সিমলা ও কাংড়া-গগল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর, অবন্তীপোরা, জম্মু, থোইসে ও লে।

ভুয়ো পিএমও কর্মকর্তা ধৃত

তিরুবনন্তপুরম, ১২ মে : অপারেশন সিঁদুর সাময়িকভাবে স্থগিত হলেও ভারত-পাক উত্তেজনা অব্যাহত। এই আবহে কেরলের কোঝিকোড়ের এক ব্যক্তি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিয়ে আইএনএস বিক্রান্তের অবস্থান জানতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ। কোচিতে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে তথ্য চেয়েছিল সে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম মুজিব রহমান। সে ইলাথুরের বাসিন্দা। ভারতীয় নৌবাহিনীর অভিযোগের ভিত্তিতে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের অধীনে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। কেন আইএনএস বিক্রান্তের অবস্থান সম্পর্কে সে তথ্য জানতে চেয়েছিল, সেই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

দুর্ঘটনায় মৃত চার শিশু সহ ১৩

রায়পুর, ১২ মে : ট্রাক-ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১৩ জন। মৃতদের মধ্যে ৯ জন মহিলা ও চার শিশু। ঘটনাটি ছত্তিশগড়ের রায়পুরে। রবিবার গভীর রাতে একটি অনুষ্ঠান থেকে যাত্রীরা বাড়ি ফেরার পথেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহত ১২ জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও তদন্তের আশ্বাস এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

খুনি মা-প্রেমিক

গুয়াহাটি, ১২ মে : ১০ বছরের ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল মা ও তাঁর প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি অসমের গুয়াহাটির। রবিবার ঝোপের মধ্যে রক্তমাখা সুটকেসের ভিতর থেকে শিশুটির টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয়। খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মা দীপালি রাজবংশী এবং প্রেমিক জ্যোতিময় হালোইকে। জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত।

শহিদ বিএসএফ কনস্টেবল দীপক চিঙ্গাখামের শেষকৃত্যে কফিন নিয়ে চলেছেন সতীর্থ জওয়ানরা। সোমবার জম্মুতে।

জঙ্গিকে পরিবারের সদস্য বলল পাক সেনা

সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে উলটো সুর পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ১২ মে : পহলগামে নিরীহ পর্যটক খুনে জড়িত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা। তাদের এক জঙ্গির শেষকৃত্যে যোগ দেওয়া 'ভিভিআইপি'দের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আরও এক জঙ্গি। হাফিজ আবদুর রউফ নামে ওই জঙ্গি আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী তালিকায় রয়েছে। তার আশপাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি সেনা, পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতারা। সেই ছবি প্রকাশ করে পাক সেনা। সরকারের সঙ্গে জঙ্গিযোগের দাবিকে পোক্ত করেছে ভারতীয় সেনা ও বিদেশমন্ত্রক।

সোমবার অভিযোগ খারিজ করতে পাক সেনার তরফে যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে, তাতে তাদের সন্ত্রাস-যোগই যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে। পাকিস্তান সেনার জনসংযোগ শাখার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধরী জানান, ছবিতে যাকে (রউফ) দেখা গিয়েছে, সে একজন 'পরিবারের সদস্য' এবং 'ধর্মপ্রচারক'। তার জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি দেখিয়ে লেফটেন্যান্ট চৌধরী বলেন, 'লস্কর জঙ্গির শেষকৃত্য হচ্ছে দাবি করে একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে পাক সেনা আধিকারিকদের দেখা গিয়েছে। ওই শেষকৃত্য আসলে একজন সাধারণ মানুষের ছিল। তার পরিবারের সদস্যকে সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। ওই ব্যক্তি একজন ধর্মপ্রচারক।'

ভারত অবশ্য আগেই পাকিস্তানের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি জানান, ভারতের হামলায় বিধ্বস্ত লস্করের সদর দপ্তর মুরিদকেতে আয়োজিত ওই অন্ত্যেষ্টিতে হাজির ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফাইয়াজ হোসেন শাহ (কোর কমান্ডার, চতুর্থ কোর, লাহোর), মেজর জেনারেল রাও ইমরান সাতরাজ ও ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ ফুরকান সাব্বির। পুলিশের পক্ষ থেকে ছিলেন উসমান আনোয়ার (আইজিপি পাক পঞ্জাব)। এছাড়া পাক পঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য মালিক সোহাইব আহমেদ বার্থকেও ছবিতে দেখা গিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে একফ্রেমে রয়েছে লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি হাফিজ আবদুর রউফ।

জঙ্গিযোগের কথা অস্বীকার করার পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি নিয়েও বেসুরো পাক সেনা। এর আগে ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছিল, শনিবার দুপুর ৩টে বেজে ৩৫ মিনিট নাগাদ পাকিস্তানের ডিজিএমও ভারতীয় বাহিনীর ডিজিএমওকে হটলাইনে ফোন করে সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ করেন। পাকিস্তানি সেনার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধরী অবশ্য তা মানতে রাজি হননি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপনারা লিখে নিন, পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ করেনি।' তবে পরমাণু শক্তিধর দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যে যুদ্ধের জিগির কাম্য নয়, সেকথাও স্বীকার করে নেন তিনি। ওই সেনা মুখপাত্রের দাবি, সংঘাতের পরিস্থিতিতে তাঁরা আগাগোড়া দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতের আক্রমণ প্রতিরোধ করে পালটা জবাব দিয়েছে পাক সেনা।

তথ্য হাতাতে নয়া কৌশল পাকিস্তান গুপ্তচরদের

নয়াদিল্লি, ১২ মে : পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করতে 'অপারেশন সিঁদুর' চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা। সংঘাতের আবহে ওই অভিযান নিয়ে তথ্য হাতাতে ভারতীয় সেনার পরিচয় দিয়ে এদেশের সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষকে ফোন করছে পাকিস্তানি গুপ্তচররা। সব নাগরিককে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়ে সোমবার এ কথা জানিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই ধরনের ফোন এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে এদেশের সাধারণ মানুষ, সাংবাদিকদের ফোনটি করা হচ্ছে। সেই নম্বর হল, ৭৩৪০৯২১৭০২। মোবাইলের ফোন নম্বর শনাক্তকরণকারী অ্যাপে নম্বরটিকে 'ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট' বলে দেখানো হচ্ছে। এই নিয়েই সতর্ক করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি করলেও অপারেশন সিঁদুর জারি রয়েছে বলে জানিয়েছেন বায়ু সেনা প্রধান। এবার তারা সতর্ক করে জানাল, এই অভিযান নিয়ে তথ্য চাইলে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, পাকিস্তানি গুপ্তচরেরা ভারতীয় সেনা সেজে এই বিষয়ে তথ্য হাতানোর চেষ্টা করছে।

ইসরোর ১০ উপগ্রহ

ইম্ফল, ১২ মে : ভারতের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১০টি উপগ্রহ একটানা ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে বলে জানালেন ইসরো চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন।

রবিবার মণিপুরের ইম্ফলে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নারায়ণন বলেন, 'ভারত আজ মহাকাশেও শক্তিধর হয়ে উঠেছে। ২০৪০ সালের মধ্যে আমাদের দেশের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরি হয়ে যাবে।' তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত ভারতের মাধ্যমে ৩৪টি দেশের ৪৩৩টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি উপগ্রহ দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ কাজ করছে।

ইসরো প্রধান বলেন, 'আমাদের পড়শিদের কথা আপনারা সকলেই জানেন। দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্য নিতেই হবে।' তাঁর কথায়, 'আমাদের দেশের ৭ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল ও উত্তরের সীমান্ত নজরে রাখতে উপগ্রহ ও ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

তাঁর মতে, দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ড্রোন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পাকিস্তানে ৭১ বার হামলা বালোচদের

ইসলামাবাদ, ১২ মে : অপারেশন সিঁদুরে রক্ষা নেই, বালোচরা দোসর।

অপারেশন সিঁদুরের ঘায়ে তছনছ পাকিস্তান। সেই সুযোগে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ'কে আরও তীব্র করল বালোচ বিদ্রোহীরা। পাকিস্তানের বালোচিস্তানে এক বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। তাদের দাবি, তারা ৫১টিরও বেশি জায়গায় মোট ৭১টি হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের সেনাঘাঁটি ও গোয়েন্দা সংস্থার দপ্তরের ওপর।

বিএলএ বিবৃতিতে বলেছে, 'বালোচ প্রতিরোধ কোনও বিদেশি শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে না। আমরা এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের একটি নির্ধারক শক্তি।' তারা আরও দাবি করেছে, 'দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।'

বিএলএর অভিযোগ, পাকিস্তান একদিকে শান্তির কথা বললেও অন্যদিকে সন্ত্রাসকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে। ভারত সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে তারা বলেছে, 'পাকিস্তানের শান্তি, অস্ত্রবিরতি বা ভ্রাতৃত্বের বার্তা সবই প্রতারণা এবং সাময়িক কৌশল।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এই রাষ্ট্রের হাতে রক্ত লেগে আছে, তাদের প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই সেই রক্তে

ভিজে রয়েছে।' বিএলএ মুখপাত্র জিয়ান্দ বালোচ জানিয়েছেন, এই হামলাগুলি এমন সময়ে চালানো হয়েছে যখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বাড়ছিল। বালোচিস্তানের সেনা ঘাঁটি, গোয়েন্দা দপ্তর ও খনিজ পরিবহণযান ছিল হামলার প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কথায়, 'শুধু ধ্বংস নয়, আমাদের লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতের সংঘবদ্ধ যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সামরিক সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যাচাই করা।'

সংঘাতে ছেদ পড়তেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার

মুম্বই, ১২ মে : ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণায় সোমবার ভারতের শেয়ার বাজারে নজিরবিহীন উত্থান দেখা গেল। দিনভর লেনদেন শেষে বিএসই সেনসেক্স প্রায় ২,৯৭৫ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছোল ৮২,৪৩০-এ, যা ৩.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধির সূচক। অন্যদিকে এনএসই নিফটি ৯১৭ পয়েন্ট বেড়ে ২৪,৯২৫-এ পৌঁছোয়, যাতে বৃদ্ধির হার ৩.৮১ শতাংশ।

এদিনের এই বিশাল উত্থানের পিছনে মূলত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা হওয়ায় সীমান্তে উত্তেজনা কমেছে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা ও চিনের মধ্যে ৯০ দিনের জন্য আংশিক শুল্ক হ্রাসের চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। এদিন বাজারের মোট মূলধন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩২.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা। শুক্রবারের শেষে অঙ্কটি ছিল ৪১৬.৪০ লক্ষ কোটি। অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা একদিনেই প্রায় ১৬ লক্ষ কোটি টাকা সম্পদের মালিক হয়েছেন। এদিকে সংঘর্ষবিরতির জেরে পাকিস্তানের করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ চাঙ্গা হয়েছে।

সংঘর্ষ বিরতি বাণিজ্য বন্ধের হুমকির ফল!

ভারত-পাক নিয়ে ট্রাম্পের দাবিতে চাঞ্চল্য

ওয়াশিংটন, ১২ মে : দিনকয়েকের হামলা-পালটা হামলার পর সাময়িক সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। শনিবার বিষয়টি প্রথম জনসমক্ষে এনেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতে দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সংঘাত বন্ধের জন্য খোলাখুলি কৃতিত্ব দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, তাঁর চাপেই মিলেছে সাফল্য।

সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ভারত, পাকিস্তান দুই দেশকেই তিনি বুঝিয়েছিলেন যে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে কারও সঙ্গে বাণিজ্য করবে না আমেরিকা। আর্থিক ক্ষতির কথা মাথায় রেখেই নাকি ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষনেতারা ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। ট্রাম্পের বক্তব্য, 'আমি বলেছিলাম, আমেরিকা আপনাদের সঙ্গে বড় অঙ্কের বাণিজ্য করতে চায়। এজন্য চলতি সংঘর্ষে রাশ টানা জরুরি। যদি আপনারা এটা (সংঘর্ষ) বন্ধ করেন তবেই আমাদের পক্ষে বাণিজ্য করা সম্ভব। সংঘাত বন্ধ না হলে সেটা কখনোই সম্ভব হবে না। এরপর হঠাৎ করেই ওঁরা সংঘাত বন্ধ করতে রাজি হয়ে গেলেন।'

> আমি বলেছিলাম, আমেরিকা আপনাদের সঙ্গে বড় অঙ্কের বাণিজ্য করতে চায়। এজন্য চলতি সংঘর্ষে রাশ টানা জরুরি। যদি আপনারা এটা (সংঘর্ষ) বন্ধ করেন তবেই আমাদের পক্ষে বাণিজ্য করা সম্ভব। সংঘাত বন্ধ না হলে সেটা কখনোই সম্ভব হবে না। এরপর হঠাৎই ওঁরা সংঘাত বন্ধ করতে রাজি হয়ে গেলেন।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

ট্রাম্পের দাবি, তিনি বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক লেনদেনকে যেভাবে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তা অতীতে কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। যদিও এদিন পর্যন্ত দিল্লি বা ইসলামাবাদ কোনও তরফে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য নিয়ে বিবৃতি জারি করা হয়নি। বরং অপারেশন সিঁদুর যে একটি চলমান প্রক্রিয়া, ভারতের তরফে সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। তবে ট্রাম্পের মন্তব্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কূটনৈতিক মহলে। ভারত-পাক সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর ঘটনাক্রম থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কথা জানিয়েছিল ট্রাম্প সরকার। পরবর্তীকালে সেই অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে এসেছেন খোদ ট্রাম্প। ইতিমধ্যে কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতার প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। যদিও আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর গলায় ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর জট কাটানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন তিনি।

চিথিরাই উৎসবে ভিড় সাধারণ মানুষের। সোমবার মাদুরাইয়ে।

আওয়ামী লিগের কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা, ১২ মে : আওয়ামী লিগের যাবতীয় কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে নির্দেশিকা জারি করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সিনিয়ার সচিব নাসিমুল গনির স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় আওয়ামী লিগের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার পিছনে গত ১৬ বছরে দলটির নানা নেতিবাচক কাজকর্ম এবং জুলাই-অগাস্টের গণহত্যায় তাদের ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'সরকার মনে করে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা-১৮(১) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে বাংলাদেশ আওয়ামী লিগ এবং তার সব অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা দরকার।' সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সব ধরনের প্রচার, মিছিল, সভা-সমাবেশ সহ যাবতীয় কর্মসূচি নিষিদ্ধ করার কথা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলন করেছিল এনসিপি, ছাত্রশিবির সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে টানা অবস্থান ও শাহবাগে বিক্ষোভের পর শনিবার রাতে জরুরি বৈঠকে বসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সেখানে আওয়ামী লিগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানায় উপদেষ্টা পরিষদ। সোমবার সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা জারি করল সরকার।

কূটনীতিই প্রথম পছন্দ : নারাভানে

পুনে, ১২ মে : যুদ্ধের চেয়ে কূটনীতিকেই বেশি পছন্দ করেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ নারাভানে। তিনি জানিয়েছেন, আদেশ পেলে তিনি অবশ্যই যুদ্ধে যাবেন। তাঁর প্রথম পছন্দ হল কূটনীতি।

পুনেতে এক অনুষ্ঠানে ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে প্রাক্তন সেনাপ্রধানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। নারাভানে বলেছেন, 'যুদ্ধের মধ্যে কোনও রোমান্স নেই। যুদ্ধ বলিউডের সিনেমা নয়। সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁরা বোঝেন যুদ্ধের ভয়াবহতা। তাঁদের কাছে যুদ্ধ

> যুদ্ধের মধ্যে কোনও রোমান্স নেই। যুদ্ধ বলিউডের সিনেমা নয়। সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁরা বোঝেন যুদ্ধের ভয়াবহতা। তাঁদের কাছে যুদ্ধ একটা আতঙ্ক।
>
> **মনোজ নারাভানে**

একটা আতঙ্ক। যুদ্ধ বাধলে রাতের আকাশে গোলা দেখলেই সন্ত্রস্ত মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটে। ছুটতে হয় ছোটদেরও।' তাঁর কথায়, যুদ্ধের বলি যাঁরা হয়েছেন তাঁদের স্বজনদের কথা ভাবুন। সারা জীবন তাঁদের মানসিক আঘাত বয়ে বেড়াতে হয়। যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য তাঁরা ভুলতে পারেন না। ২০ বছর পরেও সেইসব দিনের কথা মনে এলে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েন। ঘাম বইতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

প্রাক্তন সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, বহু ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে তা কেন পুরোপুরি যুদ্ধের দিকে গড়াল না? এর উত্তরে নরভনে বলেছেন, 'একজন সামরিক ব্যক্তি হিসেবে যুদ্ধে যেতে বললে আমি অবশ্যই যাব। কিন্তু প্রথম পছন্দ হবে না।'

প্রাক্তন সেনাপ্রধানের বক্তব্য, 'জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে দেশের সব নাগরিক সমান অংশীদার। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য মেটানোকে যেমন প্রাধান্য দিতে হবে, তেমনই নিজেদের মধ্যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ দূর করারও চেষ্টা করা উচিত।'

কর্ণাটকে রহস্যমৃত্যু 'পদ্ম' বিজ্ঞানীর

বেঙ্গালুরু, ১২ মে : রহস্যময় পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল ভারতের বিশিষ্ট কৃষি গবেষক তথা 'ব্লু রেভলিউশন'-এর অন্যতম পথিকৃৎ বিজ্ঞানী সুব্বন্ন আয়াপ্পনের। কয়েকদিন আগে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত এই বিজ্ঞানী আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান। শনিবার তাঁর মরদেহ উদ্ধার হয় কাবেরী নদী থেকে। কর্ণাটকের শ্রীরঙ্গপট্টনার সাই আশ্রমের কাছে নদীতে একটি দেহ ভাসতে দেখা গেলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে সেটি আয়াপ্পনের দেহ বলে শনাক্ত করে পরিবার।

মাইসুরুর বাসিন্দা আয়াপ্পন ৭ মে থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর স্কুটারটিও নদীর ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, যা মৃত্যুরহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। শ্রীরঙ্গপট্টনা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

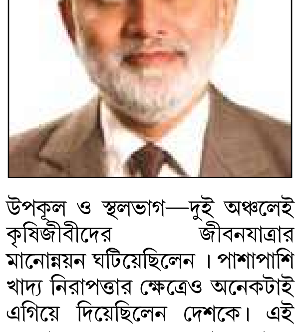

ভারতের মৎস্য চাষ ও সামুদ্রিক সম্পদ উৎপাদনে বিপ্লব ঘটানোর নায়ক হিসাবে মনে করা হয় বিজ্ঞানী আয়াপ্পনকে। তিনি মাছচাষের উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন করে ভারতের উপকূল ও স্থলভাগ—দুই অঞ্চলেই কৃষিজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিলেন দেশকে। এই অবদানের জন্য ২০২২ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে।

জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি জাতীয় পরীক্ষাগার স্বীকৃতি বোর্ডের (এনএবিএল) চেয়ারম্যান এবং ইম্ফলের সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান মৃত বিজ্ঞানীর।

বাণিজ্য যুদ্ধে রাশ টানতে রাজি আমেরিকা-চিন

জেনেভা, ১২ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধে রাশ টানল আমেরিকা ও চিন। সম্প্রতি সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভায় আলোচনায় বসেছিলেন দু'দেশের প্রতিনিধিরা। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, উভয়পক্ষ একে অন্যের দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ১১৫ শতাংশ কমাবে। আপাতত ৯০ দিনের জন্য সিদ্ধান্তটি কার্যকর থাকবে। বর্তমানে আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ ১৪৫ শতাংশ। চিনে আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে ১২৫ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। নতুন চুক্তির ফলে তা যথাক্রমে ৩০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশে নেমে আসবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকা-চিন আর্থিক সম্পর্কে বড়সড়ো ফাটল ধরেছে। চিনা পণ্যের ওপর ধাপে ধাপে শুল্ক বাড়ানোর পথে হেঁটেছে ট্রাম্প সরকার। আমেরিকার পণ্যে পালটা শুল্ক আরোপ করেছে চিনও। পর্যবেক্ষকদের মতে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির জন্য কৃতিত্ব দাবি করেছেন ট্রাম্প। চিনের সঙ্গে শুল্ক সমঝোতাকেও সাফল্য বলে প্রচার করবেন তিনি। সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে রবিবার ট্রাম্প লিখেছেন, 'সুইৎজারল্যান্ডে চিনের সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক ফল দিয়েছে।

১১৫ শতাংশ শুল্ক কমাচ্ছে দ'পক্ষ

দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে নানা ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছি।'

অর্থনীতিবিদদের একাংশের বক্তব্য, আমেরিকা ও চিন যেভাবে শুল্ক কমাতে রাজি হয়েছে, তা চমকপ্রদ। কিন্তু এখনও আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ যথেষ্ট চড়া।

এই হার বজায় থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সেখানে চিনা পণ্যের চাহিদা কমতে পারে। যার গভীর প্রভাব পড়বে সেদেশের উৎপাদন শিল্পে। সেক্ষেত্রে আমেরিকায় বাজার ধরার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে ভারত, ব্রাজিলের মতো দেশ।

ইব্রাহিমের পাশে দাঁড়ালেন প্রিয়াংকা

মাথাটা উঁচুতে তুলে রেখো। পা'টা মাটিতে শক্ত করে গেঁথে রেখো। কে কী বলল, কানে দিও না। নিজের পথে এগিয়ে যাও। এভাবেই দেখবে, একদিন তুমি ঠিক তোমার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছো। ঠিক এই কথাটাই লিখেছিলেন প্রিয়াংকা চোপড়া। কাকে জানেন? এ বার্তা তিনি পাঠিয়েছিলেন ইব্রাহিম আলি খানকে। হ্যাঁ, সইফ আলি খানের ছেলে ইব্রাহিম। তাঁর প্রথম ছবি 'নাদানিয়া'র মুক্তি প্রসঙ্গে এক আলোচনায় এতদিন পর এই কথাটা জানালেন ইব্রাহিম। তিনি বলছেন যে, প্রিয়াংকার এই বার্তাটা তাঁকে পথ দেখিয়েছে। নিজের কাজটা কীভাবে করতে হয়, সেটা শিখিয়ে দিয়েছে। এই বার্তাটা তাঁর প্রেরণা।

প্রিয়াংকা জানিয়েছেন যে, ইব্রাহিম আর খুশি কাপুরের 'নাদানিয়া' তিনি দেখবেন। ইব্রাহিমের 'ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল' বলে মনে করেন প্রিয়াংকা। সে কথাটাও ইব্রাহিমকে আরো সাহস জুগিয়েছে। একদিকে তাঁর বাবা সইফ আলি খান, অন্যদিকে প্রিয়াংকা। দুদিকে এই দুজন মানুষ তাঁকে ধরে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন ইব্রাহিম। তাঁর বাবার বার্তা হল, 'কোনও কম্প্রোমাইজ নয়', প্রিয়াংকা চোপড়ার বার্তা হল, 'কোনও দুশ্চিন্তা নয়'। আপাতত এই দুই বার্তাকে সম্বল করেই এর পরের ছবিতে হাত দেবেন ইব্রাহিম আলি খান।

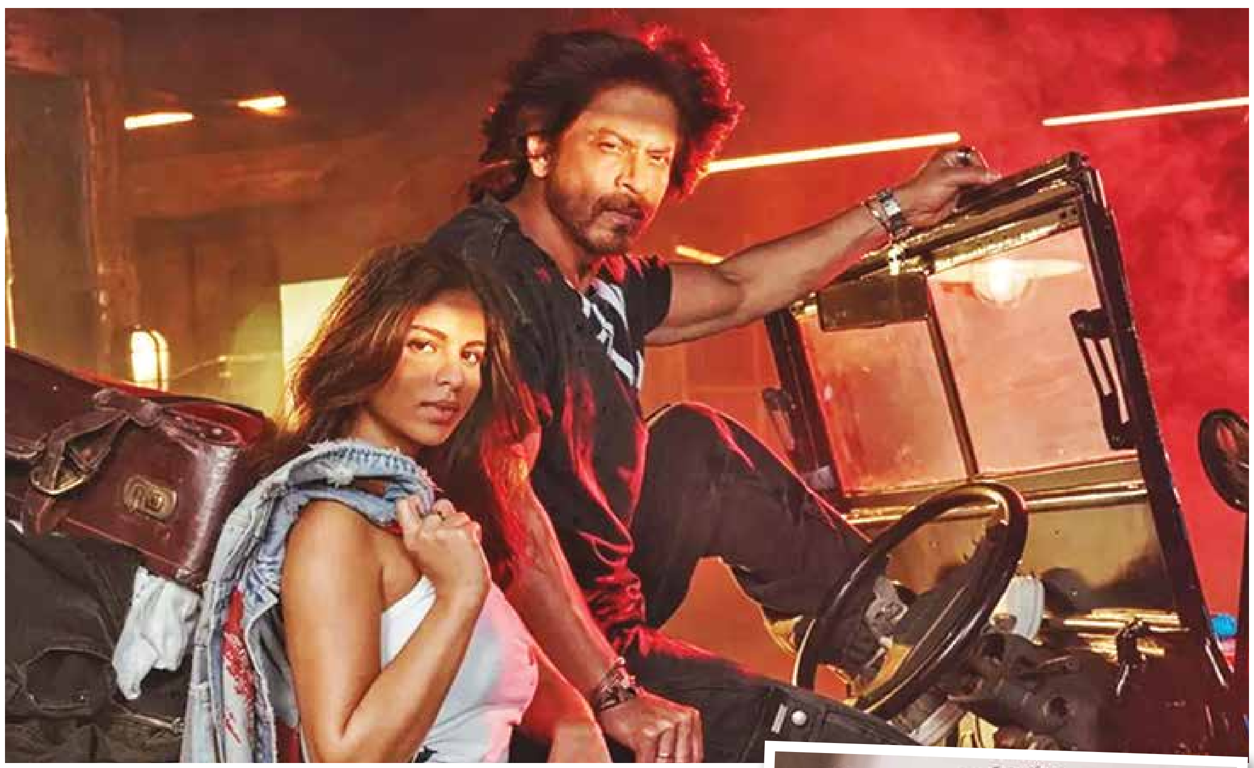

কিং অনিল

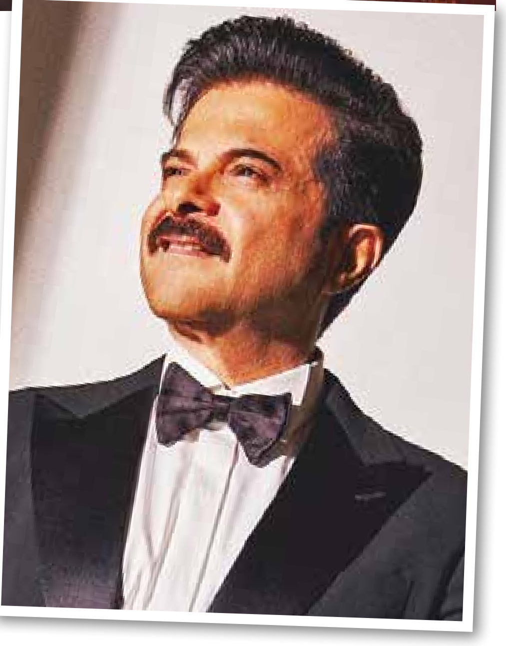

কিং নিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে। শাহরুখ খানকে দেখা যাবে এই অ্যাকশন ছবিতে, সঙ্গে আবার তাঁর কন্যা সুহানা খান, ভিলেন চরিত্রে অভিষেক বচ্চন। এর ওপর যোগ হয়েছে নতুন খবর। জানা গিয়েছে, অনিল কাপুর ছবিতে বিশেষ ভূমিকায় থাকবেন। তিনি হচ্ছেন শাহরুখ খানের মেন্টর বা পরামর্শদাতা। সূত্রের খবর, শাহরুখ এখানে একজন হত্যাকারী বা খুনি, তারই পথপ্রদর্শক হচ্ছেন অনিল। অনেক অভিনেতার নাম আলোচনায় উঠে এসেছিল, কিন্তু নির্মাতার অনিলকেই বেছেছেন। অনিলও এই বড় বাজেটের ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে কাজ করার আনন্দে মশগুল। ছবিটি চলতি বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি পেতে পারে। ১০০ দিন টানা শুটিং হবে। আগামী ২০ মে মুম্বাইয়ে প্রথম শিডিয়্যুলের শুটিং হবে। এরপরের শুটিং ইউরোপে। এখনকার দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী গল্প ও চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। শাহরুখকে দেখা যাবে ভীষণই রুক্ষ চরিত্রে, এভাবে তাঁকে আগে দেখা যায়নি। তাঁর চরিত্রের রুক্ষতাকে মাথায় রেখে অ্যাকশন কোরিয়োগ্রাফি হয়েছে। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের অন্য ছবির কাজের জন্য এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যের যুদ্ধের জন্য কিং-এর শুটিং ১৬ মে থেকে পিছিয়েছে। জানা গিয়েছে, ববি দেওল ও রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত বিচ্ছু ছবির আদলে তৈরি হচ্ছে কিং। ববির চরিত্রেই আসছেন শাহরুখ, রানির চরিত্রে সুহানা। তবে এই নিয়ে নির্মাতারা কোনও কথা বলেননি।

মাওরার সঙ্গে কাজ না করার কারণ

সনম তেরি কসম ছবিতে হর্ষবর্ধন রাণে আর পাকিস্তানের মাওরা হোসেন অভিনয় করেন। সম্প্রতি ছবি দ্বিতীয়বার মুক্তি পেয়ে ভালো ব্যবসাও করে। ইতিমধ্যে পহলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং তার উত্তরে ভারতের সে দেশের সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মাওরা ভারতের আক্রমণকে কাপুরুষোচিত বলে নিন্দা করেন। ফলে হর্ষবর্ধন, মাওরা-র সঙ্গে কাজ করবেন না বলে জানান। এর উত্তরে মাওরা একে পাবলিক রিলেশন বলে দাবি করেন। হর্ষ এখন জানিয়েছেন কেন তিনি মাওরার সঙ্গে কাজ করবেন না। তিনি বলেন, 'আমি একজন অভিনেতা, তাই সেই ছবি থেকে সরে যেতে পারি যেখানে আমার সহ অভিনেতা আমার দেশের নেওয়া পদক্ষেপকে কাপুরুষোচিত বলে আখ্যা দেন। তিনি জানিয়েছেন দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের ওপর তাঁর আস্থা আছে। দেশকে সমর্থন করার জন্য তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব, তিনি করবেন। এই ধরনের মন্তব্যের কোনও উত্তর তিনি দিতে চান না। দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ তাদের কাজ মর্যাদা নিয়েই করছে। তিনি তাঁর কাজ করবেন।

কেন বিয়ে করেননি সলমন?

সলমন খানের বিয়ে নিয়ে বলিউডে চর্চার শেষ নেই। সংবাদমাধ্যমের মহিলা প্রতিনিধিরাও কখনও কখনও নিজেরাই বিয়ে করতে চেয়েছেন মিয়াঁকে। বহু মহিলা তাঁকে বিয়ে করতে চান। তাঁর এনজিও বিয়িং হিউম্যান সমাজের নানা কাজে এগিয়ে আসে। অনেকে তাঁর কাছ থেকে মেয়ের বিয়ের জন্য ২ লাখ টাকা চান, তবে তিনি এসব অনুরোধকে গুরুত্ব দেন না। তিনি বলেছেন, 'আমার বাবার বিয়েতে খরচ হয় ১৮০ টাকা। সুরজ বরজাতিয়া বিয়েকে ব্যয়বহুল করে দিয়েছেন ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, হাম সাথ সাথ হ্যায়, হাম আপকে হ্যায় কৌন-এর মতো ছবি করে। আপনারা বিয়েতে লাখ লাখ, কখনও কোটি টাকাও খরচ করেন। কিন্তু আমি এত খরচ করতে পারব না। তাই তো এখনও বিয়ে করিনি।'

মজা করেই তিনি এ কথা বলেছেন বোঝাই যায়। সলমনের জীবনে অনেক সম্পর্ক হয়েছে, কিন্তু কোনওটাই টিকে থাকেনি। তাই এখনও শুধু অভিনয়েই তিনি মন দিয়েছেন। সলমনকে শেষবার দেখা গিয়েছিল সিকান্দার ছবিতে।

মুক্তির আগেই ওয়ার টু-র ঝুলিতে ১২০ কোটি?

হৃত্বিক রোশন ও জুনিয়ার এনটি আর অভিনীত ওয়ার টু এখন থেকেই প্রত্যাশার পারদ চড়াচ্ছে। এখনও ছবির শুটিং চলছে। তার মধ্যেই খবর, ছবির তেলুগু ভার্সন থেকে প্রায় ১২০ কোটি টাকা নির্মাতাদের ঝুলিতে আসবে। ছবির দুই তারকা বলিউড-টলিউড অনুরাগীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা তৈরি করেছে। এনটি আর তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে ভীষণ জনপ্রিয়। তার জেরেই ছবির তেলুগু স্বত্ব বিক্রি হতে পারে ৮৫ থেকে ১২০ কোটি টাকায়, প্রাথমিক দাম সেরকমই উঠেছে। পরিবেশন স্বত্ব কেনার জন্য সেই ইন্ডাস্ট্রির নাগা ভামসি ও সুনীল নারাঙ্গের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বড় বাজেটের ছবি এই দুই সংস্থাই সাধারণত কেনে। ১৪ অগাস্ট ২০২৬-এ ওয়ার টু মুক্তি পাবে। এই ছবি ছাড়া হৃত্বিক করছেন কৃশ ৪, ছবির অভিনয় ও পরিচালনার দায়িত্বও তিনি সামলাচ্ছেন।

একনজরে সেরা ৫

কেন বলিউড

রাজনৈতিক বিষয়ে বলিউডের ব্যক্তিত্বরা মুখ খোলেন না কেন? এর উত্তরে জাভেদ আখতার বলেছেন, ওঁরা ভাবেন, কিছু বললেই ওঁদের আয়কর সংক্রান্ত ফাইল খোলা হবে। ইডি বা সিবিআই তদন্ত শুরু করবে ওঁদের বিরুদ্ধে। তাই চুপ করে থাকেন তাঁরা। মনে রাখা উচিত, ওঁদেরও সাধারণ মানুষের মতোই দেখা হয়।

আইনি পদক্ষেপ

রাজকুমার রাও, ওয়ামিকা গাব্বি অভিনীত ভুল চুক মাফ-এর নির্মাতা ম্যাডক ফিল্মসের বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতে গিয়েছে পিভিআর কর্তৃপক্ষ। ম্যাডক শেষ মুহূর্তে ছবি ওটিটিতে মুক্তির কথা ভেবেছে, এদিকে ছবির পোস্টার, ব্যানার, প্রচার ইত্যাদির জন্য অনেক খরচ হয়েছে, অগ্রিম বুকিংও শুরু হয়েছিল। আদালতের রায় ১২ মে।

রেইড ৩ হবে

পরিচালক রাজকুমার গুপ্তা জানিয়েছেন, রেইড ৩ হতে পারে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দুই ভিলেন যথাক্রমে সৌরভ শুক্লা ও রীতেশ দেশমুখ জেলে যাবার সময় হাত মিলিয়েছেন, এ দৃশ্য দিয়ে শেষ হয়েছে রেইড ২। রাজকুমার বলেছেন, দুজন এক জেলে, এটা মজা করেই লিখেছিলাম, কিন্তু পরে ভেবেছি, এখান থেকে অন্য গল্প শুরু হতে পারে।

প্রতীক বললেন

বিয়েতে বাবা রাজ বব্বর ও তাঁর পরিবারকে নিমন্ত্রণ না করা নিয়ে প্রতীক স্মিতা পাতিল বলছেন, আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার মা আর বাবার সম্পর্কে কিছু জটিলতা ছিল, সেগুলো আবার ফিরুক, চাইনি। মায়ের প্রিয় এই বাড়িতে অনৈতিক কিছু করতে চাইনি। মায়ের ইচ্ছাকে সম্মান দিতে চেয়েছি। বাবাকে নিয়ে অন্য অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করেছিলাম।

মাওরা বাদ

ইউটিউব আর স্পটিফাইয়ের মতো প্ল্যাটফর্ম সনম তেরি কসম-এর অ্যালবামের কভার থেকে ছবির নায়িকা পাকিস্তানের মাওরা হোসেনের ছবি বাদ দিয়েছে, শুধু নায়ক হর্ষবর্ধন রাণের ছবিই দেখা যাচ্ছে। সব প্ল্যাটফর্মে রইস ছবির নায়িকা মাহিরা খানও জলিমা গান থেকে বাদ পড়েছেন, দেখা যাচ্ছে শুধু শাহরুখ খানকে।

টালিগঞ্জে আবার ঝামেলা, শুটিংয়ে বাধা

এবার ফেডারেশনের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন পরিচালক রাজা চন্দ। মানে সরাসরি ঝামেলা নয়, কিন্তু তলে তলে জল ভালোই ঘোলা হয়েছে। তাঁর শুটিংয়ে এলেন না কোনও টেকনিশিয়ান। ১২ মে রাজা চন্দর পরিচালনায় 'জি ফাইভ'-এর জন্য ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, সেখানে বাধা এসেছে বলে খবর। সেট তৈরি হয়ে গেলেও, ১২ তারিখ টেকনিশিয়ানরা শুটিংয়ে আসতে পারেননি কিছু জটিলতার কারণে। চর্চা হল, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে একটা বার্তায় সই করেছিলেন রাজা। তবে তিনি নাকি ফেডারেশনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন ১১ মে থেকে। এই বিষয়ে পরিচালকের থেকে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, এখনই কথা বলতে পারছেন না।

বিরাটের বিদায়ে বিরাট মন খারাপ

বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতেই টালিগঞ্জের বেশ মনখারাপ। খবর ছড়াতেই একের পর এক বিদায়ী বার্তা আসতে লাগল। টালিগঞ্জে বিরাট কোহলির অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাঁদের দলের মধ্যে থেকে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিরাটের অবসরের জন্য আপশোশ করতে শুরু করেছেন। এই যেমন মধুমিতা সরকারকে বিরাটের বিরাট ফ্যান বলা যেতে পারে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'বিরাটকে ক্রিকেটের একজন ট্রেন্ড সেটার বলতে পারি। ওঁর খেলার স্টাইল থেকে শুরু করে সবকিছুই আমার ভীষণ প্রিয়। তবে শুধু আমি নয়, আমার মনে হয়, ৮-৮০ দেশের সমস্ত অনুরাগীই টেস্ট ক্রিকেটে বিরাটকে মিস করবেন।'

আবার খরাজ মুখোপাধ্যায় মনের কথা বলছেন, 'উনি তো শুধু আর নেহাতই একজন ক্রিকেটার নন, বিরাট একজন হিরো। একটা বিষয় ভালো লাগছে, একজন ক্রিকেটার সৎ ভাবে, সঠিক সময়ে সরে গেলেন। অনেকেই এমন আছেন, যাঁদের ক্ষমতা নেই, দেশের নাম ডোবাব, তবু গদি ধরে বসে থাকেন। বিরাট সেটা করলেন না, এটা কিন্তু প্রশংসনীয়।' ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে বলেন, 'কিছুদিন আগে লন্ডন গিয়েছিলাম, ওখানেও দেখলাম বিরাটকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কয়েকজন বলাবলি করছিলেন, আজ ওই মলে বিরাটকে দেখলাম, মাস্ক পরে ঘুরছে। তাই শুধু এদেশে নয়, ওঁর গোটা বিশ্বজুড়ে সমস্ত অনুরাগীরাই এই খবরে হতাশ হবেন।' অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ও বিরাটের বিরাট অনুরাগী। বিরাটের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি বিরাটের এমন সিদ্ধান্তে সাধুবাদই জানাচ্ছি। তবে ফ্যান হিসাবে ওঁর খেলা তো মিস করবই। বিরাটের স্ট্রোক দেখতে খুব ভালো লাগত।'

ময়নাগুড়ি এসপিএম শিক্ষানিকেতনের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী তানিশা রায় ২০২৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কলার সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যে অষ্টাদশ স্থান অধিকার করেছে।

মঙ্গলকামনায় শিশুর কপালে ত্রিপিটক ছোঁয়ানো। সোমবার জলপাইগুড়িতে।

উচ্ছিষ্টের সঙ্গে সিরিঞ্জ, সুচ

মেডিকেলে আবর্জনার পৃথকীকরণ নেই

আতঙ্কে সাফাইকর্মীরা

রোগীদের উচ্ছিষ্ট সহ সাধারণ আবর্জনা ফেলার জন্য কালো প্লাস্টিকে মোড়া ডাস্টবিন প্রতিটি ওয়ার্ডে দেওয়া রয়েছে

চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য ফেলার জন্য লাল, হলুদ এবং নীল প্লাস্টিকে মোড়া ডাস্টবিন রয়েছে প্রতিটি ওয়ার্ডে

অভিযোগ, কেউই নিয়ম মেনে ওই ডাস্টবিনগুলোতে সাধারণ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ফেলছেন না

সেই আবর্জনা তুলতে গিয়ে পুরসভার সাফাই কর্মীদের হাতে সুচ ফুটছে

“আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বহুবার নিজেদের বৈঠকে ওয়ার্ডবয় এবং হাসপাতালের সাফাইকর্মীদের সচেতন করেছি। আলাদা আলাদা আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট রংয়ের ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে। আমরা আবারও এই বিষয়ে সচেতন করব।

ডাঃ কল্যাণ খান
এমএসভিপি

মেডিকেল কলেজের আবর্জনার স্তূপেই মিশে থাকছে সাধারণ বর্জ্যর সঙ্গে চিকিৎসা বর্জ্য।

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : রোগীদের উচ্ছিষ্ট হোক কিংবা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, সমস্ত আবর্জনা পৃথকীকরণের জন্য ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে। তবে নিয়ম মানছেন না ওয়ার্ডবয়, হাসপাতালের সাফাইকর্মীদের কেউই। ফলে রোগীদের উচ্ছিষ্টের সঙ্গে একই প্লাস্টিকে মিশে থাকছে সিরিঞ্জ, স্যালাইনের চ্যানেলের সুচ। আবর্জনা সংগ্রহ করতে গিয়ে সেই সুচ হাতে ফুটছে পুরসভার সাফাইকর্মীদের। এই পরিস্থিতিতে মেডিকেল কলেজের আবর্জনা সংগ্রহে কার্যত আতঙ্কিত পুরসভার সাফাইকর্মীরা। এক সাফাইকর্মীর কথায়, 'অনেক সময় এমনও হয় যে, সেগুলো হাত দিয়ে তুলতে গেলে সুচ ফোটে। আমরা জানি না ওই ইনজেকশনের সুচ কোন রোগীর শরীরে ঢুকেছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর শরীরের রোগ আমাদের শরীরে চলে আসার সম্ভাবনা থাকে। ফলে হাসপাতালের আবর্জনা নিতে গেলে আমরা সতর্ক হয়ে যাই।' পুরসভার তরফে একাধিকবার মেডিকেল কলেজকে আবর্জনা পৃথকীকরণের বিষয়টি জানানো হলেও তাতে কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের দায়িত্বে থাকা ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের সাফাইকর্মীরা নিয়মতি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের আবর্জনা তুলছেন। কিন্তু অনেক সময় তাঁদের অভিযোগ থাকছে সাধারণ আবর্জনার মধ্যে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, স্যালাইনের বোতল সহ বিভিন্ন বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট মিশে থাকছে। সমস্ত হাসপাতাল এবং নার্সিংহোম থেকে বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট সংগ্রহের জন্য একটি সংস্থা রয়েছে। সাধারণ ওয়েস্টের সঙ্গে বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট মিশে থাকলে কাজ করতে গিয়ে সাফাইকর্মীদের সমস্যায় তো পড়তে হবেই।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি এবং জেলা হাসপাতাল বিভাগ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত আবর্জনা সংগ্রহের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে। তারাই নিয়মিত চিকিৎসা সংক্রান্ত আবর্জনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, রোগীদের উচ্ছিষ্ট থেকে শুরু করে অপ্রয়োজনীয় কাগজ, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ সংগ্রহ করার দায়িত্ব পুরসভার। জলপাইগুড়ি পুরসভাও নিয়মিত সেগুলো সংগ্রহ করে। রোগীদের উচ্ছিষ্ট সহ সাধারণ আবর্জনা ফেলার জন্য কালো প্লাস্টিকে মোড়া ডাস্টবিন প্রতিটি ওয়ার্ডে দেওয়া রয়েছে। এছাড়া চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য ফেলার জন্য লাল, হলুদ এবং নীল প্লাস্টিকে মোড়া ডাস্টবিন রয়েছে প্রতিটি ওয়ার্ডে। তবে অভিযোগ, কেউই নিয়ম মেনে ওই ডাস্টবিনগুলোতে সাধারণ এবং চিকিৎসা বর্জ্য ফেলছেন না। ফলে ওয়ার্ড থেকে সাধারণ বর্জ্যর সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে সেগুলোই পুরসভার কর্মীরা সংগ্রহ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যান। আর এখানেই তৈরি হয়েছে সমস্যা।

আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার আগে যেখানে জমিয়ে রাখা হয় সেই জায়গাতেও অনেক সময় খাবারের খোঁজে গোরু, শুয়োর ঘুরে বেড়ায়। সেই জন্তুদের শরীরেও সুচ ফুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বহুবার নিজেদের বৈঠকে ওয়ার্ডবয় এবং হাসপাতালের সাফাইকর্মীদের সচেতন করেছি। আলাদা আলাদা আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট রংয়ের ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে। আমরা আবারও সচেতন করব।'

ভাড়াটের তথ্য জানে না প্রশাসন

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১২ মে : সম্প্রতি জটেশ্বরে এক মহিলা বাইরে থেকে এসে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। পেশায় জটেশ্বর ফাঁড়ির ক্যান্টিনের রাঁধুনি ওই মহিলার ব্যাপারে কোনও খোঁজখবরই নেননি বাড়ির মালিক। পরে দেখা যায় ওই মহিলা মাদকের কারবারি। এই ঘটনার পর আলিপুরদুয়ার জেলায় ভাড়াটের তথ্য যাচাইয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই পাশের জেলার ধূপগুড়িতে ছবিটা বেশ অন্যরকম। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডেই বাড়িভাড়া নিয়ে রয়েছেন অনেকেই। কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য কোনও বাড়ির মালিকই পুলিশ বা পুরসভাকে দিচ্ছেন না। যার জেরে বাইরে থেকে এসে শহরে কারা ভাড়া থাকছেন সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ আঁধারে থাকছে পুলিশ এবং প্রশাসন। এর আগেও জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ বাড়িভাড়া নিলে নির্দিষ্ট ফর্মে ভাড়াটের তথ্য জমা করার নির্দেশ দিয়েছিল।

> “বাড়িভাড়া নিলে অবশ্যই সেই ভাড়াটের তথ্য প্রশাসনের কাছে থাকা প্রয়োজন। কারণ এর সঙ্গে এলাকার নিরাপত্তা জড়িয়ে রয়েছে।
>
> **উজ্জ্বল মণ্ডল**
> শহরের বাসিন্দা

কিন্তু বর্তমানে বাড়ির মালিকরা কেউই সেই নির্দেশ মানছেন না এবং পুলিশকে না জানিয়েই দেদার ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। ধূপগুড়ির এক বাসিন্দা জানান, শহর লাগোয়া প্রতিটি ওয়ার্ডেই প্রচুর সংখ্যক মানুষ কোথাও পরিবার নিয়ে তো কোথাও আবার একাই থাকছেন। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পুলিশ বা পুরসভার কাছে থাকা উচিত। কিন্তু বাড়ির মালিকদের কারণে সেটা হচ্ছে না। যার জেরে প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ছে শহরের নিরাপত্তা। স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল মণ্ডলের কথায়, 'বাড়িভাড়া নিলে অবশ্যই সেই ভাড়াটের তথ্য প্রশাসনের কাছে থাকা প্রয়োজন। কারণ এর সঙ্গে এলাকার নিরাপত্তা জড়িয়ে রয়েছে।'

ধূপগুড়ি পুরসভার ৩, ৪, ৫, ৬, ১৪ সহ একাধিক ওয়ার্ডের অনেক বাড়িতেই ভাড়াটে রয়েছেন। কিন্তু শহরের হোটেলগুলি যেভাবে নিয়মমাফিক সেখানে যাঁরা থাকছেন তাঁদের তথ্য পুলিশকে জানাচ্ছে সেই কাজ ওই সমস্ত বাড়ির মালিক করছেন না।

৪ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাড়ির মালিক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, 'বাড়িভাড়া দিয়েছি। কিন্তু পুলিশ বা পুরসভাতে যে তাঁদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হয়, সেটা জানা ছিল না। তবে এই রকম বিষয় থাকলে অবশ্যই পুলিশ ও পুরসভাকে জানাব।' এই অবস্থায় জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, ভাড়াটেদের তথ্য প্রশাসনকে জানানোর ব্যাপারে পুনরায় প্রচার চালিয়ে সাধারণকে সচেতন করা হবে। কেউ নিয়ম জেনে না থাকলে তাঁরাও প্রচারের মাধ্যমে জানতে পারবেন।

সিটুর পথসভা

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : ২০ মে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সোমবার জলপাইগুড়ি শহরের নেতাজিপাড়া বাসস্ট্যান্ডে সিটুর নেতৃত্বে একটি পথসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কান্তি রাহা।

এই পথসভার মাধ্যমে বিভাজনের রাজনীতি রুখে দেওয়া, সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলা, শ্রম কোড বাতিল, শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ, ফসলের ন্যায্য দাম, ন্যূনতম মজুরি ২৬ হাজার টাকা করা সহ ১৭ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

শ্রমিক নেতা ধ্রুবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়, শুভাশিস সরকার, দীপক সরকার, মৃণাল রায় প্রমুখ এদিনের পথসভায় বক্তব্য রাখেন।

পুর কর্তৃপক্ষের সকলেই ঘুমিয়ে

কোদাল দিয়ে জলনিকাশি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১২ মে : সোমবার সকাল তখন ৮টা। ভোরে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। ময়নাগুড়ি শহরের ট্রাফিক মোড়ে বিভিন্ন দিকে জল থইথই পরিস্থিতি। পুর কর্তৃপক্ষের সকলেই তখন ঘুমিয়ে। রুটিরুজির জন্য চায়ের দোকান খুলতে হয়েছে অনুপম কাঠাম এবং তাঁর মতো আরও অনেককেই।

কিন্তু দোকানের ভেতরেই বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। ক্রেতারা ঢুকতে পারছেন না। অগত্যা অনুপম সঙ্গীদের নিয়ে কোদাল জোগাড় করে লেগে পড়লেন নর্দমা কেটে দোকানের জমা জল বাইরে বের করে দিতে। বৃষ্টির পর সকালে ময়নাগুড়ি শহরের এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখছেন শহরবাসী। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

শহরের মূল কেন্দ্রস্থল ট্রাফিক মোড়ের নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। বৃষ্টির জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনও পথ নেই। চারদিকে নর্দমা থাকলেও কোনও কাজে আসছে না। এদিন অনুপমের সঙ্গে ব্যবসায়ী অজিত মণ্ডলও কোদাল নিয়ে দোকানের জমা জল বাইরে বের করে দেওয়ার কাজে হাত লাগিয়েছেন। অনুপম কাঠাম পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ট্রাফিক মোড়ে চায়ের দোকান করেন অনুপম। তিনি বলেন, 'কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নিজেরাই কোদাল চালিয়ে পাকা রাস্তার পাশ দিয়ে কিছুটা কেটে কোনওরকমে জল বাইরে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।'

দোকানের সামনে থেকে জল বের করার জন্য কোদাল দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে।

শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ট্রাফিক মোড়। ঘিঞ্জি দোকানপাট এবং বাসস্ট্যান্ড। কোনও নর্দমা এখন আর কাজ করছে না। কিছু জায়গায় নালা দখল করে দোকানপাট গজিয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ী অজিত মণ্ডল পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

তিনি বলেন, 'দোকানের সামনে হাঁটুজল দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরে নিজেরাই কোদাল নিয়ে এসে সেই জল বাইরে বের করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করি। দোকান চালু না করলে খাবার জুটবে না যে।'

ট্রাফিক মোড়ের পাশেই রয়েছে একটি পেট্রোল পাম্প।

সেই পাম্পের সামনেই হাঁটুজল। সেখানেও খুব সকালে কর্মীদের এসে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে জমা জল বাইরে বের করে দিতে দেখা গিয়েছে। পাম্পের কর্মী ব্যাংকান্দির বাসিন্দা পুণ্যদেব রায় বলেন, 'এই সমস্যা চলছেই। সামান্য বৃষ্টিতেই জল থইথই অবস্থা হয়।'

পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী বিনোদ চক্রবর্তীর কথায়, 'বিশেষ ধরনের পোশাক পরে কাজ করতে দেখে ভাবলাম পুরসভার কর্মীরা বুঝি কাজ করছেন। পরে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। ব্যবসায়ীরা কর দেন পুরসভাকে। তাঁদের এই কাজ করার কথা নয়।'

ভোগান্তি চরমে

- ট্রাফিক মোড়ে কোনও নর্দমা এখন আর কাজ করছে না
- কিছু জায়গায় নালা দখল করে দোকানপাট গজিয়ে উঠেছে
- পাম্পের সামনেই হাঁটুজল
- সেখানেও কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে জমা জল বাইরে বের করা হয়
- পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ

অবস্থান বিক্ষোভ ডিপোতে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১২ মে : সম হারে বেতন প্রদান সহ নানা দাবিতে সোমবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ি ডিপোতে অবস্থান বিক্ষোভ করেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য মঞ্চের সদস্যরা। জলপাইগুড়ি ডিপোর কনট্রাক্টর সনৎ গুহ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী চালকদের বেতন বৃদ্ধি নিয়ে একটি নোটিফিকেশন বের করেছিলেন। যাতে এজেন্সির দ্বারা চালকরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। পাশাপাশি অন্যান্য অস্থায়ী কর্মীদের কথা মাথায় রেখে বিষয়টি দেখার কথাও জানিয়েছিলেন। এ নিয়ে সকলের মধ্যে একটি ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়। সরকারের প্রতি আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম কেন ধোঁয়াশা মেটাতে পারছে না, তা নিয়েই আমাদের বিক্ষোভ।'

সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, এজেন্সি কর্তৃক চালক, কনট্রাক্টরদের পাশাপাশি সংস্থার মেকানিক ও কনট্রাক্টরদের সম হারে বেতন প্রদান করতে হবে।

এদিন পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনওরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি যাত্রীদের। তিনি আরও বলেন, 'কোচবিহার থেকে উল্টোডাঙ্গা পর্যন্ত মোট ২২টি ডিপোতে তিনদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে অবস্থান বিক্ষোভের চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ির ডিপো ইনচার্জ নীহারকান্তি নাথ বলেন, 'বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তবে, এদিন পরিষেবা সচল ছিল।'

এদিকে, একই দাবিতে এদিন মাল ডিপোতে ধর্না দেয় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য মঞ্চ। আগামীতে দপ্তরের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে স্মারকলিপিও দেওয়া হবে। অন্যদিকে, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) ময়নাগুড়ি ডিপোতে অবস্থান আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতেই এই কর্মসূচি বলে মঞ্চের নেতারা জানান। সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে এই যৌথ মঞ্চ গড়া হয়েছে। মঙ্গলবার এবং বুধবার এই কর্মসূচি চলবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। আন্দোলনকারীরা জানান, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের এই লড়াই। অবস্থানের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষকে দাবিপত্রও দেওয়া হয়।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : জলপাইগুড়ি নিউ পিসি জুয়েলার্স-এর পক্ষ থেকে মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৭০ থেকে ৮০ জন খুদে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

নিউ পিসি জুয়েলার্স-এর কর্ণধার শ্যামল পাল বলেন, 'আমরা বিভিন্ন সময়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকি। জলপাইগুড়িতে এই প্রথম নিউ পিসি জুয়েলার্স-এর পক্ষ থেকে বাচ্চাদের নিয়ে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ভবিষ্যতে যাতে তারা আরও বড় প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আগ্রহ পায়, সেই লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাদের কাছে পেয়ে আমরা সত্যিই খুব আনন্দিত। আমরা জলপাইগুড়ির সকলের কাছে সহযোগিতা ও ভালোবাসা একান্তভাবে কামনা করি।'

পাড়ায় পাড়ায়

ময়নাগুড়ি

জলকাদায় ভরা রাস্তায় দুর্ভোগ

ময়নাগুড়ি, ১২ মে : শহরের রাস্তা, দেখলে মনেই হবে না। আজকাল গ্রামের রাস্তাঘাটও এতটা বেহাল নয়। খানাখন্দ, জলকাদায় ভর্তি গোটা রাস্তা। কোনওরকম যানবাহন যাতায়াত করতে চায় না। ভেতরে ঢোকার মতো পরিস্থিতি নেই। পেটকাটি সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালকে বাইপাস করে বিডিও অফিস সংলগ্ন সড়কের এমনই বেহাল অবস্থা। রাস্তার এই বেহাল দশায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। বিডিও অফিস মোড় থেকে এই রাস্তা সোজা আমগুড়ি রামশাইয়ের দিকে চলে গিয়েছে। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের চলাচলের একমাত্র ভরসা এই রাস্তা। স্থানীয় বাসিন্দা সমীর সাহার কথায়, 'শেষ কবে নাগাদ এই রাস্তা মেরামতির কাজ করা হয়েছিল, তা এলাকাবাসীর মনে নেই। গোটা রাস্তার বেহাল অবস্থা।' সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার রিতা দাসের বক্তব্য, 'সত্যিই রাস্তার বেহাল দশা। চলাফেরা করতে বেশ সমস্যা হয়। বিষয়টি পুরসভায় আগেই জানিয়েছি। এই রাস্তা মেরামতির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যেই মেরামতির কাজ শুরু হবে।'

জলপাইগুড়ি

পোস্টারের নীচে আবর্জনার স্তূপ

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : জলপাইগুড়ি শহরের কামারপাড়ার রাস্তায় পুরসভার তরফে আবর্জনা না ফেলার জন্য লাগানো পোস্টারের নীচে আবর্জনার স্তূপ তৈরি হয়েছে। ডিবিসি রোড, শিয়ালপাড়া, দিনবাজার সহ একাধিক এলাকার শর্টকাট হল এই রাস্তা। এখানে রাস্তার পাশে জামাকাপড়ের একাধিক দোকান রয়েছে। প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন।

এই ব্যস্ত রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গায় রোজ ফেলা হয় বাড়ির বর্জ্য, প্লাস্টিক, মাছ-মাংসের অবশিষ্টাংশ। ওই আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধের পাশাপাশি রয়েছে মশামাছির উপদ্রব। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোজ দোকান করছেন একাধিক ব্যবসায়ী। স্থানীয় ব্যবসায়ী বিকাশ দাস জানান, তাঁর বাড়ি ও দোকান এই পাড়াতে। কয়েকজন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দা এই জায়গায় আবর্জনা ফেলে। পুরকর্মীরা ঠিকঠাক আবর্জনা সংগ্রহ করেন না। এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'পুরসভার গাড়ির রোজ আবর্জনা পরিষ্কার করার কথা। যদি তা না হয়ে থাকে তবে সেবিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব।'

একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, 'সচেতনতামূলক পোস্টারের নীচে এভাবে আবর্জনা ফেলা অনৈতিক। বাসিন্দাদের একাংশ নিয়ম ভাঙছেন, আবার তাঁরাই অভিযোগ করছেন। এর থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না।'

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী ও অনীক চৌধুরী।

ঘরে-বাইরে মশার জ্বালায় বিরক্ত শহর

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : একে গরমে নাজেহাল তার ওপর মশার কামড়। সন্ধ্যা নামতে না নামতেই জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কমবেশি প্রায় সকলেরই একই অবস্থা। গরম পড়তে না পড়তেই মশার জ্বালায় শহরবাসী অতিষ্ঠ। বিকেলে ঘরের জানলা বন্ধ করতে একটু দেরি হলেই মশাদের আক্রমণ আর আটকানো যায় না। তাই মশার হাত থেকে বাঁচতে বিকেলের আগেই বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাতেও কি রেহাই মিলছে? একদমই না। গরমে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনে পায়চারি করলেও একই বিপত্তি। রাস্তায় কোথাও বসে আড্ডা দেওয়া মানেই গল্পের সঙ্গে উপরিপাওনা মশার কামড়। কারণ হিসেবে স্বাভাবিকভাবে উঠে আসছে নিকাশিনালায় জমে থাকা জঞ্জাল কিংবা এলাকার আবর্জনার স্তূপ। কোথাও আবার জমে রয়েছে জল। ফলে সবমিলিয়ে যেন জলপাইগুড়ি শহর মশার আঁতুড় হয়ে উঠেছে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, 'মশার হাত থেকে রক্ষা করতে ইতিমধ্যেই তিনটি ফগিং মেশিন কিনেছে পুরসভা। প্রতিটি ওয়ার্ডে ধাপে ধাপে মশা নিধনের জন্য ফগিং করা হচ্ছে।'

নিকাশি নালার অবস্থা এমনই দুর্বিষহ।

স্থানীয়দের দাবি, বিশেষ কোনও ওয়ার্ড নয়, শহরের সবজায়গারই প্রায় একই অবস্থা। এলাকার নিকাশিনালাগুলি কবে শেষ পরিষ্কার করা হয়েছিল বা মশার স্প্রে করা হয়েছিল তা কারও ঠিক করে মনে নেই। অন্যদিকে পুর নাগরিকদের আরেকাংশের মতে, কালেক্টর রোড, থানা মোড়, ডিবিসি রোড, ক্লাব রোডে ফগিং করা হলেও অলিগলিগুলি থেকেই যায়। এছাড়া বাসিন্দাদের সকলেরই কম বেশি অভিযোগ, আগে মশার উপদ্রব এত ছিল না। তবে দিন-দিন বেড়েই চলছে। এত গরমেও বাড়িতে জানলা খুলে রাখার রাস্তাটুকুও বন্ধ। মশার জন্য বর্তমানে প্রায় সব চায়ের দোকানে কিংবা আড্ডার ঠেকে মশা তাড়ানোর ধূপকাঠি কিংবা ডিমের কার্টন জ্বালিয়ে বসেন অনেকেই। তবে সেগুলি পুড়ে শেষ হতে না হতেই ফের মশার উপদ্রব শুরু। এনিয়ে মাঝেমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিবাদ করছেন অনেক ভুক্তভোগী। এক শহরবাসী স্বপ্রভ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সারাদিন অফিস করে সন্ধ্যার পর আড্ডা দিতে বের হতেই ভয় হয়। মশার উপদ্রবে জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। গত ১ মে দেখলাম থানা মোড়ে পুর কর্মীরা ফগিং করছেন। ভেবেছিলাম হয়তো আমাদের এলাকাতেও হবে। কিন্তু এখনও সেই ব্যবস্থা হয়নি।'

অন্যদিকে, বাড়িতে মশার হাত থেকে বাঁচতে মাসে প্রায় দুই-তিনটি মশা মারার তেল খরচ করছেন আরেক বাসিন্দা তাপস ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমার বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে তাই সাবধানতা অবলম্বন করতেই হয়। তবে পুরসভার উচিত আবর্জনা পরিষ্কার সহ শহরের পরিচ্ছন্নতার ওপর নজর দেওয়া। বিভিন্ন এলাকায় কোনটি নিকাশিনালা আর কোনটি আবর্জনার জঙ্গল তা বোঝা দায়।'

জলকেলি।। গরম থেকে স্বস্তি পেতে সোমবার বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের বেলাকোবা রেঞ্জের গজলডোবার তিস্তা ক্যানালে নেমে পড়ে গজরাজ। এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে ও হাতিটিকে ফ্রেমে রেখে সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন পর্যটকরা। ছবি : সুভাষচন্দ্র বসু

বিহারে ধৃত খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী

নেপাল হয়ে ভারতে ঢোকে মোস্ট ওয়ান্টেড কাশ্মীর সিং

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ১২ মে : চার চিনা নাগরিকের পর এবার নেপাল সীমান্ত দিয়ে বিহারের মোতিহারীতে ঢুকে গ্রেপ্তার হল মোস্ট ওয়ান্টেড খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীর সিং। রবিবার রাতে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে এনআইএ এবং জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে কাশ্মীর সিং গালওয়াদ্দি ওরফে বলবীর সিং গ্রেপ্তার হয়। কাশ্মীরের মাথার দাম ১০ লাখ টাকা ঘোষণা করেছিল এনআইএ।

ধৃতের সঙ্গে পাক-যোগ রয়েছে বলে নিশ্চিত তদন্তকারীরা। গত সপ্তাহেই বিহারের মোতিহারী থেকে ডেন বিজোন, লি উনাঘাই, হি কিউ হেনসেন ও হুবগাং লিভিং নামে চার চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের সঙ্গেও পাক-যোগ মিলেছিল। গোয়েন্দারা মনে করছেন, নেপাল-বিহার সীমান্তকে করিডর করেছে সন্ত্রাসবাদী ও ভারত বিরোধীরা।

সূত্রের খবর, কাশ্মীর সিং পঞ্জাবের লুধিয়ানার বাসিন্দা সর্দার হরি সিংয়ের ছেলে। সে শুধু খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদেরই নয়, অন্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকেও নানাভাবে সাহায্য করত। সন্ত্রাসবাদীদের লজিস্টিক সাপোর্ট, টেরর ফান্ডিং ও আশ্রয় দিত। ২০১৬ সালে পঞ্জাবের নাভা জেল ব্রেকিং মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কাশ্মীর সিং এতদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল। নেপালে থেকেই সে ভারতবিরোধী কাজকর্ম চালাত। নেপালের মাটি ব্যবহার করে সে বিকেআই (বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল)ও রিন্দা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেটওয়ার্ক সঞ্চালনা করত। ধৃত নেপাল থেকে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে গোলাবারুদ, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রী পাঠাত। এছাড়া হাওয়ালা মারফত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে টাকাও পাঠাত।

পুলিশ সূত্রে খবর, নাভা জেল ভেঙে তার সঙ্গে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী পালিয়ে গিয়েছিল। খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে দায়ের মামলায় (আর সি ৩৭/২০২২/এন আই এ/ডি এল আই) তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এনআইএ ২০২৩-এর জুলাই মাসে কাশ্মীর সিং ও তার সঙ্গে পলাতকদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। তারপরই এনআইএ'র বিশেষ আদালত ধৃতের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। এই খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী নেপাল থেকে বিহারের মোতিহারীতে ঢুকেছিল। তবে সেই খবর পৌঁছে যায় এনআইএ'র কাছে। রবিবার রাতে এনআইএ ও জেলা পুলিশের হাতে অবশেষে কাশ্মীর সিং ধরা পড়ে যায়। তদন্তকারীদের অনুমান, সে কোনও বড় প্ল্যান কষছিল।

সেজন্যই নেপাল থেকে ভারতে ঢুকেছিল। সূত্রের খবর, রবিবার রাতেই বিশেষ বিমানে ধৃতকে নিয়ে দিল্লি উড়ে গিয়েছে এনআইএ। যদিও মোতিহারী পুলিশ এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে।

গত বুধবার রাতে ধৃত ৪ চিনা নাগরিককে বিহারের মোতিহারী থানার পুলিশের হেপাজতে তুলে দিয়েছিল এসএসবি। তদন্তকারীদের অনুমান, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই চার চিনা নাগরিক নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ছিল। কিন্তু তারা কেন হঠাৎ ভারতে অনুপ্রবেশ করল, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারী দলকে।

পুলিশের জালে সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীর সিং।

ঘটনাক্রম

- রবিবার রাতে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন মোতিহারী থেকে গ্রেপ্তার কাশ্মীর সিং
- কাশ্মীরের মাথার দাম ১০ লাখ টাকা ঘোষণা করেছিল এনআইএ
- সন্ত্রাসবাদীদের লজিস্টিক সাপোর্ট, টেরর ফান্ডিং ও আশ্রয় দিত
- ২০১৬ সালে পঞ্জাবের নাভা জেল ব্রেকিং মামলার অন্যতম অভিযুক্ত
- নেপালে থেকেই সে ভারতবিরোধী কাজকর্ম চালাত

চলতি শিক্ষাবর্ষেই স্নাতক স্তর শুরু

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত নয় জেলার কলেজ

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : আলিপুরদুয়ার কলেজ নয়, এবার আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ানো হবে স্নাতক স্তরের কোর্স। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই এর জন্য ভর্তি নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়েই কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই সামনের নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটছে আলিপুরদুয়ার কলেজের। তবে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা শুরু হলেও এখনই জেলার বাকি কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসছে না। জেলার কলেজগুলি আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিতকুমার চৌধুরী বলেন, 'এসওপি অনুযায়ীই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ চলছে। তাই আলিপুরদুয়ার কলেজের বদলে নতুন শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়েই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে। রাজ্য স্তরে অনলাইন প্রক্রিয়ায় এই ভর্তি শুরু হবে। আমরা চেষ্টা করছি আগামী বছর জেলার বাকি কলেজগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার।'

ডুয়ার্সের ৬৮ বছরের পুরোনো আলিপুরদুয়ার কলেজ। আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে এই কলেজেই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। ২০১৮ সালে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। ওই সময় থেকেই আলিপুরদুয়ার কলেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ইউনিভার্সিটি বিভাগ থেকে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) প্রকাশ করা হয়। আলিপুরদুয়ার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে। এসওপিতে বলা হয়েছে, এখন থেকে আলিপুরদুয়ার কলেজের অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার কলেজের সবকিছুই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের। তবে আলিপুরদুয়ার কলেজ জেলার আবেগ। তাই দাবি উঠেছে, কলেজকে স্বতন্ত্রভাবে রেখে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু রাখার। বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল শিক্ষা দপ্তরে চিঠিও দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার কলেজে মোট ৪১টি বিষয়ে পঠনপাঠনের সুযোগ মিলত। এর সবগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থাকছে। এবার যারা সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য ভর্তি হতে পারবে। এজন্য রাজ্য কেন্দ্রীয়ভাবে কলেজগুলিতে ভর্তির অনলাইন আবেদন নেবে। ওই প্রক্রিয়াতেই আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। জেলার ১০টি কলেজ অবশ্য এবছরও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তই থাকছে। আগামী বছর যাতে জেলার সব কলেজকেই আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

> এসওপি অনুযায়ীই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ চলছে। তাই আলিপুরদুয়ার কলেজের বদলে নতুন শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়েই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে। আমরা চেষ্টা করছি আগামী বছর জেলার বাকি কলেজগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করার।
>
> -সরিতকুমার চৌধুরী
> উপাচার্য

স্বাস্থ্য শিবির

বানারহাট, ১২ মে : জন্মগত অসংগতি থাকা বাচ্চাদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য সোমবার বানারহাট হাইস্কুলে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্মাইল নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় ধূপগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এদিন শিবিরটির আয়োজন করে। সেই সংগঠনের সম্পাদক বিপ্লব রায় বলেন, 'শিবির থেকে তিনটি শিশুকে বিনামূল্যে অপারেশনের জন্য বাছাই করা হয়েছে। এদের অপারেশন এবং তার পরবর্তী সমস্ত খরচ সংস্থার পক্ষ থেকে করা হবে।' সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'কনজেনিটাল অ্যানোমালি' বা জন্মগত অসংগতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন ঠোঁট বা তালু কাটা, নাক কাটা বা নানান শারীরিক অঙ্গ গঠনে ত্রুটি। জন্মের পর অপারেশনের মাধ্যমে এই খুঁতগুলি নিরাময় করা সম্ভব। এমন সমস্যা থাকা শিশুদের অপারেশন করানোর জন্য অভিভাবকদের রাজি করাতেই শিবিরটির আয়োজন করা হয়।

ভোটের অঙ্ক

প্রথম পাতার পর

যাবেন এবং কারা ঘর পাচ্ছেন না তা নিয়েও নানা মত বাগানের অলিগলিতে। চা সুন্দরীর ঘরে সপরিবারে যাওয়ার ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে রেডব্যাংক চা বাগানের আপার লাইনের এক শ্রমিকের কথায়, যারা ভিনরাজ্যে কাজ করে ভালো রোজগার করছে তারা নিজেদের বাড়ি ইচ্ছেমতো বানিয়ে নিয়েছে। অনেকে টাইলস বসানো বাড়িতে সবজি আর ফুলের বাগান করেছে। এরা ঘর পেলেও নিজেরা না থেকে ভাড়া দেবে। আমার মতো যাদের বাড়িতে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, সুপারি, নারকেল গাছ আছে তারাও ওই ঘুপচি কলোনিতে যেতে খুব ইচ্ছুক নয়। দুধ, ডিম, সুপারি বেচে আমাদের কিছু হলেও আয় হয় যা ওখানে সম্ভব নয়।

চা বাগানে ঢুঁ দিলেই বোঝা যায়, গাছপালায় ভরা খোলামেলা পরিবেশে থেকে অভ্যস্ত আদিবাসী বা গোর্খা জনজাতির মানুষের মধ্যে চা সুন্দরীর ঘরের চাবি পাওয়া নিয়ে আগ্রহ থাকলেও সেখানে বসবাস নিয়ে দ্বিধা অনেক। শাসকদলের নেতারা অবশ্য চা সুন্দরীতে ভোট অঙ্কের ফায়দাই দেখছেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নকুল সোনার বলেন, '২০১১ সালের আগে পর্যন্ত চা বাগানে জমিদারি ব্যবস্থা চলত। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীই চা শ্রমিকদের নাগরিক সম্মান সহ সমস্ত পরিষেবা দিয়েছেন। চা সুন্দরী হল শ্রমিক পরিবারের জীবনযাপনের উন্নতিতে রাজ্য সরকারের এক যুগান্তকারী এবং ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এনিয়ে বিরোধীদের সমস্ত কুৎসার জবাব শ্রমিকরা গণতান্ত্রিকভাবেই দেবে।'

বেহাল রাস্তা, ক্ষুব্ধ মজিদপাড়ার বাসিন্দারা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১২ মে : রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে সোমবার বিক্ষোভ দেখালেন বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মজিদপাড়ার বাসিন্দারা। এদিন সকালে প্রায় দু'ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখলেও ঘটনাস্থলে প্রশাসনিক আধিকারিক বা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের দেখা মেলেনি। হতাশ হয়ে একসময় অবরোধ তুলে নেন তাঁরা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, মজিদপাড়ার রাস্তাটি প্রায় এক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তার ওপর ভারী যানবাহন যাতায়াতের ফলে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তাই বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, ওই রাস্তাটি জেলা পরিষদের আওতাধীন। জেলা পরিষদের সদস্যরাও রাস্তাটির দুরবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তবুও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না তাই নিয়েই বোর্ডের ভেতর চলছে জল্পনা। জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ দীনেশ মজুমদার বলেন, 'জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্য ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেহাল রাস্তা।

খুনে অভিযুক্ত পুলিশ হেপাজতে

মালবাজার, ১২ মে : খুনের অভিযোগে সোমবার কুমলাইয়ের নেওড়ার বাসিন্দা ৩৩ বছরের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম অজয় রায়। শনিবার সন্ধ্যায় অজয়কে আটক করেছিল পুলিশ। এরপর জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে সোমবার তাকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে। যদিও পরে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডা এবং উপপ্রধান রাজা শর্মা শতাধিক কুমলাইবাসীকে সঙ্গে নিয়ে মাল থানায় এসে দাবি করেছেন, অজয় নির্দোষ।

থানার আইসির সঙ্গে দেখা করেন ওঁরা। পঞ্চায়েত প্রধান সুনীতা মুন্ডা বলেন, 'অজয়কে অহেতুক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খুনের সঠিক তদন্ত হোক।' মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বললেন, 'এই খুনের তদন্ত সঠিক পথে পরিচালনা করতে তদন্তকারী অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওদের মধ্যে পুরোনো শত্রুতা ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।'

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় গোলাপী রায় নামে এক মহিলাকে খুনের অভিযোগে অজয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। গোলাপীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল নেওড়া রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ঝোপে। ৫০ বছরের ওই মহিলার দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। মৃতের ছেলে মাল থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। জলপাইগুড়ি আদালতে পুলিশ ধৃতের আটদিনের হেপাজতের আর্জি জানালেও বিচারক পাঁচদিনের হেপাজত মঞ্জুর করেন।

নতুন কমিটি

বেলাকোবা, ১২ মে : রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে সোমবার একটি গেট মিটিং হয়। ওই বৈঠকে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নতুন ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়। ৩৯ জনকে নিয়ে নতুন কমিটি এবং তাঁদের মধ্যে ১১ জনকে নিয়ে গঠিত হয় পরিচালন কমিটি। সভায় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সহকারী সভাপতি তপন দে, শিকারপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নারায়ণ বসাক, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সদস্য অশোক মৈত্র প্রমুখ। নেলসন টোপ্পো (অ্যাডভাইজার), খাহারু কুজুর (সভাপতি), বুধারু মোহাম্মদ (সাধারণ সম্পাদক), বিষ্ণু মাহের (কোষাধ্যক্ষ) ও সুমিতা লোহার (অ্যাকাউন্ট্যান্ট) নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন পরিচালন কমিটির তালিকা বাগান কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে তপন বলেন, 'চা বাগানের শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ২০০০। খুব শীঘ্রই ভাণ্ডারপুর ও নাগপুরে আমরা পরিচালন কমিটি গঠন করব।'

'আক্ষেপ' নিয়েই

প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর বিসিসিআইয়ের তরফে বিরাটকে আগামীর শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেট তাঁকে মিস করবে, এমন কথাও সামনে এসেছে। বিরাট অবশ্য এতসব না ভেবে সমাজমাধ্যমে অবসর ঘোষণা করে বলেছেন, '১৪ বছর আগে টেস্ট ক্রিকেটের নীল ব্যাগি টুপি পরেছিলাম। তখনও জানতাম না টেস্ট ক্রিকেট আমাকে কীভাবে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই ফর্ম্যাট আমায় তৈরি করেছে। আমার পরীক্ষা নিয়েছে। আমায় শিক্ষা দিয়েছে। যা আমার বাকি জীবনের সম্পদ।'

বিরাট বরাবরই বলে এসেছেন, তিনি টেস্ট ক্রিকেটের পূজারি। আজ বিদায়বেলাতেও সেই মনোভাব দেখা গিয়েছে তাঁর বিদায়ি বার্তায়। বিরাটের কথায়, 'সাদা পোশাকের ক্রিকেটের মধ্যে সবসময় কিছু ব্যক্তিগত বিষয় থেকে যায়। আমার জীবনেও এমন অনেক মুহূর্ত রয়েছে। সহজ ছিল না টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

কিন্তু তবু সিদ্ধান্তটা সঠিক বলেই মনে হচ্ছে। কেরিয়ার শুরুর সময় যা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি আমি।' টেস্ট ক্রিকেটে কোহলির টুপির নম্বর ছিল ২৬৯। লাল বলের ক্রিকেটের সাইনিং অফের সময় সেই নম্বর তুলে ধরে কোহলি লিখেছেন, 'দীর্ঘ যাত্রাপথে মাঠে যাঁদের সঙ্গে খেলেছি, যাঁদের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করেছি, যাঁরা দীর্ঘ এই পথ পাড়ি দেওয়ার পথে আমার পাশে থেকেছেন, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবসময় হাসিমুখে নিজের টেস্ট কেরিয়ারের দিকে দেখব। ২৬৯ নম্বর টুপির যাত্রা শেষ হল।' টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিরাটের বিদায়লগ্নে সামনে আসছে কিছু বিষয়। কেরিয়ারে মোট ১২৩টি টেস্টে ৯২৩০ রান করেছেন কোহলি। রয়েছে ৩০টি শতরানও। কিন্তু দশ হাজার রান ক্লাবের সদস্য হওয়ার স্বপ্নপূরণ হল না তাঁর। খারাপ পারফরমেন্সের কারণে শেষ কয়েক বছরে কোহলির ব্যাটিং গড়ও খারাপ হয়েছে। তাই কোহলির বর্ণময় কেরিয়ারে ও সাফল্যের রঙিন টুপিতে না পাওয়ার জ্বালাটা বোধহয় থেকেই গেল। বিরাট হয়তো ভবিষ্যতে কখনও সেই 'আক্ষেপ' নিয়ে মুখ খুলবেন।

এক সময়ের সতীর্থ, বর্তমানে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরকে কি কখনও ক্ষমা করতে পারবেন কোহলি? মনে হয় না।

ছেলেকে খুনের অভিযোগে ধৃত বাবা

মেটেলি, ১২ মে : ছেলেকে খুনের অভিযোগে ধৃত বাবাকে চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। রবিবার সন্ধ্যায় মাটিয়ালি ব্লকের চিলৌনি চা বাগানে বাড়িতে বাবা ও ছেলের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, রেগে গিয়ে ওই ব্যক্তি বাড়িতে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেলের গলায় আঘাত করে। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় ছেলেকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মেটেলি থানার পুলিশ। জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের নির্দেশে ধৃতকে চারদিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়।

সাপের ছোবলে জখম বৃদ্ধা

নাগরাকাটা, ১২ মে : সোমবার দুপুরে পিট ভাইপার প্রজাতির সাপ সালাজারের ছোবলে আহত হলেন এক বৃদ্ধা। কুমাইতে প্রায় ৮০ বছরের ওই বৃদ্ধাকে সাপটি ছোবল দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁকে। সেখানকার চিকিৎসক অভিজিৎ সিনহা প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর তাঁকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করে দেন। সর্পদংশনের ক্ষেত্রে এরাজ্যের অন্যতম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দয়ালবন্ধু মজুমদার বলেন, 'সালাজারের বিষ রয়েছে। তবে এর ছোবলের চিকিৎসায় অ্যান্টি স্নেক ভেনম নেই।' সাপ বাঁচাও ও মানুষ বাঁচাও রাজ্য সমন্বয় কমিটি এবং আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থার সম্পাদক কৌশিক দে বলেন, 'এই ধরনের সাপ ডুয়ার্স বা পাহাড়ে খুব বেশি দেখা যায় না।'

বদলি ওসি

বেলাকোবা, ১২ মে : বদলি হলেন বেলাকোবার ওসি কুশাং টি লেপচা। বদলি হয়ে গেলেন ক্রান্তি ফাঁড়িতে। বেলাকোবা ফাঁড়ির দায়িত্বভার নেন রাজগঞ্জ থানার অরিজিৎ কুণ্ডু। অরিজিৎ কুণ্ডুকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন কুশাং টি লেপচা।

বুনো হাতির হানা

চালসা, ১২ মে : বুনো হাতির হানায় তছনছ ঘরবাড়ি। বাড়ির লোকজন পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেন। মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া মাঝিয়ালির টুনিধুরা এলাকার ঘটনা। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার রাতে ওই এলাকায় একটি বুনো হাতি ঢুকে পড়ে। হাতিটি স্থানীয় বিজয় সোনারের শোয়ার ঘর ও রান্নাঘরে হামলা চালায়। ঘর ভেঙে মজুত খাদ্যদ্রব্য সাবাড় করে। আসবাবপত্রও নষ্ট করেছে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রতিবেশীদের চিৎকারে হাতিটি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে সোমবার বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাজমিনারা বেগম ও উপপ্রধান রতন ওরাওঁ সহ অন্যরা বিজয়ের বাড়িতে যান। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্লাস্টিক, খাদ্যসামগ্রী ও কাপড় দেওয়া হয়। বন দপ্তরের তরফে ওই পরিবার যাতে ক্ষতিপূরণ পায় সেকথা এদিন বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসারকে জানিয়েছেন।

এদিকে স্থানীয়রা ওই এলাকায় বনকর্মীদের নিয়মিত টহলদারির দাবি জানিয়েছেন।

নতুন ট্রেন চালু

প্রথম পাতার পর

নতুন ট্রেনের ১৯টি বগির সবক'টিকে এসি স্লিপার হিসেবে ঘোষণা করেছিল রেল। যদিও এই ট্রেনের ১৯টি বগিকে এসি না রেখে কয়েকটি কোচ সংরক্ষিত স্লিপার ও জেনারেল কোচ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সাংসদ। জানুয়ারিতে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জলপাইগুড়ি রোড থেকে শিয়ালদাগামী একটি ট্রেনের দাবি তুলেছিলেন। তারপরই রেল বোর্ডের জয়েন্ট ডিরেক্টর বিবেককুমার সিনহা এক বিজ্ঞপ্তিতে সপ্তাহে একদিন করে শিয়ালদা-জলপাইগুড়ি রোডের মধ্যে নতুন ট্রেনের অনুমোদনের খবর প্রকাশ করেন। জলপাইগুড়ি রোড থেকে সরাসরি শিয়ালদাগামী এই নতুন ট্রেন পাওয়ার খবরে জেলাবাসী বেশ খুশি ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ট্রেনটি চালু না হওয়ায় সকলেই হতাশ।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রোড স্টেশন থেকে নতুন ট্রেন চালু করার একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পিট লাইনের কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাছাড়া পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও করা হয়নি। ট্রেনটি শুক্রবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছেড়ে পরের দিন সকাল সাড়ে ১০টায় এনজেপি পৌঁছাবে। ৪৫ মিনিট পর এনজেপি থেকে ছেড়ে দুপুর ১২টা ১৫-তে জলপাইগুড়ি রোডে পৌঁছাবে। আবার প্রতি শনিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে জলপাইগুড়ি রোড থেকে ছেড়ে পরের দিন রবিবার শিয়ালদায় সকাল ৮টায় পৌঁছাবে। ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে সোজা নৈহাটি, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর সিটি, বহরমপুর, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, নিউ ফরাক্কা, মালদা টাউন, আলুয়াবাড়ি রোড, বারসই, সামসী, কিশনগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি রোডের মধ্যে চলবে। কিন্তু ট্রেনটি কেন ৪৫ মিনিট ধরে এনজেপিতে দাঁড়িয়ে থাকবে?

আসলে ওই সময়ের মধ্যেই ট্রেনের কামরার সাফাই হবে এনজেপিতে। কামরাগুলিতে জল ভরা হবে। আপাতত পিট লাইন হতে দেরি আছে। তাই বলে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা যাবে না। তাই এভাবে এনজেপিতে সময় লাগলেও ট্রেনটি চালানো হবে। শেফালি মণ্ডল নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'রোড স্টেশন হয়ে শিয়ালদাগামী নতুন ট্রেন চালু হলে যাত্রীদের হয়রানি কমবে।'

এদিন সহকারী ডিভিশনাল ম্যানেজার অজয় সিং এবং সাংসদ জয়ন্ত রায় তিন নম্বর গুমটি থেকে কদমতলা বালিকা বিদ্যালয়ের গেট পর্যন্ত এলাকা জায়গাটি ঘুরে দেখেন। জয়ন্তবাবু বলেন, 'আমি ইতিমধ্যেই এখানে উড়ালপুল তৈরির জন্য রেলের সঙ্গে কথা বলেছি। আজ কাটিহার ডিভিশনের সহকারী ডিভিশনাল ম্যানেজার এসেছেন। ওঁকে নিয়ে আজ আরও একবার পরিদর্শন করে জায়গাটি দেখা হল। আশা করছি, শীঘ্রই এই উড়ালপুল তৈরির উদ্যোগ নেবে রেল।'

ভেতরে ঢুকে

প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, 'আমাদের কোনও সেনাঘাঁটির ক্ষতি হয়নি।' সোমবার নয়াদিল্লিতে ওই সাংবাদিক বৈঠকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই ও এয়ার মার্শাল একে ভারতীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল এএন প্রমোদও।

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের এই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পর পাকিস্তানের ডিজিএমও মেজর জেনারেল কাসিফ আবদুল্লা ও ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই হটলাইনে কথা বলেন। প্রাথমিকভাবে দুপুর ১২টায় এই আলোচনা পূর্বনির্ধারিত থাকলেও পরে তা পিছিয়ে বিকাল ৫টায় হয়। সংঘর্ষ বিরতি বহাল থাকা ছাড়া আর কিছু আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে আরেক বৈঠক হয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান এবং তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে। পরে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ভারতের তরফে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকেই শুধু নিশানা করা হয়েছিল। নাল্লা, সারজাল, মুরিদকে, কোটলি গুলপার, মেহমোন্না জোয়া, ভিমবার এবং বাহাওয়ালপুরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়।

পাক সেনার কোনও ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়নি বলে মন্তব্য করে সেনাকর্তাদের অভিযোগ, জঙ্গিদের ঢাল হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে পাকিস্তান সেনা। কিন্তু এদেশের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা বলয় সেই হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে ফাটল ধরাতে পারেনি পাকিস্তানের ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা। পাক হামলা প্রতিহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য সাংবাদিক বৈঠকে বিএসএফের প্রশংসা করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ঘাই।

একসঙ্গে বইবে না রক্ত-জল

প্রথম পাতার পর

তাঁর মুখে বারবার উচ্চারিত হয়েছে 'সিঁদুর' শব্দটি। প্রথমে মন্তব্য করেন, 'জঙ্গিরা মা-বোনেদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে।' তারপর বলেন, 'সিঁদুর মোছার পরিণাম জঙ্গিরা টের পেয়েছে। শেষে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি নাম নয়, ন্যায়ের অখণ্ড প্রতিজ্ঞা।'

দেশের সবাই একজোট ছিল বলেই সেই প্রতিজ্ঞা পালন সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিরোধীরা জঙ্গি মোকাবিলায় সরকারের পাশে ছিল প্রথম থেকে। মোদি সেই সমর্থনের স্বীকৃতি দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে মোদি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় যে প্রশ্ন উঠেছে, তারও জবাব দিয়েছেন।

মোদির কথায়, 'এই যুগ যুদ্ধের জন্য নয়, সন্ত্রাসবাদের নয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিই একমাত্র নিরাপদ ও উন্নত বিশ্বের একমাত্র গ্যারান্টি।' হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও সরকার যেভাবে সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাতে শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের ধ্বংস অনিবার্য। যদি পাকিস্তান নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তবে তাকে সন্ত্রাসের পরিকাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে।'

তাঁর কথায়, যখন আমাদের সেনারা অপারেশন সিঁদুরে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়, তখন পাকিস্তান প্রকাশ্যে জঙ্গিদের পাশে দাঁড়ায়। আমাদের আঘাতে যখন জঙ্গিদের ক্ষতি হয়, তখন প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তান আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমরা জঙ্গিদের মদতদাতা সরকার এবং সন্ত্রাসের মূল চক্রান্তকারীদের আর আলাদা করে দেখব না।'

স্পষ্ট ভাষায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, 'ভারতীয় বায়ুসেনা, নৌসেনা, বিএসএফ এবং অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনী সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত রয়েছে। এই অভিযান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে।' যদিও প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, 'আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। ভগবান গৌতম বুদ্ধ আমাদের শান্তির পথ দেখিয়েছেন। শান্তির পথও শক্তির মাধ্যমে সুগম হয়।'

জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

‘#২৬৯, সাইনিং অফ’

একনজরে কোহলি

৩৪ ইনিংসে সর্বাধিক **ডাবল সেঞ্চুরি**

ডন ব্র্যাডম্যান	৮
বিরাট কোহলি	৬
রাহুল দ্রাবিড়	৪
রিকি পন্টিং	৪
মাইকেল ক্লার্ক	৪
কেন উইলিয়ামসন	৪

অভিষেক ম্যাচ
২০ জুন, ২০১১
প্রতিপক্ষ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ

শেষ ম্যাচ
৩ জানুয়ারি, ২০২৫
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম শতরান
২৪ জানুয়ারি, ২০১২
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া
স্কোর ১১৬

শেষ শতরান
২২ নভেম্বর, ২০২৪
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া
স্কোর ১০০*

সোমবার **‘অপারেশন সিঁদুর’** নিয়ে ডিজিএমও পর্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক ছিল। সেখানে **লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইয়ের** কথায় উঠে আসে বিরাট কোহলির অবসর প্রসঙ্গ।

সকালে দেখলাম বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। অসংখ্য ভারতীয়দের মতো বিরাট আমারও প্রিয় ক্রিকেটার।

ম্যাচ ১২৩। রান ৯২৩০
শতরান ৩০। অর্ধশতরান ৩১
গড় ৪৬.৮৫। সর্বাধিক ২৫৪*

পূর্ণাঙ্গ অধিনায়ক হিসেবে

ম্যাচ ৬৮
রান ৫৮৬৪
গড় ৫৪.৮০
শতরান ২০
সর্বাধিক ২৫৪*
(বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০১৯)

প্রথম ম্যাচ
৬-১০ জানুয়ারি, ২০১৫
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম শতরান
৬ জানুয়ারি, ২০১৫
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া
স্কোর : ১৪৭

শেষ ম্যাচ
১১-১৪ জানুয়ারি, ২০২২
প্রতিপক্ষ : দক্ষিণ আফ্রিকা

শেষ শতরান
২২ নভেম্বর, ২০১৯
প্রতিপক্ষ : বাংলাদেশ
স্কোর : ১৩৬

তোমার চোখের জল কেউ দেখেনি : অনুষ্কা

নয়াদিল্লি, ১২ মে : মাঝে ঠিক ৫ দিনের ব্যবধান।

রোহিত শর্মার পথেই লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় বিরাট কোহলির। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের মাঝে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে কার্যত জোড়া ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’। নেপথ্যে ধরা হচ্ছে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে। বাস্তব যাই হোক, ভারতীয় ক্রিকেটে দুই নক্ষত্রপতনে বিরাট শূন্যতা তৈরি হল। গুরুত্বপূর্ণ দুই মহাতারকার শূন্য জুতোয় পা রাখার চ্যালেঞ্জ নতুনদের সামনে। বিরাটের অবসর ঘোষণার পর যা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। সবকিছু ছাপিয়ে কোহলি-আবেগ।

স্বামীর যে মাহেন্দ্রক্ষণে আবেগতাড়িত স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাও। সমাজমাধ্যমে সেই আবেগের প্রতিফলন। অনুষ্কা লিখেছেন, ‘সবাই তোমার রেকর্ড, মাইলস্টোন নিয়ে বলবে। তবে আমি বলব তোমার না দেখা চোখের জল নিয়ে। তোমার ভিতরে চলা যে যুদ্ধটা, যা কেউ দেখেনি। এই ফর্ম্যাটের প্রতি তোমার অপরিসীম ভালোবাসা। জানি তোমাকে কতটা দিতে হয়েছে এজন্য।’

স্ত্রী হিসেবে সাক্ষী থেকেছেন প্রতিটি সিরিজে বিরাটের শিখরে পা রাখার মুহূর্তের। স্বামীকে নিয়ে লেখা বার্তায় অনুষ্কা আরও বলেছেন, ‘প্রতিটি সিরিজে দেখেছি তুমি একটু একটু করে উন্নতি করেছ। একই সঙ্গে বিনীত হয়েছ। তোমার এই বদলগুলি দেখা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। অনেক সময় কল্পনা করেছি, তুমি টেস্ট থেকে অবসর নিচ্ছ। কিন্তু তুমি বরাবর নিজের হৃদয়ের কথা শুনেছ। আজ তোমাকে আমার ভালোবাসাটুকুই জানাব, এই দুর্দান্ত জার্নিতে তুমি যা অর্জন করেছ তার জন্য।’

অবসর ঘোষণার পর স্ত্রীর সঙ্গে মুম্বই বিমানবন্দরে বিরাট কোহলি। কিন্তু তাঁদের গন্তব্য জানা যায়নি।

সবাই তোমার রেকর্ড, মাইলস্টোন নিয়ে বলবে। তবে আমি বলব তোমার না দেখা চোখের জল নিয়ে। তোমার ভিতরে চলা যে যুদ্ধটা, যা কেউ দেখেনি। এই ফরম্যাটের প্রতি তোমার অপরিসীম ভালোবাসা। জানি তোমাকে কতটা দিতে হয়েছে এজন্য।
-অনুষ্কা শর্মা

ভাইয়ের টেস্ট অবসরের মুহূর্তে কলম ধরেছেন দাদা বিকাশ শর্মাও। সমাজমাধ্যমে বিরাটকে নিয়ে গর্বের কথা তুলে ধরেন। লিখেছেন, ‘চ্যাম্প, দুর্দান্ত টেস্ট জার্নি। এই ফর্ম্যাটে তুমি যা অবদান রেখেছ, তা কখনও পূরণ হবে না। তোমার জন্য সবসময় গর্ববোধ করব ভাই।’

কিংবদন্তি ছাত্রকে নিয়ে স্বভাবতই গর্বিত বিরাটের ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা। চোখের সামনে দেখেছেন এক নাছোর ছেলের বিশ্বজয়। সারথি হয়েছেন যে সফরে। সেই গর্ব নিয়ে লিখেছেন, ‘দুই চোখে স্বপ্ন নিয়ে তরুণ প্রতিভা থেকে কিংবদন্তি হয়ে ওঠা, লাল বলের আঙিনায় রাজত্ব চালানো- তোমার এই সফর অসাধারণের থেকে কিছু কম নয়। চোখের সামনে তোমার বেড়ে ওঠা, লড়াই, নেতৃত্ব, অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠা, আমার জীবনে পাওয়া সবথেকে বড় খুশি। আবেগ আর আত্মত্যাগের নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছ। তোমার আগুনটা মিস করবে টেস্ট ক্রিকেট। তোমার টেস্ট লেগাসি চিরকাল থেকে যাবে। দুর্দান্ত এই সফরে প্রতিটি মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তোমাকে নিয়ে গর্বিত আমি।’

আবেগতাড়িত শচীন-শাস্ত্রীরা

টেস্ট ক্রিকেটের যথার্থ মশালবাহক বিরাট

নয়াদিল্লি, ১২ মে : সব ভালোর শেষ আছে।

কিছু কিছু শেষ যদিও মেনে নেওয়া সহজ হয় না। বিরাট কোহলির টেস্ট অবসরের ঘোষণায় সেই আবেগের লাভাস্রোত ভারত তথা বিশ্ব ক্রিকেটে। লাল বলের ফর্ম্যাটকে গুডবাই জানানোর ইচ্ছের কথা সামনে আসার পর প্রমাদ গুনেছিলেন অনেকে। তবু একটা ক্ষীণ আশা ছিল, বোঝানোর চেষ্টা চলছে, যদি রাজি হয়ে যান বিরাট।

ব্রায়ান লারা সহ একঝাঁক কিংবদন্তি আবেদন জানিয়েছিলেন, ‘বিরাট তোমাকে দরকার টেস্ট ক্রিকেটে।’ কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যায়নি কিং কোহলিকে। সোমবার সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে টেস্ট অবসরের কথা ঘোষণা করেন। জানান, সরে দাঁড়ানো সহজ ছিল না। বিরাটের ঘোষণার পর আবেগের বহিঃপ্রকাশ ক্রিকেট বিশ্বে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড লিখেছে, একটা যুগের অবসান। বিরাট-অবসরের ঢেউ ফিফাতেও। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থাটির মতে, দুর্দান্ত কেরিয়ারে ইতি পড়ল। আইসিসি লিখেছে, সাদা পোশাকের ফর্ম্যাটে বিরাট থামলেও তার মুকুট অটুট থাকবে চিরকাল। টেস্টকে বিদায় জানালেও রেখে গেলেন তুলনাহীন একটা পরম্পরা। ছোট্ট পোস্টে হরভজন সিংয়ের বিরাট প্রশ্ন- কেন অবসর নিচ্ছ?

প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী ভাবতেই পারছেন না এরকম কিছু অপেক্ষা করছিল। বিরাটের সঙ্গে জুটি বেঁধে টেস্টে অনেক স্মরণীয় সাফল্যের জয়গাথা তৈরি করা শাস্ত্রী বলেছেন, ‘বিশ্বাসই হচ্ছে না, তোমার কাজ শেষ। আধুনিক ক্রিকেটে তুমি একজন দৈত্য। খেলোয়াড়, অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটের যথার্থ দূত। লাল বলের ফর্ম্যাটে ক্রিকেটপ্রেমীদের, বিশেষত আমাকে সুন্দর সব মুহূর্ত উপহার দিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ।’

বিরাটের টেস্ট অবসরের পিছনে গৌতম গম্ভীরের হাত দেখছেন অনেকে। আগামীর ভাবনায় তারুণ্যে জোর। হেড কোচের যে ভাবনার প্রতিফলন রোহিত শর্মার পর বিরাটের বিদায়। সূত্রের খবর, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সামিদের মতো সিনিয়াররাও বিরাট-রোহিতদের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। সেই গম্ভীরের প্রতিক্রিয়াও রীতিমতো চর্চায়। দিল্লি রনজি ট্রফির টিম থেকে টিম ইন্ডিয়ায় বিরাটের সঙ্গে খেলা গম্ভীর লিখেছেন, ‘সিংহ-হৃদয়। তোমাকে মিস করব চিকস।’

২০১১ সালের ২০ জানুয়ারি কিংস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্ট। ১৪ বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে শেষ টেস্ট গত অস্ট্রেলিয়া সফরে সিডনিতে। ১২৩ ম্যাচে ৯২৩০ রান। ৩০টি শতরান। এর মধ্যে ৬৮টি টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ৪০টিতে জয়ের কৃতিত্ব। এদিন যে কেরিয়ারে বিরাটের ইতি টেনে দেওয়ার রেশ স্বভাবতই ক্রিকেটমহলে।

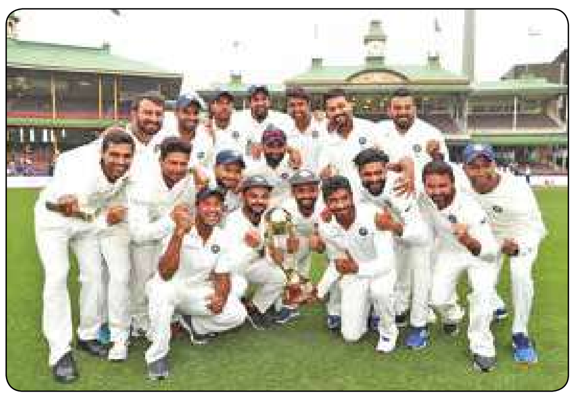

শচীন তেন্ডুলকার তোমার টেস্ট অবসরের দিনে আজ ১২ বছর আগে আমার বিদায়-মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে। সেদিন তুমি তোমার প্রয়াত বাবার মূল্যবান একটা জিনিস আমাকে উপহার দিতে চেয়েছিলে। তোমার যে আচরণ মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। তোমার টেস্ট আবেগ, আত্মত্যাগ বাকিদের কাছে অনুপ্রেরণা। অসাধারণ টেস্ট কেরিয়ার। রান, পরিসংখ্যান ছাপিয়ে তুমি ভারতীয় ক্রিকেটকে দুই হাত ভরে উপহার দিয়েছ। অভিনন্দন স্পেশাল টেস্ট কেরিয়ারের জন্য।

বীরেন্দ্র শেহবাগ প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম, তুমি বিশেষ প্রতিভা। টেস্ট ক্রিকেটে তুমি যে আবেগ যোগ করেছিলে তা প্রত্যক্ষ করা আমাদের কাছে উপভোগ্য ছিল। টেস্ট ক্রিকেটের যথাযথ দূত। আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা।

জয় শা টি২০ ফরম্যাটের রমরমার যুগেও টেস্টে তোমার শৃঙ্খলা, ফিটনেস এবং দায়বদ্ধতা বাকিদের কাছে উদাহরণস্বরূপ। হৃদয় দিয়ে সবসময় টেস্ট খেলেছ। অভিনন্দন দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য।

ঋষভ পন্থ তাগিদ, আবেগ, যুদ্ধ। প্রতি মুহূর্তে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছ। আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা বিরাটভাই।

এবি ডিভিলিয়ার্স মহাকাব্যিক টেস্ট কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। তোমার দৃঢ়তা, দক্ষতা বরাবর অনুপ্রাণিত করেছে আমাকে। যথার্থ অর্থে কিংবদন্তি।

ইরফান পাঠান অধিনায়ক হিসেবে তুমি শুধু ম্যাচ জেতনি, সবার মানসিকতা বদলে দিয়েছ। ফিটনেস, আগ্রাসন ও গর্বের মেলবন্ধনে সাদা পোশাকের ফরম্যাটে নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছ। যথার্থ অর্থে আধুনিক ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের তুমি মশালবাহক।

চেতেশ্বর পূজারা দুর্দান্ত এবং গর্বের টেস্ট কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন বিরাট। টেস্টের প্রতি তোমার ভালোবাসা অনুপ্রেরণা। তোমার সঙ্গে বছরের পর বছর খেলা আমার কাছে সম্মানের।

যুবরাজ সিং লড়াই, অসম্ভব খিদে, হৃদয় দিয়ে খেলা- প্রতিটি পদক্ষেপে গর্বিত করেছ। সাদা পোশাকের ফর্ম্যাটে তুমি যা অর্জন করেছ, তা গর্বের। ভালো থেকো কিং কোহলি।

মুশফিকুর রহিম কুর্নিশ জানাই দুই কিংবদন্তিকে (রোহিত ও বিরাট)। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ওদের অবদান লাখো মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

গুরু গ্রেগের জমানা ফেরাচ্ছেন গম্ভীর!

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মে : কথায় বলে, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে!

ভারতীয় ক্রিকেটে এই আপ্তবাক্য অর্থহীন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক থাকার সময় প্রথমবার অর্থহীন সেই আপ্তবাক্যের ‘অভ্যুত্থান’ দেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট। ‘অভিজ্ঞতা’ বর্জনের ডাক দেওয়া কোচ গ্রেগ চ্যাপেলের সৌজন্যে সৌরভকে বাদ পড়তে হয়েছিল জাতীয় দল থেকে। ছাঁটাই হতে হয়েছিল বীরেন্দ্র শেহবাগ, হরভজন সিংদের অনেককেই।

গ্রেগ জমানায় ভারতীয় ক্রিকেটের সেই হারিয়ে যাওয়া ছবি সম্প্রতি আবার তাজা হয়ে উঠেছে। যার শুরুটা হয়েছিল গত ডিসেম্বরে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়। যখন ব্রিসবেন টেস্টের পর দুনিয়াকে চমকে দিয়ে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। সিডনি টেস্টে রোহিত শর্মা না খেলার পর তাঁর অবসর নিয়েও সেই সময় কম জল্পনা হয়নি। তখন থেকেই বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরকে গুরু গ্রেগের সঙ্গে তুলনা করা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই জল্পনা এখন আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়েছে।

বাস্তবে ভারতীয় ক্রিকেট দেখছে এক ‘ভিন্ন’ স্বাদের ছবি। যেখানে অভিজ্ঞতার কোনও মূল্য নেই। বরং তারুণ্যের জোশই শেষ কথা। আর হ্যাঁ, ভারতীয় ক্রিকেটে শেষ কথা বলার জন্য কোচ গম্ভীর তো রয়েইছেন। দিন কয়েক আগে রোহিতের টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণার পরও গম্ভীরের দিকে আঙুল উঠেছিল। আজ কোহলিও একই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ফের ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের ‘কাঠগড়ায়’ গুরু গম্ভীর। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হল, ভারতীয় ক্রিকেটে গ্রেগ চ্যাপেলের জমানার মতো ‘আতঙ্ক’ ফিরিয়ে আনার। কোহলির অবসর ঘোষণার পর গম্ভীর অবশ্য সৌজন্য দেখিয়ে বলেছেন, ‘তোমায় মিস করব’। কিন্তু তারপরও গম্ভীরকে নিয়ে চিঁড়ে ভেজার খবর নেই।

বরং ভারতীয় ক্রিকেটমহলে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, রোহিত-বিরাটের পর এবার কি মহম্মদ সামি ও রবীন্দ্র জাদেজার পালা। দুজনেই এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়ার সদস্য। দুজনেরই ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা উচিত। কিন্তু কোচ গম্ভীরের জমানায় সামি-জাড্ডুরা কি পাঁচ টেস্টের বিলেত সফরে যাওয়ার ঝুঁকি নেবেন? বিরাট তুমি কেন গেলে, টেস্ট ক্রিকেট তোমায় মিস করবে- এমন আবেগের মধ্যে আগামীর লাভাস্রোত হিসেবে বইছে সামি-জাদেজার অবসর সম্ভাবনাও। বিকেলের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, ‘জাড্ডু-সামিদের নিয়ে সত্যিই প্রশ্ন উঠেছে। গম্ভীরের কোচিংয়ে সিনিয়াররা নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না।’

দলের সিনিয়ারদের নিরাপত্তাহীনতা ভারতীয় ক্রিকেটকে অদ্ভুত এক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যার নির্যাস, গুরু গম্ভীরের সমর্থন না থাকলে দলে কোনও ক্রিকেটারই আর নিরাপদ নন। এমন অবস্থায় বিলেত সফরের পাঁচ টেস্টের সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ভালো ফলের সম্ভাবনা দেখছেন না ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। কারণ, রোহিত-বিরাটরা যে আরও খেলতে চেয়েছিলেন, এখনই টেস্ট ক্রিকেট ছাড়তে চাননি, ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত সবারই সেটা জানা।

অবসরের তালিকায় পরবর্তী নামটা কার হয়, সেটাই এখন দেখার।

অবসরের পথে সামি-জাদেজাও?

> জাড্ডু-সামিদের নিয়ে সত্যিই প্রশ্ন উঠেছে। গম্ভীরের কোচিংয়ে সিনিয়াররা নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না। -বিসিসিআই কর্তা

২০১৬-র এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের মার্চে ফ্যাব ফোর (টেস্টে)

ব্যাটার	ইনিংস	রান	গড়	১০০	৫০
বিরাট কোহলি	৫৯	৩৬১৯	৬৫.৮০	১৪	৮
জো রুট	৭৫	৩২৭৯	৪৪.৯১	৭	২২
স্টিভেন স্মিথ	৪২	২৩৪৭	৬৩.৪৩	৯	৮
কেন উইলিয়ামসন	৩৮	২১০২	৬৩.৬৯	৭	১১

বিরাট উত্থান-পতন

সময়কাল	টেস্ট	ইনিংস	রান	গড়	১০০	৫০
অভিষেক-সেপ্টেম্বর ২০১৪	২৯	৫১	১৮৫৫	৩৯.৪৬	৬	৯
অক্টোবর ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৯	৫৫	৯০	৫৩৪৭	৬৩.৬৫	২১	১৩
২০২০ জানুয়ারি থেকে	৩৯	৬৯	২০২৮	৩০.৭২	৩	৯

শুভেচ্ছা

Debangsi & Anirban (দেশবন্ধুপাড়া) নবদাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক। শুভ কামনায় 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার' (Veg & N/Veg) - রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

বিবাহবার্ষিকী

মা ও বাবা : আজ তোমাদের ৫০তম বিবাহবার্ষিকী মঙ্গলময় হোক। রুবাই, সুবাই (ছেলে) পূর্বা, রিমা (ছেলের বৌ) নীল (নাতি) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ মোড়, দিনহাটা।

লাখো মানুষের মানসিকতা বদলে দিয়েছ : শুভমান

নয়াদিল্লি, ১২ মে : মাঝে আর কয়েকটা দিন।

মাস ফুরোলেই বিলেত সফর। পাঁচ ম্যাচের কঠিন সফর। তার আগেই মাথার ওপর থেকে জোড়া ছাতা সরে যাওয়া। রোহিত শর্মার টেস্ট অবসরের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই বিরাট কোহলির বিদায়। জোড়া বিদায়ে নিঃসন্দেহে যে ইংল্যান্ড সফরের চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন। বাড়তি দায়িত্ব তরুণ ব্রিগেডের ওপর। যার নেতৃত্বে ধরা হচ্ছে শুভমান গিলকে।

বিরাটের অবসর প্রতিক্রিয়ায় সেই শুভমান জানান, কোহলি লাখো মানুষের মনস্তত্ত্ব বদলে দিয়েছে। সম্ভাব্য টেস্ট অধিনায়ক শুভমান সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'তোমাকে নিয়ে যাই লিখি না কেন, পুরো অনুভূতিটা মেলে ধরা মুশকিল। সেই ১৩ বছর বয়স থেকে তোমাকে ব্যাট করতে দেখছি। অবাক হয়েছি, তোমার এনার্জি দেখে। তোমার সঙ্গে মাঠে কাটানো বড় প্রাপ্তি। তুমি শুধু একটা প্রজন্ম নয়, লাখো মানুষের মানসিকতা বদলে দিয়েছ। জানি তোমার কাছে টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্ব কতটা। আশাবাদী, আমাদের প্রজন্ম সেই আগ্রাসন, দায়বদ্ধতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তোমার থেকে যা পেয়েছি, সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ পাজি।'

জসপ্রীত বুমরাহর উত্থান বিরাটের নেতৃত্বে। প্রথম টেস্ট অধিনায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুমরাহ লিখেছেন, 'তোমার নেতৃত্বে টেস্ট অভিষেক। তোমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া। তোমার আবেগ, এনার্জি মিস করব। তবে তুমি যে পরম্পরা ছেড়ে যাচ্ছ, তা তুলনাহীন। অভিনন্দন সাদা পোশাকের দুর্দান্ত জার্নির জন্য।'

দীর্ঘদিনের সতীর্থ আজিঙ্কা রাহানের কথায়, বিরাটের মতো তারকার সঙ্গে ভারতের সাজঘরে থাকাটাই গর্বের, বড় প্রাপ্তি। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সেই সুযোগ পেয়েছেন। আরও লেখেন, 'তোমার সঙ্গে কাটানো অসাধারণ সব মুহূর্ত, যুগলবন্দি মনের মণিকোঠায় চিরকাল থেকে যাবে। অভিনন্দন দুর্দান্ত টেস্ট কেরিয়ারের জন্য।'

ইয়ং ব্রিগেডের অন্যতম মুখ যশস্বী জয়সওয়ালের মুখে বিরাট-রোহিতের কথা। তরুণ বাঁহাতি ওপেনার জানান, দুইজনকে দেখে ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর বেড়ে ওঠা। বিরাট-রোহিতকে ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখে জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখেছেন। যশস্বী আরও লিখেছেন, 'বিরাটভাই, রোহিতভাই, তোমরা দুইজনে শুধু আমার কাছে নয়, গোটা প্রজন্মের অনুপ্রেরণা। তোমাদের আবেগ, তাগিদ ক্রিকেটের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আরও বাড়িয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটে তোমরা যে প্রভাব ফেলেছ, তা তুলনাহীন। তোমাদের সঙ্গে খেলা, মাঠে থাকা আমার কাছে সম্মানের।'

কিংবদন্তি টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচও আবেগতাড়িত। কোহলিকে নিয়ে দুই শব্দের পোস্ট করে লিখেছেন,

> তোমার নেতৃত্বে টেস্ট অভিষেক। তোমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া। তোমার আবেগ, এনার্জি মিস করব। তবে তুমি যে পরম্পরা ছেড়ে যাচ্ছ, তা তুলনাহীন।
>
> **জসপ্রীত বুমরাহ** (বিরাটের বিদায়ে)

অনেক বেশি অস্ট্রেলীয় : গ্রেগ

দুর্দান্ত ইনিংস। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন গ্রেগ চ্যাপেলও। গুরু গ্রেগ বলেন, 'শচীন জিনিয়াস। ধোনি মাস্টার ট্যাকটিশিয়ান। কিন্তু কোহলি বদলে দিয়েছিল মানসিকতা। সৌরভ ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন মেরুদণ্ড দেয়। ধোনির ঠান্ডা মাথায় নেতৃত্ব। আগুনটা জ্বালিয়েছিল কোহলিই। শচীনের কথা মাথায় রেখেও বলব, ভারতীয় ক্রিকেটকে সবথেকে বেশি প্রভাবিত করেছে ও। অস্ট্রেলীয় না হয়েও অনেক বেশি অস্ট্রেলীয় বিরাট।'

বিলেত সফরে চার নম্বরে কে, শুরু জল্পনা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মে : একটি সিদ্ধান্ত। হাজারো সমীকরণ!

রোহিত শর্মা আগেই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন। আজ সেই একই পথে হাঁটলেন বিরাট কোহলি। তাঁদের অবসরের সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে যেমন ২০ জুন থেকে শুরু হতে চলা টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ টেস্টের ইংল্যান্ড সফরের জন্য জাতীয় নির্বাচকদের কাজটা সহজ করে দিয়েছে। তেমনই অজিত আগরকাররা বিলেত সফরের দল নির্বাচন করতে গিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখেও পড়তে চলেছেন। এমন ভাবনার নেপথ্যে রয়েছে জোড়া প্রশ্ন। এক, রোহিতের অনুপস্থিতিতে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করবেন কে? দুই, কোহলির অবসরের পর টেস্টে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের দায়িত্ব কার উপর যাবে? জোড়া প্রশ্নের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় থাকছে, ইংল্যান্ডের মতো কঠিন সফর শুরুর আগেই ভারতীয় ব্যাটিং একইসঙ্গে 'দুর্বল' ও 'অনভিজ্ঞ' হয়ে পড়ল নিশ্চিতভাবেই। বিরাট-রোহিতরা ইংল্যান্ড সফরে থাকলেই টিম ইন্ডিয়া সিরিজ জিতে যেত, এমন নয়। সাম্প্রতিক অতীতে রোহিত-কোহলিদের পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, সোনালি অতীত পিছনে ফেলে এসেছেন তাঁরা। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন, রোহিত-বিরাটদের বিকল্প কে বা কারা হতে পারেন কঠিন বিলেত সফরে?

টেস্ট ম্যাচ জিততে হলে বিপক্ষের ২০টি উইকেট দখল করা যেমন বেসিক শর্ত। ঠিক তেমনই ইংলিশ সামারের সিমিং কন্ডিশনে ব্যাটারদের দক্ষতা ও স্কিলের প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, দক্ষতা ও স্কিলের পাশে প্রয়োজন সঠিক টেকনিক ও ইনটেন্ট। যার মাধ্যমে করতে হবে রান। ওপেনার যশস্বী, তিন নম্বরে হবু ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্থ ছাড়া ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের বেশিরভাগেরই ইংল্যান্ডে খেলার অতীত অভিজ্ঞতা নেই। ইতিহাস বলছে, ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে চার নম্বর ব্যাটার নিয়ে ভুগেছিল ভারত। রোহিত পাঁচটি শতরান করার পরও তৎকালীন অধিনায়ক কোহলির হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রশ্ন এখানেই, এবার কী হবে?

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলের খবর, বিলেত সফরে যশস্বীর সঙ্গে ইনিংস ওপেন করার দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন বি সাই সুদর্শন ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ। দুইজনেরই টেস্ট অভিষেকের সম্ভাবনা প্রবল। তিন নম্বরে শুভমান। চারে কোহলির ছেড়ে যাওয়া সিংহাসনে রাহুলকে ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ভারতীয় 'এ' দলের প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যান্ডে গিয়ে ভালো করতে পারলে করুণকেও চার নম্বরে খেলানো হতে পারে। দৌড়ে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ারও। সূত্রের খবর, রাহুল নিজে পাঁচ নম্বরে খেলতে চাইছেন। ছয় নম্বরে দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ঋষভ থাকবেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আচমকা অবসর ঘোষণা না করলে রবীন্দ্র জাদেজাও থাকবেন ছয় বা সাত নম্বরে।

বিলেত সফরের জন্য এমন সম্ভাব্য ব্যাটিংলাইন কতটা লড়াই করতে পারবে জোফ্রা আর্চারদের বিরুদ্ধে, সেটাই এখন দেখার। পরিস্থিতি কিন্তু ক্রমশ জটিল হচ্ছে। রোহিত-বিরাট জুটির অবসরের পর ভারতীয় ব্যাটিংয়ের 'কঙ্কাল' কোচ গৌতম গম্ভীর কীভাবে ঢাকবেন, সেটাই দেখার।

লড়াইয়ে করুণ-শ্রেয়স-রাহুল

টসে এগারো নির্বাচন করেন মোরিনহো

ইস্তানবুল, ১২ মে : ফেনেরবাখ কোচ 'দ্য স্পেশাল ওয়ান' হোসে মোরিনহো চলেন নিজের মতেই। সবসময় বিস্ফোরক মন্তব্য করা পর্তুগিজ কোচ আবারও সংবাদের শিরোনামে। সম্প্রতি তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রতিটি ম্যাচেই প্রথম একাদশে কেন তিনি পরিবর্তন করেন? উত্তরে নিজস্ব ভঙ্গিতে মোরিনহো বলেছেন, 'আমার কাছে ২৫টি কয়েন রয়েছে। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মুখ মনে করে আমি একটি করে কয়েন আকাশে ছুড়ে দিই। এইভাবে সবকয়টি কয়েন আকাশে ছোড়ার পর যে ১১টি টেবিলে পড়ে, সেই খেলোয়াড়দের দলে রাখি। যে কয়েনগুলি মাটিতে পড়ে, সেই খেলোয়াড়দের আমি বেঞ্চে রাখি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি প্রতিদিন ইস্তানবুলের নাইট ক্লাবে যাই। সেখানে বসেই আমি এইভাবে দল ঠিক করি।' বকলমে দলের সবাইকে তিনি সমান গুরুত্ব দেন, সেটাই মজা করে বলেছেন 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'।

ইস্টবেঙ্গলে নতুন দায়িত্বে ঝুলন

কলকাতা, ১২ মে : ফুটবল দলের সঙ্গে জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীকে যুক্ত করার ভাবনা ইস্টবেঙ্গলের। সোমবার ফুটবল দলের বোর্ড মিটিংয়েও হাজির ছিলেন তিনি। লাল-হলুদে পরামর্শদাতার ভূমিকায় দেখা যেতে পারে ঝুলনকে। পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে নিজেদের রিহ্যাব সেন্টার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চোট-আঘাত এড়াতে তৈরি হচ্ছে নতুন মেডিকেল টিম। দলের ফিজিও বদল হচ্ছে।

নর্থইস্টেই আলাদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে : আগামী মরশুমে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-তেই থাকতে চান, সেটা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছিলেন মরক্কান তারকা আলাদিন আজারাই। তবে একাধিক ক্লাবের নজরে ছিলেন তিনি। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সোমবার সরকারিভাবে নর্থইস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সামনের মরশুমেও দলে থাকছেন সদ্যসমাপ্ত আইএসএলের সর্বাধিক গোলদাতা।

কলকাতায় আটকে সুহেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনার কারণে কাশ্মীরে ফেরা হয়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সুহেল আহমেদ বাটের। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের মাঠে অনুশীলন করছেন। এখান থেকেই ১৮ মে কলকাতায় শুরু জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন তিনি।

আইপিএল ফিরছে ১৭ মে

মুম্বই, ১২ মে : আভাস রবিবারেই পাওয়া গিয়েছিল। প্রত্যাশামতো সোমবার আইপিএলের পরিবর্তিত ক্রীড়াসূচি সামনে আনল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সীমান্তে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার কারণে ৮ মে পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের মাঝপথে আইপিএল বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ মে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ দিয়ে ফের আইপিএল শুরু হতে চলেছে। ফাইনাল ৩ জুন। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষিত হলেও স্থগিত থাকা আইপিএলের বাকি ১৭ ম্যাচের জন্য ১৩-র বদলে বেঙ্গালুরু, জয়পুর, দিল্লি, লখনউ, মুম্বই ও আহমেদাবাদ- এই ছয়টি কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। স্থগিত হওয়া আইপিএলের বাকি ম্যাচের জন্য প্রাথমিকভাবে তিনটি সূচি তৈরি করেছিল বিসিসিআই। যার মধ্যে থেকে একটি সূচিকে সোমবার সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। দুইটি ডাবল হেডার রয়েছে ১৮ ও ২৫ মে। মাঝপথে বন্ধ হওয়া পাঞ্জাব-দিল্লি ম্যাচ হবে ২৪ মে জয়পুরে।

খেলা হবে ৬টি কেন্দ্রে

পুরোনো সূচিতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল যথাক্রমে ২৩ ও ২৫ মে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। সোমবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছিল ফাইনাল আহমেদাবাদে হতে পারে। কিন্তু পরিবর্তিত সূচিতে ফাইনাল সহ জোড়া কোয়ালিফায়ার (২৯ মে ও ১ জুন) এবং এলিমিনেটরের (৩০ মে) কেন্দ্র এখনও নির্ধারিত হয়নি।

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
১৭ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু
১৮ মে	রাজস্থান রয়্যালস বনাম পাঞ্জাব কিংস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট	জয়পুর
১৮ মে	দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
১৯ মে	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ
২০ মে	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
২১ মে	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুম্বই
২২ মে	গুজরাট টাইটান্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
২৩ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু
২৪ মে	পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	জয়পুর
২৫ মে	গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
২৫ মে	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
২৬ মে	পাঞ্জাব কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	জয়পুর
২৭ মে	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ

২৯ মে	৩০ মে	১ জুন	৩ জুন
কোয়ালিফায়ার-১	এলিমিনেটর	কোয়ালিফায়ার-২	ফাইনাল
সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

বেয়ার লেভারকুসেন থেকে রিয়াল মাদ্রিদে আসছেন জাভি অলন্সো।

ক্লাব বিশ্বকাপে রিয়ালে অলন্সো

মাদ্রিদ, ১২ মে : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ থেকেই রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব নিচ্ছেন জাভি অলন্সো।

অঘটন না ঘটলে শিরোপাহীন থেকেই মরশুম শেষ করতে চলেছে মাদ্রিদ জায়েন্টরা। সেইসঙ্গে রিয়ালে কার্লো আন্সেলোত্তির অধ্যায়ও শেষ হচ্ছে। ২৫ মে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে লা লিগার শেষ ম্যাচেই হয়তো তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হবে ক্লাবের তরফে। বেয়ার লেভারকুসেন ছেড়ে জুনের শুরুতেই রিয়ালের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অলন্সো।

তিন বছরের চুক্তিতে স্পেনের সফলতম দলটির কোচ হচ্ছেন তিনি। চুক্তি চূড়ান্ত। ১৩ জুন শুরু ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। যেখানে রিয়াল মাদ্রিদের ডাগআউটে থাকবেন অলন্সোই। তাঁর সঙ্গেই লিভারপুল ছেড়ে রিয়ালে যোগ দিচ্ছেন ট্রেন্ট আলেজান্ডার-আর্নল্ড। আগামী মরশুম শুরুর আগে দলের রক্ষণের খোলনলচে বদলে ফেলতে চান অলন্সো। এবার রক্ষণই যে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে রিয়ালকে।

ব্রাজিলের দায়িত্বে আন্সেলোত্তি

ব্রাসিলিয়া, ১২ মে : সব জল্পনার অবসান। ব্রাজিল কোচের হটসিটে বসতে চলেছেন ইতালিয়ান কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। সোমবার ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন তাঁর নাম ঘোষণা করে। এই ইতালিয়ান কোচ মে মাসের শেষেই রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব ছাড়ছেন। তারপরেই ব্রাজিলের দায়িত্ব নেবেন তিনি। আন্সেলোত্তির কোচ হওয়া প্রসঙ্গে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এডলান্ডো রডরিগেজ বলেছেন, 'কার্লো আন্সেলোত্তিকে ব্রাজিলের দায়িত্বে আনা আমাদের স্ট্র্যাটেজিক চাল। আমরা যে আবার শীর্ষে পৌঁছাতে চাই, আন্সেলোত্তিকে এনে বিশ্বকে সেই বার্তা দিলাম। আন্সেলোত্তি বিশ্বের সেরা কোচ। এখন তিনি গ্রহের সেরা দলের দায়িত্ব পেলেন। আশা করি, সবাই মিলে আমরা ব্রাজিলের ফুটবলের নতুন অধ্যায় লিখতে পারব।'

> কার্লো আন্সেলোত্তিকে ব্রাজিলের দায়িত্বে আনা আমাদের স্ট্র্যাটেজিক চাল। আমরা যে আবার শীর্ষে পৌঁছাতে চাই, আন্সেলোত্তিকে এনে বিশ্বকে সেই বার্তা দিলাম। আন্সেলোত্তি বিশ্বের সেরা কোচ। এখন তিনি গ্রহের সেরা দলের দায়িত্ব পেলেন। আশা করি, সবাই মিলে আমরা ব্রাজিলের ফুটবলের নতুন অধ্যায় লিখতে পারব।
>
> **এডলান্ডো রডরিগেজ**
> *ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি*

মে মাসের শেষদিক থেকে ব্রাজিলের দায়িত্ব নিচ্ছেন কার্লো আন্সেলোত্তি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন হাজিনগর-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 81C 63717 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "জীবন সবসময় সহজ ছিল না, এই অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদগুলি আমার মনে এক বিরাট স্বস্তি এনে দিয়েছে কারণ আমার আত্মবিশ্বাস আছে যে আমি এখন আমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারব এবং আমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে তুলতে পারব। সমস্ত কৃতিত্ব এবং ধন্যবাদ ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হাজিনগর - এর একজন বাসিন্দা নিলিমা দাস - কে 24.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

৪ পদক কাইজেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মে : গুয়াহাটিতে ৯-১১ মে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ক্যারাটেতে কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে চারটি পদক এসেছে। নুরসাং তামাং কাতাতে মেয়েদের ১৩-১৪ বছর বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছে। কাতাতে ছেলেদের ১৪-১৫ বছর বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাহুল রায়। সত্যম তিওয়ারি কুমিতে ক্যাটিগোরিতে অনূর্ধ্ব-৪০ কেজিতে জিতেছে ব্রোঞ্জ। তিতলি হালদার মেয়েদের ওপেন বিভাগে কাতাতে ব্রোঞ্জ জিতেছে। দলের কোচ হিসেবে ছিলেন দেবাশিস ঢালি।

ফাইনালে কসবা

রায়গঞ্জ, ১২ মে : টাউন ক্লাবের সুপার লিগ ফুটবলের ফাইনালে উঠল কসবা বয়েজ ক্লাব। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে।

নতুন কমিটি গড়ে কাজ শুরুর অপেক্ষায় জেলা ডেফ ক্রীড়া সংস্থার সদস্যরা।

সভাপতি শাশ্বতী, সচিব অভিষেক

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : জেলা ডেফ ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিসে অনুষ্ঠিত হল। সেখানে গঠন করা হয় নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি। পুনরায় সভাপতি, সচিব ও সহসচিবের পদে বসলেন যথাক্রমে শাশ্বতী গুহ রায়, অভিষেক বসু এবং দিলীপ শা। নতুন কোষাধ্যক্ষ রানা রায়। নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন মহম্মদ সেলিম, ঋক সরকার, প্রকাশ রায়, তাপস বর্মন, বিদ্যা সরকার ও সোনালি বিশ্বাস। এদিন জাতীয় ডেফ ক্রীড়ায় সোনাজয়ী প্রশান্ত হালদার ও রুপো জয়ী রিয়া রায়ের পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সফল পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বাংলা ডেফ ক্রীড়া সংস্থার সহসচিব মণীশকুমার দাস ও সদস্য পার্থ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছবি : অনসূয়া চৌধুরী

হার জলপাইগুড়ি কিংস ইলেভেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফিতে (এসসিটি) সোমবার সিকিমের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ইরাইজ ৩ উইকেটে হারিয়েছে কিংস ইলেভেন জলপাইগুড়িকে। রবিবার ১৩.১ ওভারে জলপাইগুড়ির স্কোর ৫ উইকেটে ১১৭ থাকাকালীন ভিজে আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ স্থগিত হয়ে যায়। বাকি ম্যাচ হয় সোমবার। জলপাইগুড়ি শেষ পর্যন্ত ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩১ রান করে। জবাবে ইরাইজ ১৪ ওভারে ৭ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। পুনিত যাদবের অবদান ২৯ রান। আদি ২৪ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। কিংসের বিরাজ কৃষ্ণ ৩ উইকেটের সঙ্গে ১৩ রান করে ম্যাচের সেরা হন।

পরে কোচবিহার এবিএস রয়্যালস ৬ উইকেটে জয় পায় মালদার বাঁশবাড়ি সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে। প্রথমে বাঁশবাড়ি ১৭.২ ওভারে ১১১ রানে সব উইকেট হারায়। আশিক প্যাটেল রেখে আছেন ২৪ রান। ৩ উইকেট পেয়েছেন মায়াঙ্ক এন কুমার এবং হর্ষ কুমার। জবাবে এবিএস ১৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১১২ রান তুলে নেয়। অপরাজিত ৫১ রান করেন অলোক কৃষ্ণদেব কুমার। ম্যাচের সেরা হর্ষ কুমার।

সোমবারও বৃষ্টির কারণে রাতের ম্যাচটি ১.৫ ওভার হওয়ার পর স্থগিত হয়। অসমের বিজনি সুপার কিংসের বিরুদ্ধে মালদার ডিএম সুপার জায়েন্টস তখন দাঁড়িয়েছিল ১০/১ স্কোরে। উদ্যোক্তাদের তরফে মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, ম্যাচটি মঙ্গলবার বেলা ১২টা থেকে শুরু হবে। আগামীকাল সন্ধে ৬টায় খেলবে এনএফ রেলওয়ে টাইটান্স ও সিকিমের ব্লু শার্ক ক্যাপিটালস।

ব্যাডমিন্টনে সেরা ইংরেজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃ বিভাগীয় ব্যাডমিন্টনে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইংরেজি। তাদের হয়ে নেমেছিলেন কৃশ দে ও সাহিল সুব্বা। রানার্স হয়েছে দিপ্তায়ন চক্রবর্তী ও নিকুঞ্জ থাপার মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ। অন্যদিকে, মহিলাদের খেলায় সেরা ভূগোলের সায়ন্তনী ভাওয়াল। রানার্স রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাঞ্জমু শেরপা।

জিতল মডার্ন

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগার ৪-১ গোলে পাণ্ডাপাড়া বয়েজকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা বিকি জমাদার। তাদের বাকি গোল সুমিত কার্জি ও ছোটন শীলের। পাণ্ডাপাড়ার গোলটি সৌভিক রায়ের।